নানাপ্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG, PABNA

কাগজে বাঁধাই—দেড় টাকা

কাপড়ে বাঁধাই—সাত সিকা

সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্ হইতে
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
পোঃ সৎসঙ্গ, পাবনা

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভাদ্র, ১৩৪১

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন।

মনে আবোল-তাবোল কত প্রশ্নই ওঠে,—কোথাও মীমাংসা তার সঙ্গে-সঙ্গেই এসে দাঁড়ায়, কোথাও প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়,—আর যার মীমাংসা আছে—মীমাংসা-গুলির সাথে পরস্পর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা'তে অন্ধকার আরো অঢেল হ'য়ে ওঠে। মানুষের জীবনটা যেন মীমাংসাহীন, পথহীন, বোবা, অবোধ ও অবসন্ন হ'য়ে উঠে, শেষে কালের অচল কোলে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হ'য়ে যায়;—এ'তে তাই যেন বলে' দেয়—তুমি এমনি সীমান্ত আর এই সীমা বুঝি অসীম।

আমারও এমনতরই হ'ত।—প্রশ্ন উঠত, বুকের ভিতর কেমন একটা আঁকুপাঁকু, অস্বচ্ছন্দতায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, আবোল তাবোল তাঁর কাছে মুক্ত করে' দিতাম,—উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম মীমাংসার খোঁজে,—শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন শুনতাম,—মাঝে-মাঝে বুক কেঁপে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ত।

প্রত্যেকটী মীমাংসাই প্রত্যেকটীকে আলিঙ্গন করত, ভাবতাম এই যদি,—মানুষের খাকতি তো দেখি কেবল চলায়ই; এত আংলা বাংলা চেঁচামেচি,—করাকে আলিঙ্গন

কর্‌বে' চল্লেই তো সব চুকে যায়। যদি চাই,—করি না কেন,—যদি পাওয়াটা আমাদের বাঞ্ছিতই হয়?—

এই ভাবতাম।—মাঝে মাঝে চলার উদ্যোগে মস্‌গুল্ হ'য়ে পড়তাম; চলতামও একটু একটু,—এখনও চলি,—আর এই চলার ক্রমাগতি—continuity অনুসারেই পারিপার্শ্বিককেও দেখতে পাই তেমনতর—চলতে গেলে যেমন দেখা যায়।

তাই, ইচ্ছাও হ'ল, আর অনেকের অনুরোধকেও অতিক্রম করতে মন নিল না;—তাই, যা ধরে' রেখেছিলাম সেগুলি মুদ্রিত করতে প্রয়াস পেলাম;—আশা—এগুলি দিয়ে যদি কারু সুবিধা হয়, চোখ খোলে, পথ ধরতে পারে,—আর চলার সুখে সুখী হয়! কোথাও এমনতর দেখতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব—কৃতার্থ হব—এইটুকুই যা' আমার

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

নানাপ্রসঙ্গে

কথোপকথন

প্রশ্ন। আপনার আশ্রমে অনেক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। কোন্ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া এ গুলি গড়িয়া তুলিতেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুধু কথায় আমাদের উন্নতি হইবেনা। * আমার ইচ্ছা আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়ে এমনতর শিক্ষা পায় যাহাতে তাহারা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে পারে। † দেশে Industry (উদ্ভাবনী

* "Don't say things. What you *are* stands over you and thunders so loud that I cannot hear what you say."

—*R. W. Emerson.*

"Go, put your creed into your deed,
Nor speak with double tongue."

—*R. W. Emerson.*

† "As for the culture that is gained in Universities, I am in favour of whatever there may be in it that is fit to assimilate. Whatever in that culture is not assimilable, let it be got rid of as soon as possible.

If the collegemen can do no more than criticise in a hostile spirit, then I can only say that I prefer a platoon of police that can act to a crowd of collegians who can but debate."

—*Signor Mussolini.*

শ্রমশিল্প) যদি না গড়িয়া ওঠে, তাহা হইলে কিছুই হইবেনা। যদি মানুষ কর্ম্মশীল না হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম তাহার কাছে মুখের কথা মাত্র! * যে যে বিষয় যাহারা ভাল জানে তাহাদিগকে লইয়া এক-একটা centre (কেন্দ্র) গড়িয়া উঠিতেছে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার এ আশ্রমের modern activityগুলি (আধুনিক ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি) দেখে মনে হয় এ যেন পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়া। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে বশিষ্ঠাশ্রম, কপিলাশ্রম প্রভৃতি যে আদর্শ আশ্রমগুলি ছিল—সেগুলি কি এমনই ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই সমস্ত activities (কর্ম্মানুষ্ঠান) নিয়ে তখন যেমন-করে' হওয়া উচিত তেমনই ছিল।

প্রশ্ন। বুঝতে ত' পারলাম না। তখনো কি এত কর্ম্মপ্রবণতা ছিল?—আশ্রমের সহিত, সমাজের সহিত, রাষ্ট্রের সহিত, তখন কিরূপ সম্বন্ধ ছিল?

* অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ গীতা
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা
"কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ গীতা

"আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘোচে নাই। সেইজন্যই আজও আমরা ধর্ম্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি।" —রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুর। আশ্রমগুলি * ছিল institutions (কতকগুলি কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান), আর যেখানে শ্রম করিয়া উত্তমে উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম শিক্ষা করা যায়—তাহাই আশ্রম বলিয়া অভিহিত হইত। তাহ'লেই education এর (শিক্ষার) ভিতর দিয়া জীবনগুলিকে এমনতর ভাবে moulded করা হইত (গঠিত করা হইত) যাহা নাকি সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করিত এই বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্ন। শিক্ষার জন্য ত ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ত—industry র (শ্রমশিল্পের) কোনই স্থান ছিল না ?!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্যের † প্রধান অঙ্গ ছিল তপস্যা

* 'আশ্রম' কথাটী আসিয়াছে আ—শ্রম্ ধাতু (শ্রম করা) হইতে অর্থাৎ যেখানে শ্রমের দ্বারা মানুষ উৎকর্ষ লাভ করে।

"He who does not study or after his studies are finished, does not acquire wealth and wife is like an animal. For education one should go even to distant countries with the flight of an eagle."

—Garuda Purana, Ch. 109,48.

† "ব্রহ্ম" কথাটী আসিয়াছে বৃংহ্ ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া) হইতে। "মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক-কথায় তেমনতর আচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য।"—'নারীর পথে'

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম্, এ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আর্য্যসমাজের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেই দ্বিজ (অর্থাৎ born a second time by culture) হইত।

(অধ্যয়ন, অধ্যাপনা), সেবা, ভিক্ষা *। তপস্যার দ্বারা বিদ্যার্জ্জন, সেবাদ্বারা জনবর্দ্ধন (elevation of the people)—আর ভিক্ষাদ্বারা সেবা করিয়া আত্মসংরক্ষণ অর্থাৎ গুরু ও নিজের উদরান্নের সংস্থান।—আর এই ভিক্ষা বহুজন হইতে সংগ্রহ করিতে হইত—আর তা' আত্মীয় বা নিকট-সম্পর্কের নিকট হইতে আপৎসময়ে ছাড়া নয়। †

"In ancient India for the twice-born Arya, it was necessary to have acquired knowledge of the four Vedas, six Vedangas or the supplements of the Vedas *viz.*, শিক্ষা or Phonetics; কল্প or Rituals; ব্যাকরণ or Grammar; নিরুক্ত or Etymology; জ্যোতিষ or Astronomy; ছন্দ or Metre; মীমাংসা or Law codes; ন্যায় or Logic; ধর্ম্মশাস্ত্র or Religious Ethics; Purana or Ancient History; আয়ুর্ব্বেদ or medicine; ধনুর্ব্বেদ or Military Science; গন্ধর্ব্ববেদ or Fine Arts, music and dancing; and অর্থশাস্ত্র or Economics and Sociology This was no doubt a very comprehensive education."

—*Social Life in Ancient India*

* অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্।
আ সমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥ ১০৮
সেবতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ ১৭৫
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্॥ ১৮৩

—মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

† গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৮৪
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা॥ ১৮৮

—মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

তা'হ'লেই, উদরান্নের সংস্থানের জন্য বহু লোকের দ্বারস্থ হইতে হইতই—এবং তাহাতেই তাহাদের প্রয়োজন অভাব অভিযোগ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই জানিবার সুবিধা হইত—অতএব সেবাপ্রয়োগেরও সুবিধা হইত;—আর সেইজন্য লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক না হইয়া উপায় ছিল না। তা'হ'লেই দেখুন, ইণ্ডাষ্ট্রীর মূল সূত্রপাত এই সেবাদ্বারা হইত কি না? *

প্রশ্ন। কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সমন্বয় এখানে কিরূপে হইয়াছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াই আছে। যাহা একটা বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়াছে,—তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম †—আর যেমন যেমন করিয়া সেই বস্তু, ঠিক তেমন তেমন করিয়া তাহাকে জানিতে হইলে তেমন তেমন করিতে হইবে। ‡ তবেই মানুষ যদি কর্ম্মশীল না হয় সে ধার্ম্মিক

* "The putting of service before profit. Without a profit, business cannot extend. Well-conducted industrial enterprise cannot fail to return profit, but profit must and inevitably will come as a reward for good service. It can not be the basis—it must be the result of service."

'My Life and Work'—Henry Ford.

† ধৃ ধাতু (ধারণকরা, পোষণকরা) + কর্ত্তরি মন্ করিয়া হইয়াছে ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা সকলকে ধরিয়া রাখে।

‡ "Activity is the only road to knowledge."

—*Bernard Shaw.*

হইতে পারে না *—তাই, এখানে কর্ম্মের আরম্ভ আপনি হইয়াছে।

প্রশ্ন। ইউরোপ কর্ম্মশীল,—সে কি খুব ধার্ম্মিক ?

* "The mere turning of the character, the dumb willingness to suffer and to serve this universe is more than all theories about it put together. The most any theory about it can do is to bring us to that."

—*William James.*

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

গীতা ৩, ৮।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

ঈশোপনিষৎ।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

ঈশোপনিষৎ।

"যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা।"

স্বামী বিবেকানন্দ

"The whole array of active forces of our nature stands impatient of the word which shall tell them how to discharge themselves most deeply and worthily upon life. "Well!" Cry they, "What shall we do?" . . . and the active powers let alone, with no proper object on which to vent their energy must atrophy, sicken and die."

'Will to Believe etc.'—*William James.*

• **শ্রীশ্রীঠাকুর।** আমার মনে হয়—ইউরোপ এই আমাদের চেয়ে বেশী ধার্ম্মিক। *

প্রশ্ন। তা' কেমন করে?—তবে 'ধর্ম্ম' মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, যাহা আমাদের existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখে—তাহাই ধর্ম্ম। তা' যদি হয় তবে আমাদিগকে সেই সব কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে আমাদের existence (অস্তিত্ব) অব্যাহত ত' থাকেই বরং পাকা হয়।

ধর্ম্ম সব দিক দিয়া হয়। অন্যের বাঁচা এবং বৃদ্ধি পাওয়াকে অব্যাহত রাখিয়া বাঁচিবার জন্য, আনন্দের জন্য সুখ-সুবিধার জন্য মানুষ যাহা-যাহা করে তাহা ধর্ম্ম। † আমার existence (অস্তিত্ব) চারিদিকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। চারিদিক যদি সুস্থ থাকে আমি

* "উঠে পড়ে' লেগে যাও দেখি। গল্প মারা, ঘণ্টানাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করিতে হইবেক। দেখি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়।"
স্বামী বিবেকানন্দ।

"যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করেনা, তা' কি আবার ধর্ম্ম? আমাদের কি আর ধর্ম্ম?……সে ধর্ম্ম, না পৈশাচ নৃত্য?

"ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা? স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুস্থানে কি আছে? কে ধর্ম্মের আদর করে?"

স্বামী বিবেকানন্দ

† The whole state of man is a state of culture; and its flowering and completion may be described as Religion."

—*R. W. Emerson.*

সুস্থ থাকিব—অসুস্থ থাকিলে আমিও অসুস্থ থাকিব। * আমার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে তাদের দ্বারা বাহিরের সাড়া লইয়া যে জ্ঞান জন্মিতেছে—তাহাতেই 'আমি আছি' এই বোধ হয়। তা-ছাড়া 'আমি' বলিয়া আলাদা জিনিষ কিছুই নাই—থাকিলেও জানা যায় না। এমন জায়গায় যদি আমাকে রাখা যায় যেখানে কিছু নাই তাহা হইলে আমার আমি-ভাব ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি-বাদে যদি কিছু থাকে তবে আমি-জ্ঞান হয়। † যেখানে আমি-ছাড়া কিছু নাই সেখানে আমিও নাই।

প্রশ্ন। অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে বজায় রাখিয়া আমার সুখ-সুবিধা সম্ভব কেমন করিয়া?—তা' কি সব-সময়ে হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি-ভাবের উদ্বোধন যদি environment এরই (পারিপার্শ্বিকেরই) উপর নির্ভর করে, তা'হলে

---

* "We come from it and sink back into it and every moment we are dependent upon that which takes place around us."

—*Eucken.*

"Life is life, and must be used as well as possible. To live for oneself is irrational. Therefore, since people existed, they have sought an aim of life outside themselves; and live for their child, their family, their tribe or for humanity."

'What I Believe'—*Leo Tolstoy.*

† "Consciousness springs out of the reaction and relation of the two. A self can become conscious of itself only in so far as it is limited, resisted, acted by a not-self, external to itself."

'Psychology'—*H. Stephen.*

environment এর (পারিপার্শ্বিকের) উদ্বর্দ্ধনেই এই আমিরও উদ্বর্দ্ধন (elevation) হইবে নিশ্চয় ! তাহ'লেই আমার কর্ত্তব্য তা' যাতে নাকি আমার environment (পারিপার্শ্বিক) উদ্বর্দ্ধিত হয়—আর তা' করতে হ'লেই environment এর (পারিপার্শ্বিকের) সেবা আমার থাকা এবং বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অপরিহার্য্য, * আর এই সেবা-বিমুখ যত হইব তত আমি দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইব, আর এই থাকার অপলাপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তাহ'লেই দেখা যায় আমাদের এই সুখ-সুবিধার ব্যাপারে environment (পারিপার্শ্বিকই) মুখ্য জিনিস।

প্রশ্ন। তবে কি কর্ম্মীই ধার্ম্মিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, ধর্ম্ম মানে তাই যেমন করে' চললে, বললে, ভাবলে আমাদের being ও becoming (অস্তিত্ব ও উন্নয়ন) বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায় ; † —সাধারণ সন্ন্যাসী

* "Unimpeded growth in the individual depends upon many contacts with other people, which must be of the nature of free co-operation."

—*'Principles of Social Reconstruction.'—Bertrand Russel.*

† "No system of metaphysics, no religion, not even the first, the greatest, the mother of all the rest ever thought of rejecting the indisputable and indubitable law of endless movement of the eternal Becoming; and it must be admitted that everything appears to justify it."

—*Maurice Maeterlinck.*

অপেক্ষা—অনেক তথাকথিত মহাপুরুষ অপেক্ষা—দাশদা * বেশী ধার্ম্মিক ছিলেন, কারণ তাঁর পারিপার্শ্বিকের সেবা জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল।

প্রশ্ন। ইউরোপ সম্বন্ধেও কি সেই কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, তাহাদের সম্মুখে কতগুলি সুবিধা আছে। যখন যেমন অসুবিধা আসিয়াছে তখন তাহারা সেগুলি Solve করিবার (সমাধান করিবার) চেষ্টা করিতেছে, এবং ক্রমশঃ ভিতরের দিকে যাইতেছে। জাতি যখন মারা যায় তখন তাহার ভিতর inquisitivenessএর (অনুসন্ধিৎসার) অভাব ঘটে—আর Selfish enjoyment prominent হ'য়ে ওঠে—স্বার্থান্ধ ভোগ-বুদ্ধি প্রবল হ'য়ে পড়ে। Invention এর (উদ্ভাবনার) দিকে যখন নজর যায় তখন জাতি বড় হয়, selfish enjoyment এর (স্বার্থান্ধ ভোগবুদ্ধির) দিকে নজর গেলে সে উঁচুতে উঠিতে পারে না।

প্রশ্ন। আপনি যা বল্লেন, ধর্ম্ম মানে যদি তাই হয় তবে তা' নিয়ে আবহমান কাল থেকে এত মারামারি কেন? এত সরলই যদি ধর্ম্ম হ'ত তবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ—ইহাদের করা বলা ভাবা আর চলায় কোন তফাৎ-ই থাকৃত না!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্মের মারামারি কখনো নাই, কোথাও

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শ্রীশ্রীঠাকুর ইঁহাকে দাশদাদা বা দাশদা বলিয়া ডাকিতেন।

নাই। কারণ, ধর্ম্ম মানেই হ'ল তাই করা যা'তে নাকি being and becoming (বেঁচে-থাকা আর বৃদ্ধি-পাওয়া) অব্যাহত থাকে, অটুট হয়, বর্দ্ধনশীল হয়,—আর এ প্রত্যেক individual এরই (ব্যক্তিরই) interest (স্বার্থ)। তাই ধর্ম্মের prime laws এর (আদিম নিয়মগুলির) ভিতর কোথাও কোন গরমিল নাই *। গরমিল আসিয়া পড়ে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে—আর তা' যে দেশের যে কালের বৈশিষ্ট্যে যেখানে যাহা করা প্রয়োজন তদনুসারে। যেমন মাদ্রাজে নাকি লঙ্কা বেশী না খাইলে লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে, শুনিয়াছি পিঁয়াজ কোথাও নাকি অমৃততুল্য—তাই এগুলি universal (সার্ব্বজনীন) নয়। আর এই গুলির উপরই মানুষ যখন দাঁড়াইয়া ধর্ম্মকে বিচার করে তখনই বোধ হয় দ্বন্দ্বের অভ্যুদয় হয়।

প্রশ্ন। তাই যদি হয় তবে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধ কেন?—আর হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টিয়ানে যে এত বিদ্বেষ, এত হিংসা—এ কি-করে' সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ হিংসার কারণই না-জানা। আমার মতে প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক হিন্দুই মুসলমান খৃষ্টান,—প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক মুসলমান-খৃষ্টানই হিন্দু;—আর ইহার ব্যতিক্রম যেখানে হইয়াছে সেখানেই অজানার

---

* "Every religion is an expression, a language to express the same truth."

—*Swami Vivekananda.*

মুখোস-পরা ধর্ম্মের উল্লম্ফন মাত্র—আর কিছু না। মহম্মদকে' মানাই যদি ধর্ম্ম হয়, আর 'খোদা এক' মানা যদি ধর্ম্ম হয়—আর তা'তে জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদের মানায় যদি কোন বাধা বা আপত্তি না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ থাকিয়াও আমি মুসলমান হইতে পারি, ক্ষত্রিয় হইয়াও আমার মুসলমান হইতে বাধে না—আবার মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে বাধা নাই।

প্রশ্ন। কিন্তু হিন্দুমাত্রেই ত মুসলমানের নিকট কাফের, ঘৃণিত,—মুসলমান-যে সে ত আর কাফের হইতে পারে না?—আর খৃষ্টানদের কাছে যারা খৃষ্টান নয় তা'রা ত পেগান্ বা হেদেন্?।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি হয়ত না-ও বুঝতে পারি—'কাফের' মানে যদি ধর্ম্মে অবিশ্বাসকারীই হয় কিংবা ভগবান্ এক—যিনি খোদ—তিনি ছাড়া তাঁহার মত আর-কিছু বা কেহ নাই, আর সৎগুরু, কামেল পীর, পয়গম্বর বা Son * (ভগবৎ-তনয়) যদি তাঁ'তে পৌঁছাবার একমাত্র পথ—ইহা যে-কেহ বিশ্বাস করে সে-ই যদি ধর্ম্মবিশ্বাসী হয়, তবে হিন্দু

* খ্রীষ্ট এসেছিলেন 'word made flesh'—সচ্চিদানন্দ ঘনবিগ্রহ হ'য়ে—তাই তাঁহাকে son বা ভগবত্তনয় বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

"In the word made flesh the Divine love, which is the Father, is made manifest and through this the Holy Spirit is breathed upon the world. Thus in Him, Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the God-head bodily."

... ... *Swedenborg—Frank Sewall.*

মুসলমান বা খৃষ্টান এদের ভিতর কাহাকে কাফের বলা যাইবে? বরং এমনতর বিশ্বাসী যদি কেউ থাকে তাহাতে কাফের বা হেদেন বা ম্লেচ্ছ উচ্চারণ—এই ত ভগবদ্‌বিশ্বাসের ঘোর বিরুদ্ধ আচরণ!

প্রশ্ন। কিন্তু হিন্দুরা ত পৌত্তলিকই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হিন্দুরা পৌত্তলিক কখনই নয় বরং hero র—বীরের পূজক। তাঁ'রা যেখানেই কোন শক্তির প্রাচুর্য্য বোধ ক'রেছেন তাঁহাকেই ভগবানের শক্তি বলিয়া নতজানু হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন * —উৎসকে অবমাননা করিয়া কোন শক্তির প্রাবল্যকে তাঁ'রা জানেন না বা গ্রহণ করেন নাই—আমার ত ইহাই মনে হয়,—দেখি নাই ইহার ব্যতিক্রম কোথাও ঘটিয়াছে। উৎসকে অস্বীকার করিয়া যখনই কোন শক্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়াছে সেখানেই তাহাকে অসুর ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া অস্বীকারই করিয়াছে † —এই ত দেখিতে পাই, জানিনা—আর কি আছে!

---

* যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১
যা কিছু প্রভাব বল শ্রী ঐশ্বর্য্যযুত
মম তেজঃ অংশে তাহা সকলি সম্ভূত।৪১
গীতা, ১০ম অধ্যায়।

† প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥৮

প্রশ্ন। অভক্ষ্য-ভক্ষণ, পরস্ত্রী-ধর্ষণও ত অনেক-সময়ে' মানুষ ধর্ম্মের নামে চালায়। চলা, বলা, করা আর ভাবার এমন বিপরীত গতি ধর্ম্ম-ছাড়া আর-কিছুর নামেই ত হ'তে দেখা যায় না !?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার যতদূর সম্ভব অন্তরায় না হইয়া—এমন-কি একদম অন্তরায় না হইয়া—যদি কেউ তার বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে অক্ষুণ্ণ ও বর্দ্ধনশীল রাখিতে পারে—এমনতর চলা বলা করা ভাবা হয়, সেখানে perfectness (পূর্ণতা) তত বেশী। তাহ'লেই অভক্ষ্য ভক্ষণ, পরস্ত্রী-ধর্ষণ—এগুলি ধর্ম্মের নামে চলিতেই পারে না !—আর ধর্ম্মবিধির ভিতর এগুলি আছে এ কথা কি কোন ধার্ম্মিক বলিতে পারে? যখনই এগুলি চলে—বুঝিতে হইবে ধর্ম্মের নামে ভ্রান্ত স্বার্থের—আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়—সবারই সাবধান হওয়া উচিত !

প্রশ্ন। তাহ'লে ধর্ম্ম বলতে এমন-কিছু কি হ'তে পারেনা যা' এই বিরোধের চির-সমাধান নিয়ে আসে—আর মানুষ যা' নির্ব্বিরোধে বরাবর অনুসরণ করে' সার্থক হ'তে পারে—কৃতার্থ হ'তে পারে। সে আদিম নিয়মগুলি—কি ?

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯

গীতা ১৬শ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সমাধান ত আছেই—আর তা প্রত্যেক refomerএর (সংস্কারকের) প্রবর্ত্তিত বিধিতেই জাজ্বল্যমান দেখা যায়। * তাহা অনুসরণ না করিয়া নিজের খেয়ালের dice এ (ছাঁচে) তাদের ফেলিয়া, তেমনতর চলিলেই গণ্ডগোল। prime laws (আদিম অনুশাসন) সেইগুলি যা' প্রত্যেক individual এরই (ব্যক্তিরই) being and becoming এর পক্ষে (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার পক্ষে) অবশ্য-প্রয়োজনীয়, আর তা' universal—সার্ব্বলৌকিক, চিরন্তন,—যেমন আছে ইষ্ট-আরাধনা, Guide বা চালক, ভক্তি, আহার-শুদ্ধি, কর্ম্মশুদ্ধি, বাক্যশুদ্ধি ইত্যাদি।

প্রশ্ন। Guide আবার কি ? এই Guide বা চালক নিয়েই ত যত সব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ! ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অস্তিত্ব এবং উন্নয়নের বিধি যাঁহাদের ভিতর প্রকট হইয়াছে বা হইয়াছিল তাঁহারাই Guide বা গুরু * —তাই সব গুরু একই ;—আর যাঁহা হইতে যে directly (মুখ্যভাবে) ইহা পায় তিনি তার আদর্শ, গুরু বা Guide. তিনি অনুসরনীয়, আর অন্যান্য যাঁহারা তাঁহারা

---

* "Yes, there is a mother doctrine, a synthesis of religions and philosophies. It develops, and deepens as the ages roll along, but its foundation and centre remain the same. We have still to show the providential reasons for its different forms, according to race and time. We must re-establish the chain of the great initiates, who were the real initiators of humanity."

Plato—*The Mysteries of Elcusis Edonard Schure.*

ভক্তির পাত্র, পূজার পাত্র—তাঁহাদের জীবন ও কর্ম্মের আলোচনায় আমরা আদর্শে অটুট হই, অব্যাহত হই—তাই উন্নতি আমাদের কাছে অবাধ হইয়া আসে। *

হনুমান নাকি ব'লেছিলেন,

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥ †

গুরুত্বে যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে গুরুত্বের অপলাপ নিশ্চয়ই—আর সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক, বৌদ্ধই হোক। যাহার সংসর্গে গুরুভক্তির অপলাপ ঘটে সে সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—কারণ, তাহা অবনতিকে আমন্ত্রণ করে,—সে সংসর্গে গুরুত্ব নাই বরং আর উল্টো আছে। যেখানে গুরুত্ব আছে সেখানেই নিজের আদর্শ গুরু বা Guideএর বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিভিন্নরূপ কল্পনা করিয়া তাঁদের সেবা-ভক্তি করাই সমীচীন—যদি তাঁহা হইতে

* We need not fear any excessive influence. A more generous trust is permitted. Serve the Great. Stick at no humiliation. Grudge no offence thou canst render. Be the limb of their body, the breath of their mouth. Compromise thy egotism, never mind the taunt of Boswellism. Be another; not thyself, but a Platonist; not a soul, but a Christian; not a naturalist, but a Cartesian; not a poet, but a Shakespearian."

'Uses of Great Men'—Ralph Waldo Emerson.

† বীরভক্ত হনুমান ব'লেছিলেন "শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মতঃ অভেদ হইলেও কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।"

আমাদের এমনতর ভাব না আসে যাহা দ্বারা আমরা আদর্শ হইতে বিচ্যুত বা পতিত হই।

কবীর বলেছেন,

"সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে
সব্‌কো লীজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহো
বৈঠে' আপ্‌না ঠাম॥ *

অন্য গুরুতে অশ্রদ্ধাবান্ না হইয়া যদি কেহ আপন গুরুতে নিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণ হয়, তার প্রতি প্রকৃত সমস্ত গুরুই সন্তুষ্ট থাকেন,—তাই বুঝি "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" † কথার সৃষ্টি।

প্রশ্ন। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে অনেকেই ত বলেন; গুরু আবার কি?—ভগবান্ আছেন আর আমি আছি একজন intermediary—মধ্যস্থের ত কোনই প্রয়োজন বুঝি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা যাহা লইয়া ভগবান্ তাহাই ভগবত্তা, আর এই ভগবত্তা অর্থাৎ যাহা যাহা লইয়া ভগবান্ তাহার আরাধনায় যিনি সেইগুলি চরিত্রগত করিয়াছেন,

* "সকল হইতে রস গ্রহণ কর,—সবারই সঙ্গ কর, সবারই নাম লও। আপনার স্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকিয়া কাহারো সঙ্গে বিরোধ না করিয়া সবারই কথা গ্রহণ কর।" কবীর

† গুরু সর্ব্বদেবময়

—যাঁহার ভাবে, চলায়, বলায়, করায় সেইগুলি প্রকট হয় তিনিই গুরু, তাঁ'তেই ভগবত্তা আছে * ; তাই,

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি।" †

আর, এই মূর্ত্ত গুরুরূপী ভগবান্ ‡ ছাড়া আমাদের উন্নয়নের অন্য কোন পথ সম্ভব কিনা জানি না! যীশু বলেছেন 'I am the way, the truth, the life—none can come to the Father but through me.' §

* "If I should have a man who could detect the one in many, I would follow him as a God."

—*Plato.*

"The cult of great men is a great principle in national education."

—*Pasteur.*

† ব্রহ্মজ্ঞ যিনি তিনি ব্রহ্মই হন—তিনিই ব্রহ্ম।

‡ "The incarnation is a particular manifestation of Infinite Being on the plane of matter and the demonstration of the divine as essentially personal."

—*Swedenborg.*

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"১১ —গীতা নবম অধ্যায়

"No man hath seen God at any time. The only begotten son which is in the bosom of the father, he hath declared Him."

—*St. John's Gospel.*

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" উপনিষৎ

"নিরাকার—কী আরসী, সাধোঁহী কী দেহ।
লখা যো চাহৈ অলখ কো, তো ইনহী মেঁ লখিলেহ॥" কবীর

§ "আমিই পথ, আমি সত্য, আমিই জীবন—আমার মধ্য দিয়া ছাড়া কেহই পিতার নিকটে আসিতে পারে না।" বাইবেল

—তার মানে কি? এই কি নয়? তাই যা'র আদর্শ নাই, মূর্ত্ত আদর্শ নাই—আর তাঁ'তে প্রেম, ভক্তি বা আসক্তি বলে' কিছু নেই, যিনি কাউকে actively fulfil করেননি অর্থাৎ কাহারও wishes গুলিকে (ইচ্ছা গুলিকে) fulfil করে' (পূর্ণ করে') নিজেকে সার্থক করেননি তিনি কি-করে' গুরু হ'তে পারেন?

প্রশ্ন। তবে অনেকে গুরুবাদ শুনে'—বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠেন কেন? অথচ জগতের সব ধর্ম্মেই ত এই hero-worship, বীরপূজা বা গুরুবাদ র'য়েছে। কিন্তু আজকাল অনেকেই গুরুবাদকে ভয়াবহ মনে করেন,—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমতঃ কোন সদ্‌গুরু, কামেলপীর বা prophet কে—পয়গম্বরকে না মানিয়া ভগবান্‌কে কেবলমাত্র নিরাকার করিয়া রাখা অনেক মানুষের অহংএর কাছে অনেকটা সুবিধাজনক, কারণ তাহাতে আমাদের খেয়াল-গুলির কোনপ্রকার conflict *—সংঘাত লাগার

* "Everything depends on the faith you are able to put in the Instructor. Transference then becomes the battlefield on which all the contending forces are to meet."

—*Sigmund Freud.*

"Produce great persons and the rest follows."

—*Walt Whitman.*

"Carrying out the commands of the *Guru* (Spiritual Father) without the least hesitation or doubt is the only way to spiritual success."

—*Swami Vivekananda.*

সম্ভাবনা নাই। আমার বৃত্তিগুলি অবাধে আমাকে যাহা-তাহা করিতে পারে,—আমি হয়ত বহুরূপী ভক্তের মত বলিয়া উঠিলাম—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" *

এমনতর আমির কাছে এ হৃষীকেশ কিন্তু অরূপই কেবল। মানুষ বাহবা দিয়া উঠিল—ভাবিলাম বেশ হইয়াছে। এই আশু বাহবার প্রলোভন হইতে কোন্ বেকুব অহং বঞ্চিত হইতে চায়—যদিও ইহাতে অজ্ঞাতসারে ধ্বংসের মুকুট আমাদের মস্তিষ্কসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। †

"প্রাজ্ঞঞ্চ বীরঞ্চ বহুশ্রুতঞ্চ তং ধৈর্য্যশীলং ব্রতমন্তমার্য্যং।
সুমেধসং সৎপুরুষং ভজেত নক্ষত্রমার্গং ত্বিব চন্দ্রমাহি॥

ধম্মপদম্

* ধর্ম্ম কি তাহা জানিলেও তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম্ম কি তাহাও জানি কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই; হে হৃষিকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যাহা করাইতেছ তাহাই করিতেছি!

† অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানামার্ষাণাঞ্চৈব দর্শনম্।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥

পরাশর সংহিতা।

ন পরীক্ষা ন পরীক্ষ্যং ন কর্ত্তা কারণং ন চ।
ন দেবা নর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ কর্ম্ম কর্ম্মফলং ন চ॥

Revolt (বিদ্রোহ) করার আর-একটা কারণ হচ্চে অগুরুর গুরুত্বের দাবী—যা'রা কিছু জানে না, করে না, বোঝে না—সেবাসম্পদ্ ভক্তিপ্রেম ইত্যাদি কাহাতেও সার্থক হওয়ার জঞ্জাল বহন করে না—মাথায় পা তুলিয়া দিয়া, সর্ব্বনাশ হইবে ভয় দেখাইয়া তা'দের সালিয়ানা আদায়ের অত্যাচার;—আমার মনে হয় এইগুলিই মুখ্য কারণ। কিন্তু এ কথা ঠিকই যাহার গুরু বা আদর্শ নাই;—আদর্শ বা গুরু বলে' মানা যা'র কুষ্ঠিতে ভগবান্ লেখেন নাই সে পতিত নিশ্চয়ই—আর, সে যত enlightened-ই (সুসভ্যই) হউক, তার পতনও তত enlightenedly (সূক্ষ্মভাবে)! *

প্রশ্ন। আচ্ছা আপনি ত' বল্লেন হিন্দুরা পৌত্তলিক নয়, কিন্তু কাহাকেও না-মানিয়া, কিছু না-করিয়াও ত

নাস্তিকস্যাস্তি নৈবাত্মা যদৃচ্ছোপহতাত্মনঃ।
পাতকেভ্যঃ পরঞ্চৈতৎ পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ॥
তস্মান্মতিং বিমুচ্যৈতামমার্গপ্রসৃতাং বুধঃ।
সতাং বুদ্ধি প্রদীপেন পশ্যেৎ সর্ব্বং যথাতথম্॥

সূত্রস্থানম, চরক সংহিতা

* "কবীর ফকীরী অজব হৈ
জো গুরু মিলৈ ফকীর
সংশয় শোক নিবারক
নিরমল করৈ শরীর॥"
"মেরে সাধগুরু পকড়ী বঁহে
নহী তো মৈঁ বহিজাতা।"

কবীর—

আমরা বেশ হিন্দু থাকিতে পারি!—আমাদের কি কোনো আদর্শই নেই, কিছু করণীয় নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'হিন্দুধর্ম্ম' মানেই আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্যদের দর্শনই হিন্দুদর্শন, আর্য্যঋষি হিন্দুদের ঋষি, আর যা'রা এগুলি মানিয়া চলে তা'রাই হিন্দু। যেমন, খৃষ্টানদের ভিতর পূর্ব্বগুরুদের মানার কথা আছে, আর্য্য বা হিন্দুদেরও অবিকল তাই। তাহাদের নিজের গুরু হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সবাইকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা বিশেষভাবেই বলা আছে।

প্রশ্ন। বলা ত আছে কিন্তু না মানিলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান্‌কে, ঋষিকে, আদর্শকে বা গুরুকে যাহারা মানে না, স্বীকার করে না, অনুসরণ করে না তাহারা হিন্দুমতে পতিত বা নষ্ট, মুসলমানদের কাছে কাফের,—আর খৃষ্টানদের কাছে হেদেন্!

প্রশ্ন। আবার আজকাল—যেমন রাশিয়াতে—ধর্ম্মকেও ত বড় জিনিস বলে' ধরে না,—শুনতে পাই কামাল পাশা নাকি কোরাণকেও আমল দেন না,—ধর্ম্ম বাদ-দিয়েও ত কত রাষ্ট্রব্যবস্থা আজকাল সুন্দরভাবেই চলিতেছে! জাপান এত উন্নত—কই, সেখানে ত ধর্ম্মের কোন প্রাদুর্ভাবই ঘটে নি? *

---

* "In our large cities the population is godless, materialized —no bond, no feeling, no enthusiasm."

—*R. W. Emerson.*

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমরা ধর্ম্মকে ছাড়তে পারি কিন্তু ধর্ম্ম আমাদের ছাড়ে না—যতদিন আমাদের বেঁচে থাকা আর বৃদ্ধি পাওয়া বলে' কিছু আছে!—আর যা' করে' বা যা' দিয়ে তা হয় সে ধর্ম্মই—তা' মেনেই চলি—তা' ধর্ম্মের নাম দিয়েই হোক আর না দিয়েই হোক্ * কামাল পাশা ধর্ম্মকে উড়িয়ে দিতে পারেন না কারণ ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়েই তাঁর যা'-কিছু—আর কোরাণ তা'ই যাতে নাকি সেগুলির সমাবেশ আছে। তবে ধর্ম্মের মুখোস-পরা অধর্ম্মকে তিনি তাড়াতে পারেন বটে—আর তা' তাড়ানই উচিত।—কোরাণের কদর্থকে তাড়াতে পারেন কিন্তু কোরাণকে নয়।—জাপান রাশিয়াতেও তাই,—নামে না থাকতে পারে—করায় আছে, নতুবা উন্নতি বলে' জিনিস থাকত না।

প্রশ্ন। আমাদের দেশেও ত পণ্ডিত জহরলাল-প্রমুখ অনেকের একটা কথা উঠেছে 'Country first, then religion'—আগে দেশ, তারপর ধর্ম্ম। তার মানে?

* "This much I know looking after seventy—men without religion are moral cowards and mostly physical cowards too when they are sober. Civilisation cannot survive without religion. It matters not what name we bestow upon our divinity—without religion life becomes a meaningless concatenation of accidents."

—*Bernard Shaw.*

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'দেশ' * কথাটার উদ্ভবই হ'য়েছে আদেশের থেকে। আদেশ আসে ideal (আদর্শ) থেকে, আর idealএ (আদর্শে) আছে love and life (প্রেম আর জীবন)। তা'হ'লে ideal first (আদর্শ আগে) হওয়া উচিত। আর, সেই idealকে (আদর্শকে) যা'রা follow করে (অনুসরণ করে), তা'রা যেখানে বাস করে সেটা দেশ নামে অভিহিত হয়। তা'হ'লে হওয়া উচিত ideal first (আগে আদর্শ বা গুরু), then country (পরে দেশ)।

প্রশ্ন। লোকমুখে শুনতে পাই আপনি অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন—কিরূপে করিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি অলৌকিক বা অদ্ভুত কিছু জানিনা এবং করিও নাই—মানুষে ঐ-রকম যাহা-তাহা বলে। আমাকে যেমন দেখিতেছেন আমি তাহাই।—অদ্ভুত আমরা তখনই ভাবি যখন আমরা কারণ জানি না †। আপনি

* "It is true man sees more of the things themselves when he sees more of their origin; for their origin is a part of them and indeed the most important part of them. Thus they become more extraordinary by being explained. He has more wonder at them but less fear of them; for a thing is really wonderful when it is significant and not when it is insignificant."

—St. Francis of Assisi.'—*G. K. Chesterton.*

† দেশ কথাটা আসিয়াছে দিশ্ ধাতু হইতে। দিশ ধাতু মানে আদেশ করা

হ্যাণ্ডে লেখেন, * এটা আমার কাছে অদ্ভুত, কারণ আমি উহা জানি না। আমি যখন হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস্‌ করিতাম তখন ঔষধসম্বন্ধে, রোগের কারণসম্বন্ধে এবং মানুষসম্বন্ধে আমি মনে-মনে ভাবিতাম।

একদিন কাশীপুরের রাস্তা দিয়া রোগী দেখিতে যাইতেছিলাম—রাস্তায় একটী মুসলমানকে মাথায় ধামা ও হাতে গোটাকতক বোয়াল মাছের বাচ্চা লইয়া পাবনা বাজার হইতে আসিতে দেখিলাম। তাহাকে দেখিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধ 'ভিরাট্রাম্‌ এল্‌বাম্‌'এর ছবি মনে পড়িল। অমনি তাহাকে বলিলাম, 'ভাই, তুমি কখনই এ মাছ খাইওনা, তোমার অত্যন্ত পেটের অসুখ করিবে।' তাহাতে সে বলিল, 'খোদা পয়দা করিয়াছেন, একদিন মরিতেই হইবে।' এই বলিয়া চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া গেলাম। রোগী দেখিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়াছি, কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম সেই লোকটীর একটী আত্মীয় আসিয়া আমাকে বলিল যে লোকটীর দুইবার দাস্ত হইয়াছে, হাত পা ঠাণ্ডা, অত্যন্ত গা বমি-বমি—খিল ধরার মতন হইয়াছে। পাবনা হইতে আসিয়া হাত পা ধুইয়া বসিয়া কেবল তামাক খাইতেছে, এমন সময়ে

* শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চৌধুরী—যাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ফ্রী প্রেসের একজন রিপোর্টার। তিনি শর্টহ্যাণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা লিখিয়া লইতেছিলেন।

পেটের ভিতর কল্ কল্ করিয়া উঠিল, একবার বাহ্যে গেল,—তারপর সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, কপালে ঘাম হইতে লাগিল। তার কিছুক্ষণ পরেই আর একবার দাস্ত হওয়ায় তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে। আমি গিয়া তাহাকে ভিরাট্রাম্ এল্‌বাম্ ৩০ দিলাম, রোগীও আরোগ্য হইল,—সে বিশ্বাস করিল না আমি ঔষধ দিয়া তা'কে সারাইয়াছি। মানুষের কাছে বলিতে লাগিল—আমি আলৌকিক বিদ্যা জানি।

প্রশ্ন। লোকটীকে দেখিবামাত্রই আপনি বুঝিতে পারিলেন তাহার কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে,—এই অদ্ভুত পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা আপনি লাভ করিলেন কেমন করিয়া ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ কোন জিনিস লইয়া যদি sincerely engaged থাকে (সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত থাকে) —আর তা' apply করে (প্রয়োগ করে), তা'হ'লে তা'হ'তে মানুষের experience হয় (বহুদর্শন হয়), common sense grow করে (সাধারণ বোধ-শক্তি বেড়ে যায়), আর অবশেষে তা' instinctএর (সহজ-সংস্কারের) মত হ'য়ে আসে—আর তার ফলেই বোধহয় আমার অমনতর হইয়াছিল।

প্রশ্ন। আপনার জীবনচরিতে দেখিলাম আপনি ছেলেবেলায় নাকি খুব নাম করতেন। নাম করলেও

নাকি ঐ-রকম হয়! নাম কল্পা মানে কি?—আর কেনই বা নাম করতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাতঞ্জলে আছে 'তজ্জপস্তদর্থভাবনঞ্চ।' * নাম করা মানে † যাহা জপ করিতে হইবে তাহা মনে-মনে উচ্চারণ করিয়া তাহার অর্থধ্যান বা তাহাকে ধ্যান করা ‡। তা'তে একটা শব্দ লইয়া মনে-মনে continuously (অনবরত) উচ্চারণের ফলে আমাদের স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া মস্তিষ্ককোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। তার ফলে আমাদের কোষগুলি যেমনতর আছে তার-চেয়ে ঢের বেশী sensitive (সাড়াপ্রবণ) হয় —আর এই sensitive (সাড়াপ্রবণ) হওয়ার দরুণই

---

* তাহার অর্থাৎ নাম জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিতে হইবে।

† "মন্নৈ মারগ ঠাক ন পাই।
মন্নৈ পত সিউ" পবগট জাই॥
মন্নৈ মগন চলৈ পন্থ।
মন্নৈ ধরম সেতী সনবন্ধ॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্নি জানৈ মন কোই॥"

জপজী—গুরু নানক।

হিন্দুর সব শাস্ত্রে—আগমনিগমাদিতে নাম জপ ও তাহার ফলের বহুল উল্লেখ আছে।

Bibleএও আছে "Sing ye the name of the Lord', কোরাণেও বহুস্থানে আল্লার নামের গুণকীর্ত্তন করিয়াছে।

‡ "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

পাতঞ্জলযোগসূত্র।

যে-সমস্ত সাড়া পূর্ব্বে বোধের অগম্য ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হইয়া ওঠে। *

আর, continually with attachment (অনবরত অনুরাগের সহিত) একচিন্তাপরায়ণতার দরুণ অর্থাৎ প্রিয়চিন্তা বা ধ্যানের ফলে ঐ sensitive (সাড়াপ্রবণ) কোষগুলি এমনতর ভাবে adjusted হয় (পরস্পর সম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হয়) যা'তে সাড়া ত লয়ই—আরো অটুটভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, † অর্থাৎ receptive (গ্রহণক্ষম) হয়। ক্লীং ওঁ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক বা বীজযুক্ত ‡ নামগুলি জপ করিলে Brain cellএর (মস্তিষ্ক কোষের) sensitive-ness (সাড়াপ্রবণতা)—সূক্ষ্ম বোধশক্তি বাড়ে—আর কোন মূর্ত্তিধ্যানের ফলে স্নায়ুগুলি receptive (গ্রহণক্ষম) হয়।

---

* "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।"

পাতঞ্জলযোগসূত্র।

† "বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী।"

পাতঞ্জলযোগসূত্র।

‡ "যহ সংসার সকল জগ মৈলা,
নাম গাহ তেহি সুচা।"

কবীর

এই মলিন জগৎ সংসারের মধ্যে তাঁহার নাম সাগরে ডুব দিলেই পবিত্র।

"সুনতা নহী ধুন কী খবর
অনহদকা বাজা বাজতা।"

কবীর

ধ্বনির খবর কি শোন নাই, ঐ যে অনাহত নাদ বাজিতেছে?

তা' হ'লেই আমাদের observationগুলি (পর্য্যবেক্ষণ-গুলি) কত উন্নত, কত deeper (গভীরতর) হইয়া ওঠে দেখুন ;—আর এগুলি-সব নাম ও ধ্যান হইতে যেমনতর ভাবে হইতে পারে, অন্য-কোন প্রকারে বোধ হয় এমনতর ভাবে সম্ভব নয়। তবে এক কথা,—যা'তে বা যাঁহাতে এ নাম সার্থক হইয়াছে সে-ই বা তিনি ধ্যেয় ও অনুসরণীয়,—কারণ ইহা করিলে যে-যে ভাবগুলি excited হয় (উত্তেজিত হয়) তাঁর physical expressionএ (দেহের ভঙ্গিমায়) তাহা প্রকটিত থাকে। *

"চিতসে শব্দ সুনো সর্বন দে,
উঠত মধুর ধুন রাগরী।"
কবীর

সর্ব্ব দেহ মন দিয়া শব্দ শ্রবণ কর—কি মধুর ধ্বনির রাগিণী উঠিয়াছে!

"বিন সরহদ অনহদ জঁহ বাজে
কৌন সুর জঁহ গাবসরে।"
কবীর

* পাতঞ্জলে রহিয়াছে—

'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥' ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় দ্বারা অস্পৃষ্ট এমন যে বিশেষ পুরুষ তিনিই ঈশ্বর—বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "ঈশ্বরই তিনি যিনি মুক্তস্বভাব হন।"

তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ নিরতিশয়রূপে বর্ত্তমান।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম।"

আর, তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ ন'ন বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগেরও গুরু—

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

আর তাঁহার বাচক হচ্ছে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার—

প্রশ্ন। কিন্তু নাম করার ফলে ত' দেখি বাঙ্গালী জাতির স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ছাড়া আর বেশী কিছু হয়নি! ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ হ'ল মাগ্ নাই শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা —'মোটেই চাচী রাঁধে না তপ্ত আর পান্ত'। নাম করলে nervous debility (স্নায়ুদৌর্ব্বল্য) যে সারে এ কথা চিরন্তন—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এ যে কত রকমে আছে তার ইয়ত্তা নেই। বরং অপকর্ম্মের দ্বারা debilitated (দুর্ব্বলতাগ্রস্ত) হ'য়ে পড়লে নামধ্যান করা তাহার পক্ষে একটু মুস্কিলই। * তাই, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ উচ্চচিন্তা, যা'তে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া উন্নত হয়, এমনতর বিধির সহিত স্বাস্থ্যের নিয়ম—যাহাতে মানুষ সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে থাকতে পারে—বিশেষভাবে তার বিধি দিয়ে নাম ধ্যান ধারণা ইত্যাদির উপদেশ দেওয়া আছে—তা' আরো উন্নতির জন্যে।

যাদের স্বাস্থ্য নাই তা'রা আবার ধর্ম্ম কি করবে? ✱ যা'তে স্বাস্থ্যরক্ষা হ'তে পারে—ধর্ম্ম করতে হ'লে

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"
তাই "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"

ওঁকার জপ এবং তাহার অর্থ—অর্থাৎ যিনি পুরুষবিশেষ—যিনি ঈশ্বর, যাঁহাতে ঐ ওঁকার সার্থক হইয়াছে—তাঁরই ভাবনা বা ধ্যান—ইহাই যোগশাস্ত্রের বিধান।

* "সব বাতন মেঁ চতুর হৈ সুমিরণ মেঁ কাঁচা"। কবীর
অর্থাৎ "সকল কথায় চতুর—কেবল নাম জপেই কাঁচা।" —কবীর

✱ 'শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্'

তার নিয়মকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার উপরে তপস্যা ও সাধনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাই, চৈতন্যদেব নৃত্যগীতের সহিত নাম করা, ধ্যানকরার উপদেশ দিয়াছিলেন বোধহয়। মানুষ যখন অলস, অবশ, হীনস্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়, তা'দিগকে উন্নতির পথে চালনা করতে হ'লেই নৃত্যগীতের সহিত নামকীর্ত্তন একটা প্রধানতম পন্থা।

অবিধিপূর্ব্বক নৃত্যগীতের সহিত নাম কীর্ত্তন করিলেই debilitated (দুর্ব্বল) হওয়া বরং সম্ভব—অবিধিপূর্ব্বক ডাম্‌বেল্‌ বা মুগুর ভাঁজলেও স্বাস্থ্যের হানি—এমন-কি দুরারোগ্য রোগ যে হয় তাহা ত' বহু-ই দেখা গিয়াছে—আর এটা সবারই জন্য,—ও-ও ত তাই!

প্রশ্ন। আচ্ছা আপনি যে বল্লেন ধ্বন্যাত্মক নাম—'ধ্বন্যাত্মক নাম' কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের systemএর (শরীর বিধানের) ভিতর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দরুণ যে সমস্ত শব্দ হইতেছে তাহাই ধ্বন্যাত্মক নাম বা অনাহত নাদ * আর এই নাদের বিকাশের ক্রম বা স্তর আছে—grosser to finer (স্থূল হইতে সূক্ষ্ম)—যেমন হ্রীং ক্লীং ওঁ রং

---

* "In the beginning there was word. Word was with God and Word was God. . . . . The Word was made flesh and lived amongst us with glory."—*Gospel of St. John.*

"ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ
ইসী মে উঠত ফুহারা।" —কবীর

ইত্যাদি। এ গুলি হ'ল সেই—বা সেই স্তরের—শব্দ যা' নাকি আমাদের systemকে (স্নায়ুবিধানকে) আলোড়ন করিয়া বাক্যের ভিতর দিয়া আহত শব্দে মূর্ত্ত হয়, আর তাহাই ধ্বন্যাত্মক নাম—ধ্বনি যার আত্মা। এক কথায় বলিতে গেলে—আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলির বিশেষ বিশেষ প্রকার excitementএ (উত্তেজনায়) বিশেষ বিশেষ প্রকার জ্যোতি ও শব্দ অনুভব করিতে পারি * সেই ধ্বনিই ধ্বন্যাত্মক নাম আর সেই জ্যোতিই রূপ।

প্রশ্ন। আপনি বল্লেন কোন মূর্ত্তিধ্যানের ফলে স্নায়ু গুলি receptive (গ্রহণক্ষম) হয়—receptive কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Receptive (গ্রহণক্ষম) যেমন সেতারের তার কানের সঙ্গে জড়ান। কানের টানে, (tensionএ) sensitiveness (সাড়া-প্রবণতা) বাড়ে আর তেমনতর শব্দ হয়; কিন্তু কানটা না থাকলে তারটা

---

* আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—Perception of light and sound due to auto-stimulation of the auditory and optic nerve-centres in the cerebrum.

"চংদা ঝলকৈ যহি ঘট মাহীঁ।
অংধী আখন সুঝৈ নাহীঁ॥
যহি ঘট গাজৈ অনহদ তুর॥" —কবীর
"ভূগত গিআন দইআ ভণ্ডারন ঘট ঘট বাজহি নাদ,"
—কবীর
আপনাথ নাথী সভজাকী রিধি সিধি অবরা সাদ।"
জপজী, গুরুনানক।

কোন impulse বা (ধাক্কা) receiveই করে না (গ্রহণই করে না)। যা'কে centre (কেন্দ্র) করে' centric mood (একানুরক্তি), attitude (উদ্‌গ্রীবতা), keenness টা (তীব্রতাটা) আসে সে-ই হয় ঐ attitudeএর cue—ঐ ভাবের উদ্বোধক সঙ্কেত—তা'কে দেখলেই ঐ mood (ভাব) আসে, আর তাহাই receptivity বা গ্রহণক্ষমতা।

প্রশ্ন। যে-কোন-কিছুর ধ্যানেতেই কি গ্রহণক্ষমতা বাড়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Love tension আনে (ভালবাসা টান আনে), belovedএর মত (প্রিয়তমের মত) করতে ইচ্ছা করে—তাই যা'র ধ্যান করি তার মত হ'য়ে যাই।

প্রশ্ন। আপনি বলেন শুনতে পাই নামের সাহায্যে পনের বছরেরটা পাঁচ বছরে জানতে পারি,—তবে কি জানার সাধারণ উপায় ছাড়া অতীন্দ্রিয় আর-কোন উপায় আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Super-sensitive (অতি মাত্রায় সাড়াপ্রবণ) ইন্দ্রিয়ই অতীন্দ্রিয়—তা' ছাড়া অতীন্দ্রিয় বলে' আর কিছু জানি না।

প্রশ্ন। চোখ বুজে' যোগবলে জানা যায় না ?—অনেকে ত' বলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্যই হচ্চে এইখানে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। যোগবলে, * —attachmentএর (অনুরক্তির) বলে ত' জানা যায়ই। কোন objectএ (বস্তুতে) যদি আমি attached বা interested হই (আসক্ত বা আকৃষ্ট হই), সেই সম্বন্ধে চিন্তা করলে তার জ্ঞান বাড়ে বৈ কি? † —চোখ বুজলে disturbance (বিক্ষেপ) কমে এই মাত্র! —ধ্যান এবং কর্ম্মনিরত একলব্য যেমন দ্রোণাচার্য্যের সাহায্য না পেয়েও বড় হ'য়ে গেছ্‌ল। যোগের বল যদি থাকে super-psychical (অতি-মানসিক) জিনিসও ধরা যায়, কিন্তু মূল objectটা (বস্তুটা) জানতে হবে ইন্দ্রিয় দিয়েই;—আর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য তাই, কেকিউলের ‡

* 'যোগ' কথাটী আসিয়াছে যুজ্‌ ধাতু—যুক্ত হওয়া হইতে, তাই যোগ মানে attachment। পাতঞ্জলে আছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ অর্থাৎ যোগ বা attachment হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়।

† "What we attend to and what interests us are synonymous terms."—*William James*.

‡ 'কেকুলে' রসায়নবিৎ ছিলেন। ইনি রসায়নশাস্ত্রের পরমাণুসম্বন্ধীয় চিন্তায় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে সহসা জ্যোতিষ্মান্ পরমাণুসমূহের নর্ত্তন তাঁহার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহাকেই দর্শন বলে। যোগীর দর্শনও এইরূপই। বৈজ্ঞানিক ও দ্রষ্টা কেকুলের পরমাণুর নৃত্যদর্শন আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহা হইতেই তিনি Benzeneএর গঠনসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রকাশ করিলেন।

"This conception led Kekulé to his "closed chain" or "ring" theory of the constitution of benzene, which has been called "The most brilliant piece of prediction to be found in the whole range of organic chemistry." Professor F. R. Japp in the Kekulé memorial lecture he delivered before the London Chemical

মত একচিন্তানিরত হ'লে atomএর* dance (পরমাণুর নৃত্য) দেখা যায়।

প্রশ্ন। শারীরিক ব্যায়ামের নিয়মগুলি যেমন সবারই গ্রহণ করতে বাধে না তেমনি ধ্বন্যাত্মক নাম ও ধ্যান ব'লে' আপনি যা' বলচেন এটাও ত আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে সবাই গ্রহণ করতে পারে—কারণ, ইহাও ত বিজ্ঞানসম্মত, সার্ব্বজনীন সত্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই,—বুঝলেই হ'তে পারে।

প্রশ্ন। আপনি মনে করেন death is a curable disease—মৃত্যু এমন একটা ব্যাধি যার থেকে মানুষ চিকিৎসা করে' আরোগ্য লাভ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনেক মৃত্যু curable (সাধ্য, চিকিৎস্য) বলিয়া মনে করি। যে সকল মৃত্যুতে organs (দেহযন্ত্রগুলি) নষ্ট হইয়া না যায় সে সকল মৃত্যু curable (সাধ্য) অন্ততঃ—যেমন হার্ট ফেল করা, জলে ডুবে মরা, কলেরা ইত্যাদি। এ সব মৃত্যুতে মানুষকে বাঁচান যায়—প্রাণীকে by induction of

---

Society on the 15th December, 1897, declared that three-fourths of modern organic chemistry is directly or indirectly the product of Kekulé's benzene theory, and that without its guidance and inspiration the industries of the coal tar colours and artificial therapeutic agents in their present form and extension would have been inconceivable."

—*Encyclopædia Britannica*, pp. 717-18. Vol. 15. 1911 Ed.

life energy (জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া) revive (পুনর্জীবিত) করা যায়।

প্রশ্ন। আপনি কি বাঁচাইয়াছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, মনে হয় বাঁচান যায়। শুধু আমার মনে হয় কেন, পাশ্চাত্য অনেক মনীষিরাই এ বিষয়ে এখন গবেষণা করিতেছেন। *

প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে কোন experiment (পরীক্ষা) করিয়াছেন কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Experimentএর (পরীক্ষার) বুদ্ধি লইয়া কিছু করি নাই; তবে এমনতর ব্যাপার সংঘটিত হইল দেখিয়াছি,—

দেখিয়াছি—সে অনেকদিনের কথা—revivingএর intention না লইয়া (বাঁচাইবার কোন মতলব না লইয়া) life energy excited হয় (জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়) এমন-কিছু মনের ভিতর revolve করাইয়া (জপ করিয়া)—যেমন বীজযুক্ত নাম—objectএর (কোন বস্তুর) দিকে খুব steadily gaze করিলে (একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে) কিছু-কিছু ফল হয়।

---

* Austria Hungary র Dr. Eisenmenger এবিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন।

"Two dogs have died twice at the University of California. The experiments were conducted by Dr. R. E. Cornish. He killed the first dog by inhalations of ether and seven minutes after it died, revived it so that it lived for eight hours."

—*A. B. Patrika*, April 27, 1934.

একটা তেলাপোকা দেখিলাম মরা। পনের মিনিট ধরিয়া দেখিলাম, মনে ব্যথা পাইলাম, খুব নাম করিলাম—অনবরত করিলাম, স্নায়ুগুলি যখন খুব sensitive ও receptive হইল (সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হইল)—পোকাটীর দিকে তাকাইলাম—আধ ঘণ্টার মধ্যে উহা সারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

আর-এক দিন একটা গুব্‌রে পোকা—আধখানা কিসে খাইয়া ফেলিয়াছে—তার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে, এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে উহার হাত পা নড়িয়া উঠিল, অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিল, তারপর মরিয়া গেল। অন্য কোন কারণেও ঐরূপ হইয়া থাকিতে পারে জানি না; কিন্তু আমার মনে হইল ঐরূপ করায়ই ফল হইয়াছে, কারণ ঐরূপ করার আগে আমার বুদ্ধিমত উহা যে জীবনহীন তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। আচ্ছা, জীবনহীন কা'কে বলেন? Matter আর lifeএ (জড় ও জীবনে) তফাৎ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয় প্রত্যেক জিনিসেরই life (জীবন) আছে, বালুকণারও life (জীবন) আছে। পদার্থমাত্রেই কোন-কিছুর সহিত যুক্ত হয় আবার কোন-কিছু হইতে বিযুক্ত হয়,—যুক্ত ও বিযুক্ত হওয়ার tendency (প্রবণতা, ঝোঁক) যাহার ভিতর আছে তাহারই জীবন আছে। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যাহার অস্তিত্ব আছে,

অবস্থান আছে—তাহাই বস্তু বা matter ; আর, যাহাতে এই অস্তিত্ব ও অবস্থান বজায় রাখে ও বৃদ্ধি করে তাহাই জীবন—ইহা ছাড়া matter বা জড় বলিয়া কিছু জানিনা।

প্রশ্ন। আধ্যাত্মিক জগতে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলিবেন কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্মজগৎ বলিয়া আমি কিছু বুঝি না। সামনে যা' দেখি তাহাই জগৎ। স্থূলের পেছনে সূক্ষ্ম আছে, তার পেছনে সূক্ষ্মতর আছে, তার পেছনে সূক্ষ্মতম আছে—এইভাবে চলিয়াছে। যা'-কিছু দেখি তাহাই জগৎ—যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই Cause বা কারণ।

প্রশ্ন। তবে matter আর spirit—জড় আর চৈতন্য—কি আলাদা নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি বুঝি স্থূলের behindএ (পশ্চাতে) যে কারণ আছে—যার effect (কার্য্য) স্থূল—তা'ই তার Spirit (চৈতন্য) *।

* "I make no difference between matter and spirit. They are different degrees of fineness of the same thing. The one is becoming the other through ascent and descent."

—'My Philosophy of Industry'. P. 17. *Henry Ford.*

"To see the universe from the physical or from the spiritual point of view is not considering something different, it is looking at the world by the two opposite ends."

Pythagoras &
The Delphic Mysteries.
Edouard Schuré.

প্রশ্ন। যেমন বরফের পেছনে জল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই।

প্রশ্ন। এ গুলি ত' স্থূল চক্ষে দেখা যায়—আমি এগুলির কথা বলিতেছি না। ইহার পশ্চাতে যাহা আছে—যেমন মানুষ মরিয়া কোথায় গেল ? সেখানে সে করে কি, খায় কি ?—এ সব সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মরার আগে মানুষ কি ছিল তাহা জানিতে হইবে। মানুষটা আসিল কেমন করিয়া—মানুষ কতকগুলি ideaর (ভাবের) সমষ্টি—সেই idea (ভাব) বাহিরের কতকগুলি জিনিসে attached (যুক্ত) হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন। কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জায়া মানে পুরুষ যাহাতে জন্মে। * পুরুষ জন্মে কি-করিয়া ?—যদি সে আবার জন্মিল তবে বাঁচিয়া থাকিল কি-করিয়া ?—তার মানেই হচ্ছে পুরুষ যে ভাবে অনুপ্রাণিত থাকে—জায়াতে যাইয়া তাহা মূর্ত্ত এবং প্রাণযুক্ত হয়। তারপর প্রসূত হইলে যে ভাব প্রাণ পাইয়া জন্মিল অর্থাৎ সন্তান—ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরই তার পারিপার্শ্বিক—বিশেষতঃ মা—তাহাকে নানাপ্রকারে

---

* "পতিঃ ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়া স্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥
মনু ৯।৯।

সংঘাত করিতে লাগিল। সংঘাত মানে impulseএর (ধাক্কার) প্রেরণা। তাহার ফলে মস্তিষ্কে ক্রমে ক্রমে sensationএর (বোধের) ভিতর দিয়া সেই impulseগুলি (ধাক্কা গুলি) recorded (লিপিবদ্ধ, অঙ্কিত) হইতে থাকিল। এমনি করিয়া ক্রমান্বয়ে শিশু শরীরে এবং ভাবে পুষ্ট হইতে লাগিল। তাহা হইলেই যে ভাবগুলি পিতা হইতে প্রাণ পাইয়া মায়ের ভিতর মূর্ত্ত হইয়া জন্মিল, পারিপার্শ্বিকের ভিতর হইতে নানা রকমের সংঘাতের ভিতর দিয়া শিশু সেইগুলি সার্থক করিতে চলিল। এক-রকম ধরিতে গেলে তাই সার্থক করাই যেন মানুষের lifeএর mission—জীবনের ব্রত। *

* The mysterious fusion operates slowly but with perfect wisdom—organ by organ, fibre by fibre. Finally, a terrible pang compresses it in a voice; a bloody convulsion tears it from the mother soul and fastens it down into a throbbing palpitating body. The child is born, a pitiful image of earth, and he cries aloud with fright. The memory of the celestial regions has returned to the occult depths of the Unconscious; it will only be revived either by knowledge or by pain, by love or by death. Accordingly, the law of incarnation and disincarnation unfolds to us the real meaning of life and death."

– Pythagoras and the Delphic Mysteries.

"Terrestrial birth is death from the spiritual point of view, and death is a celestial resurrection. The alternation of both lives is necessary for the development of the soul, and each of them is at once the consequence and the explanation of the other. Whosoever is imbued with these truths is at the very heart of the mysteries, at the centre of initiation.

আর, সংঘাতের ভিতর দিয়া নিজেকে সার্থক করিতে যাইয়া প্রতিকূলের সহিত দ্বন্দ্ব ও অনুকূলের আহরণের ভিতরেই মানুষের মস্তিষ্কে যেগুলি deeper impression —গভীরতর ভাবে অঙ্কিত রহিল, মৃত্যুর সময়ে তাহাদেরই ভিতর যেটা deepest (গভীরতম) তা'তে মুহ্যমান হওয়ায় অন্য ideaর linkগুলির সহিত (ভাবধারার সহিত) disconnected (বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন) হইয়া পড়িল—আর, তার ফলে পারিপার্শ্বিকের সংঘাত আর তার ভিতর ক্রিয়া করিতে পারিল না—সে তাহাতেই গত হইল—off হইল। যে idea (ভাব) লইয়া সে গত হইল মৃত্যুর পর তাহাই তাহার continuity (ক্রমাগতি)—অস্তিত্ব ও অবস্থার ধারাবাহিকতা —আর ইহা যেন ইথার সমুদ্রে ঐ ideaর tremor (ভাবের কম্পন) যেমন ঢেউ তুলিতে পারে এমনতরভাবে রহিয়া গেল। যাহাতে গত হইয়াছিল তাহা কিন্তু তাহার জগৎ হইতেই আহরণ। সে জন্মিবে * সেইখানেই কোন

* "I felt that order and progress were present in the mystery of life. I know that we continue to accumulate experience and continue to grow. (Aldeath). We are not all scrapped. The real thing, character, is not scrapped—the Queen Bee in the complicated hive which constitutes the individual. You may call it the master cell or you may call it the soul. The body by its instincts, the soul, by its intuition, remember and utilise the experience of previous lives. We all retain, however faintly, memories of past lives. But this is not essential; it is the essence, the gist, the results of experience that are valuable and remain with us."—*Henry Ford*.

মানুষে ঐ সম-জাতীয় ভাবতরঙ্গে যে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া উপগত হইয়াছে—যেমন Televisionএর wireless photo-transmission (বৈজ্ঞানিকের দূরদর্শনের তারহীন আলোক-সঞ্চালনবৎ) *

প্রশ্ন। মৃত্যুর পর সে করে কি, খায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যার যেমন desire (আকাঙ্ক্ষা) সে তেমন করে। ধরুন, মৃতব্যক্তির ইহজগতে একজনের সঙ্গে ভালবাসা ছিল। তার সম্বন্ধে আবার এমন কতকগুলি বিষয় থাকিতে পারে যাহা মৃতব্যক্তি ভালবাসিত না—যেমন কটু ব্যবহার ইত্যাদি। এই যে ভালবাসার enjoyment (আনন্দ) বা কটু ব্যবহারের repulsion (বিরক্তি) এইগুলিই মৃত্যুর পর prominent (প্রবল) হইয়া ওঠে। যদি ইহজগতে মৃতব্যক্তিকে এক গ্লাস জল দেওয়া না হইয়া থাকে, —পরজগতে হয়ত উহাই prominent (প্রধান) হইয়া ওঠে ;

---

* বিজ্ঞানের দ্বারা আজ বেতার দূরদর্শন সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকায় কাহারও ছবি আছে, আর এটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইথার সমুদ্রের ঢেউগুলি আসিয়া এখানে একখানি প্লেটের উপর সেই ছবির একখানি প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিল। এই আলোক চিত্র বিনা তারে দূরে সঞ্চালিত হয় বলিয়া ইহাকে Wireless photo transmission বলে, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে television দূরদর্শন। যোগীও নাকি ইন্দ্রিয়গুলিকে তীব্রতর করিয়া এইরূপেই দূরদর্শন করেন। মহামতি ফোর্ড বলেন—

"How do we think? What makes us think? Where do our thoughts come from? As with a properly tuned antenna thoughts seem to come to one attuned to receive them."

'My Philosophy of Industry', page 46. *Henry Ford.*

ব্যথা বা সুখ continuous (নিরবচ্ছিন্ন) হইলে যে অবস্থা হয় মৃত্যুর পর মানুষ সেই রকমের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন। ঠিক বুঝতে পারলাম না। শ্রাদ্ধের সময়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে চাউল দেওয়া হয়, সে তাহা খায় কেমন করিয়া ? আর, শ্রাদ্ধই বা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আপনি মনে-মনে কল্পনা করুন একজন লোককে আপনি খাবার দিয়াছেন, সে তাহা খাইতেছে, খাইয়া সে সুখী হইয়াছে—প্রায় ঐরূপ ; দিলেই যে মৃতব্যক্তি তা' খাইতে পারে তা' নয়—desire (আকাঙ্ক্ষা) রহিয়াছে, অন্য দিকে তাহার লক্ষ্য থাকিতে পারে। তাই, almost in tune—প্রায় একই সুরে সুর-বাঁধা যারা তা'রাই শ্রাদ্ধের অধিকারী—যেমন ছেলে। * শ্রাদ্ধে করি কি—পারিপার্শ্বিককে খাওয়াই—তার মানে 'in'-ing positionগুলি † (ঢুকবার স্থানগুলি) যাহাতে সুস্থ, স্বস্থ থাকে। তারই জন্যে বহু লোককে যদি খাওয়াই তার-চেয়ে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে খাওয়াইলে ফল দেবে বেশী। ‡

---

* Wirelessএর aerial যেমন সম সুরে tuned (বাঁধা) হ'লে পর দূরের সমজাতীয় ঢেউ ধরতে পারে।

† In-ing position গুলি—বেতার বা রেডিওর receiver এর মত।

‡ সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্॥

—মনুসংহিতা ৩।১০

আর, আমার মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার impulseগুলি ঐ পারিপার্শ্বিকের ভিতর অর্থাৎ যে পারিপার্শ্বিকে সেই মৃত ব্যক্তির অভ্যুত্থান ও শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হইয়াছিল—তাহার individualগুলিকে (ব্যক্তিসমূহকে) সম্ভবমত ঐ মৃতের গুণগরিমা ইত্যাদি দ্বারা অনুপ্রাণন করা—যেন সে পিণ্ডধারণ করিতে গেলে যাহাদের ভিতর দিয়া সে তাহা পাইবে তাহারা সুস্থ, স্বস্থ ও তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়;—আর শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যই এই। এই জন্যই বড় ভোজ দেওয়ায় এই অনুপ্রাণতার বিপরীত ঘটিতে পারে—এই ভয়েই বোধহয় শাস্ত্রে বহুভোজনে অবিধি উক্ত হইয়াছে।

আর, নিকট অথচ যাহারা শোকক্লিষ্ট নয় এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে উপাসনা করিয়া খাওয়ানোর বিধি দেওয়া হইয়াছে।—কারণ, তাঁহারা সহজেই সেই মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, লোকে বলে শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি না করলে অধোগতি হয়, করলে উর্দ্ধগতি হয়—তার মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আচ্ছা, শ্রাদ্ধে ভোজের কথাই ধরুন। এমনতর কাহারও বিয়োগ হইল যাহার শ্রাদ্ধের অধিকারী

যাঁরা sympathetic নয় এমনতর বহুকে খাওয়াইলে শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্ফল হয় ও অধর্ম্ম হয়। মনু ৩, ১২৬।

আপনি। তিনি বেশ বড় লোকই ছিলেন—অতএব তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে গেলে বিশেষ সমারোহে ভোজের ব্যবস্থা ;—হীন, যারা খেতে পায় না, দরিদ্রনারায়ণ ইত্যাদিকে না খাওয়াইলে কি করিয়া চলিবে, লোকেই বা কি বলিবে,—ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ইতরবিশেষ-নির্ব্বিচারে সবাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন ; সাধ্যমত সবাইকে খাওয়াইলেন কিন্তু কাহারও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিলেন না—যথাবিধি উপাসনা করিতে পারিলেন না। তাহারা অসন্তুষ্ট হইল —বলিতে লাগিল, "বেটা, ভারি খাওয়ানে-ওয়ালা, বেটার অমুক ছিল এমনতর, তার অমুক আর কি হইবে"—ইত্যাদি বলিয়া অসন্তোষে, ক্রোধে গড়গড় করিয়া চলিয়া গেল—আবিল অখ্যাতির বৃষ্টি করিতে করিতে।

ধরুন ঐ জাতীয় সমস্ত মস্তিষ্কেই মৃতসম্বন্ধে তার bad aspectএর (খারাপ দিকটার)—যাহা নাকি সেই মৃত পছন্দ করিত না অথচ বাধ্য হইয়া কোথাও কোন খুঁত করিয়া ফেলিয়াছে—তাই হইল আলোচ্য বিষয়, চিন্তার বিষয় তাহাদের। তাহারা সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া উহাই আলোচনা করিতে লাগিল। তা' হ'লেই ঐ চিন্তা করিয়া উপযুক্ত ভাবে স্ত্রীপুরুষমিলনে সেই প্রেতাত্মার যদি প্রবেশ লাভ হয় তা'হ'লে কি দাঁড়াইল বুঝিতেই পারেন!? তাই-বোধ-হয় শাস্ত্রের অমনতর বিধি। যদি re-birthএর এই main

factor (প্রধান উৎপাদক) হয়, আর শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের হাম্‌বড়াইকেই প্রতিষ্ঠিত করি—তবে তাহার ফল—বিধি যদি সত্য হয়—যাহা হওয়ার সত্যই হইবে।

প্রশ্ন। কেহ-কেহ যে বলেন মৃত্যুর পর মানুষ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ জগতে উঠিতে থাকে তাহাকে আর মর্ত্ত্যে আসিতে হয় না—এ কথা কি সত্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, মূর্ত্ত being (জীব) হইয়া না ফিরিলে সে further proceed করিতে (আর অগ্রসর হইতে) পারে না—* কারণ, তাহা ideaর continuity (ভাবের ধারাবাহিকতা)। যতদিন পর্য্যন্ত আবার সে না জন্মিবে ততদিন ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না। স্বপ্নে মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তবে নূতন বস্তুর সন্ধান পায়। যতক্ষণ সে স্বপ্ন চলে, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানর পারিপার্শ্বিক লইয়া যাহা—তাহাই চলিতে থাকে। যতক্ষণ অন্য অবস্থা তাহাকে না ব্যাহত করিতেছে ততক্ষণ আর অন্যরকমের অবস্থায় আসা যায় না,—তাই তাহা ভাঙ্গিলে তবে অন্যবস্তুর সংঘাতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং অবস্থান্তরে proceed করিতে পারে (অগ্রসর হইতে পারে)।

* "This alternate passage from one plane of the universe to another, this reversing of the pole of its being, is no less necessary for the development of the soul than alternate waking and sleeping is necessary for the bodily life of man."

—'Pythagoras and the Delphic Mysteries.'

জানার ক্রমান্তর অনুযায়ীই জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয় এবং পরবর্ত্তীর জানাতেই পূর্ব্ববর্ত্তীর সম্যক্ উপলব্ধি হয়, আর সেই-হিসাবেই মানুষের জানার জগতেরও বিস্তৃতি লাভ ঘটে। যেমন solid (কঠিন), liquid (তরল), gaseous (বায়বীয়), atomic (আণবিক) এবং electronic (ইলেক্ট্রনিক) পদার্থ আছে। Solidএর (কঠিন বস্তুর) প্রকৃত জ্ঞান তখন জন্মে যখন liquidকে (তরল পদার্থকে) আমরা জানি। সেইরূপ gaseous (বায়বীয়) জিনিস জানিলেই solid ও liquidকে (কঠিন ও তরল পদার্থকে) প্রকৃত জানা যায়।

তেমনি, সৃষ্টি ও জগৎকে জানারও নানাজাতীয় স্তর আছে, নির্ব্বিকল্প সমাধি আছে, বৈষ্ণবেরা বলেন 'পরম ধাম', বৌদ্ধেরা বলেন 'নির্ব্বাণ' এইরূপ নানাজাতীয় স্তর আছে।

তাই, যে জানা যত অসাধারণ সে জানায় গত হইয়া জন্মও তেমনি ক্বচিৎ * কারণ, পারিপার্শ্বিকে তজ্জাতীয় ধারণাই বিরল—এই আমার মনে হয়।

---

* "The heavenly life of the soul may last hundreds or thousands of years, according to the degree and strength of impulse. It belongs, however, only to the perfect, to the most sublime souls, to those who have passed beyond the cycle of generations, to prolong it indefinitely. The rest are carried along by an inflexible law to re-incarnation, in order to undergo a fresh trial, and to a higher rung or to fall lower if they fail."

Pythagoras and
the Delphlic Mysteries,
Edonard Schuré.

প্রশ্ন। এই পরমাণু, ইলেক্ট্রন—এগুলি ত' finer elements—জগতের সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র। মানুষ মরিয়া কি এই সূক্ষ্ম কণাগুলিতেই বিলীন হইয়া যায়, না আর কিছু থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, আমাদের physique with its activity (শরীরটা তার ক্রিয়াশীলতা লইয়া) যেন একটা radio receiving and transmission plant (রেডিওর ধারক ও প্রেরক যন্ত্রের মত)। পারিপার্শ্বিক হ'তে যে সমস্ত impulse (ধাক্কা) আসিয়া আমাদের ভিতরে with sensation (অনুভবের সহিত) যে সমস্ত ভাবের সৃষ্টি করিতেছে সেগুলি আমাদের brainএ (মস্তিষ্কে) recorded (অঙ্কিত) হইতেছে এবং transmitted (চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত) হইতেছে—আর ইহা প্রতিনিয়ত। মৃত্যুর সময়ে কোন ভাবে মুহ্যমান হইয়া অন্য পারিপার্শ্বিকের সহিত যে মুহূর্ত্তে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া গেল সেই মুহূর্ত্তেই এই mechanism (যন্ত্রটি) ভাঙ্গিয়া সেই বিশেষ ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া একটা subtler planeএ (সূক্ষ্মতর ভূমিতে) তরঙ্গরূপে transmitted (সঞ্চারিত) হইয়া গেল। আর subtler plane মানেই সূক্ষ্মতর বৃত্তি।

আবার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেক individualএর (ব্যক্তির) ভিতরেই মনে করুন receiving plant (ধারক যন্ত্র) আছেই—আর আমাদের ভিতর complexগুলি (গ্রন্থিগুলি)

যা’ আছে সেগুলিকে মনে করুন crystal. কোন impulse (ধাক্কার) দ্বারা এই crystalগুলি যে তরঙ্গ ধরার উপযুক্ত হইয়া adjusted (বিন্যস্ত) হইবে সেইপ্রকার তরঙ্গই received হইবে (ধরা পড়িবে),—আর এই আমাদের শরীর গ্রহণ করার prime law (আদি নিয়ম)। যেমন ইথার একটি সূক্ষ্ম উপাদান,—আর তার ঢেউয়ের মধ্যে আছে ইথার-কণাগুলির একটা বিশেষ-রকমের কম্পনের continuity (ক্রমাগতি, ধারাবাহিকতা); মরার পর আমরা যাহা থাকি তাহাও ভাবজগতের একটা ঢেউয়ের continuity (ক্রমাগতি)। ইথার-কণাগুলি আর ইথারের ঢেউয়ে যে প্রভেদ, মূল সূক্ষ্ম উপাদান ও আমাদের মৃত্যুর পরের অবস্থারও সেইরূপ প্রভেদ।

প্রশ্ন। এই নিয়ম—জন্মমৃত্যুর এই গূঢ়রহস্য জানা গেল কি-করিয়া ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জানা মানেই আমাদের বৃত্তিগুলির এক-এ সার্থক হওয়া—যেমন ‘সূত্রে মণিগণা ইব’। আমার ভালমন্দ যাহা-কিছু আছে তাহা দ্বারা কাহাকেও fulfil করিয়া সার্থক হওয়াই যেন জীবনের mission (ব্রত)—এই প্রকৃতি ;—আর এই করিতে গেলেই যাহা করিতে হয় তাহাই সাধনা। এই সাধনা-হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলি more sensitive ও receptive (আরো তীক্ষ্ণ ও গ্রহণক্ষম) হইয়া ওঠে। তা’হতেই

finer impulseগুলিও (সূক্ষ্মতর ধাক্কাগুলিও) আমাদের sensationএর (অনুভূতির) jurisdictionএ (এলাকায়) আসিয়া উপস্থিত হয়—আর এই-প্রকারেই আমরা জানি। * তা' হ'লেই বুঝিতে পারি impulseগুলি (ধাক্কাগুলি) কেমনভাবে received হয় (ধরা পড়ে), আর কেমন ভাবেই বা transmitted হয় (সঞ্চারিত হয়)।

প্রশ্ন। আমাদের আবার জন্ম হয় কেমন করিয়া?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি wireless televison-এর মত (বেতার দূরদর্শনের মত)। আমাদের পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কে psychical (মানসিক) যেমনতর arrangement (বিন্যাস) হয়—সেটা যেমনতর তরঙ্গকে ধরিতে পারে তেমনতর being (জীব) physicalised হয় (মূর্ত্ত হয়)। †

---

* ধর্ম্মদ্বারাবহিতৈশ্চ ব্যপগতভয়রাগদ্বেষলোভ-
মোহমানৈর্ব্রহ্মপরৈরাপ্তৈঃ কর্ম্মবিদ্ভিরনুপহত-
সত্ত্ববুদ্ধিপ্রচারৈঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈর্মহর্ষিভি-
র্দিব্যচক্ষুর্ভির্দৃষ্ট্বোপদিষ্টঃ পুনর্ভব ইতি ব্যবস্যেৎ।

চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্।

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মান্নাসত্যং নীরজস্তমাঃ॥

চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্।

† ঠিক রেডিওর receiving stationএ—গ্রাহকযন্ত্রে—কথা বা ছবি ধরার মত।

প্রশ্ন। আপনি মৃত্যুর পরের আকাশস্থ, নিরালম্ব, বায়ুভূত, নিরাশ্রয় যে অবস্থার কথা বল্‌চেন—সে অবস্থায় existence (অস্তিত্ব) ত non-existence এরই (অনস্তিত্বেরই) সামিল; তবে অমরতা, অমৃতত্ব লাভ এ কথাগুলি কি প্রলাপ, না কবির উচ্ছ্বাস ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কবির উচ্ছ্বাস কি? ভাবতে ইচ্ছা করে,—যদিও direct (প্রত্যক্ষ) কোন evidence (প্রমাণ) পাওয়া যায় না, * —ভাবাই ভাল !

প্রশ্ন। অমর হ'তে ইচ্ছা করে—তবে আমরা মরি কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মরতে মরতে যদি অমৃতত্ব পাওয়া যায় ! মৃত্যুর চিন্তাই মানুষকে মৃত্যুর ভিতর নিয়ে আসে। Repelled attachment (ব্যাহত আসক্তি) মৃত্যুকে

"As regards evidence or rather premonitory suggestions of evidence, we have scarcely anything beyond the experiments of Colonel de Rochas, who, by means of hypnotic passes, succeeded in making a few exceptional mediums retrace not only the whole course of their present lives, back to their earliest childhood, but also that of a certain number of previous existences. It cannot be denied that these very serious experiments, which are very scientifically conducted, are most bewildering."

—Maurice Maeterlinck.

* "ইহচেদবেদীদথসত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" উপনিষৎ।

"মৃত্যু চায় সে-ও যে পাগল অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন"
'বীরবাণী', বিবেকানন্দ।

আলিঙ্গন করতে হাত বাড়ায়,—তাই, পাওয়ার আশা না রেখে ভালবাসাই অমৃতের সহযাত্রী ! *

প্রশ্ন। কোন একটা কিছুর চিন্তায় লেগে থাকলে ত দেখতে পাই আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রসার হয় ;—মৃত্যুর সময়ে যদি সব ভাব ভেঙ্গে এক ভাব হয়—তবে তা'তে প্রসারত্বের বোধ না হ'য়ে আমার আমিত্বের সঙ্কোচ হবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বৃত্তি' মানে এমন একটা compartment (কুঠুরী) যার ভেতরে আর-একটা বৃত্তি ঢুকতে পারে না বা যার সঙ্গে আর-একটার সামঞ্জস্য নেই—complex (গ্রন্থি)।

মৃত্যুর সময়ে shallow (অগভীর) বৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে একটার পর একটা vanished হয় (অন্তর্হিত হয়)। তাদেরই ভিতর যেটা নাকি deep-seated (বদ্ধমূল) তাহাতেই—যেমনতর ভাবদ্বারা তাহার গঠন হইয়াছিল তেমন ভাবে—possessed অভিভূত হইয়া প'ড়ে। তা' হ'লেই সে তাহাতেই possessed (অভিভূত) হইয়া

* "রে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন !
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হ'য়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল
অনন্তের তুমি অধিকারী—প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
দাও, দাও, যেবা ফিরে চায় তার সিন্ধু বিন্দু হ'য়ে যান ॥"
'বীরবাণী', বিবেকানন্দ।

পড়ে—যাহা সংকীর্ণ, যাহার অন্য কাহারও সাথে সংশ্রব ও সমাধান নাই,—আর ইহাই মৃত্যু।

আর যাদের বৃত্তিগুলি এক-এ পর্য্যবসিত হইয়াছে—অর্থাৎ সূত্রে 'মণিগণাইব' * মতন হইয়াছে, ভেদ হইয়াছে—তাহারা মরে না, মুক্ত হয়—বৃহতে পরিসমাপ্ত হয়, ইহাই শাস্ত্রের বচন।

প্রশ্ন। 'মুক্তি' মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মুক্তি মানে annihilation (আত্মার নাশ) নয়কো,—বৃত্তিভেদ। —আর যাঁর বা যাঁদেরই যতটুকু এই বৃত্তিভেদ হইয়াছে তিনি বা তাঁরাই ততটুকু fit for every serviceable position to the environment হবেন † (পারিপার্শ্বিকের সেবার অধিকারী হবেন)। —আর, এই ভেদ-হইয়াছে-এমনতর বৃত্তির সংস্পর্শে

* সুতোয় মণিসমূহের মত গাঁথা।

† গতাধ্বনো বিশোকস্য বিপ্রমুক্তস্য সর্ব্বথা।
সর্ব্বগ্রন্থিপ্রহীণস্য পরিদাহো ন বিদ্যতে॥ —ধম্মপদম্।

"The master had brought his disciples into the immeasurable regions of the kosmos, plunging them into the abyss of the invisible. After this terrifying journey, the true initiates were to return to earth better, stronger and more prepared for the trials of life. The disciple has now to become imbued with truth in the very depths of his being, to put it into practice in everyday life. To attain to this ideal, one must, according to Pythagoras, unite three kinds of perfection: the realisation of truth in intelligence, of virtue in soul and of purity in body."

—Pythagoras and the Delphic Mysteries.

পারিপার্শ্বিক যতই attached (অনুরক্ত) হয়,—ততই পারিপার্শ্বিকের বৃত্তিগুলি adjusted (সুবিন্যস্ত) হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে,—তাই, তাঁদের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) মানুষকে মহীয়ান্, গরীয়ান্, জ্ঞানবান্ ও প্রেমিক করিয়া তোলে! তাই, মুক্তির তাৎপর্য্যই এইখানে—অর্থাৎ environment (পারিপার্শ্বিক) আমাদিগকে তাঁর মত ক'রে বিশ্লিষ্ট ও বিভক্ত করতে পারে না। প্রত্যেকের হইয়াও তাঁর বৈশিষ্ট্য অটুট থাকে, তাই সুতোর চারদিকে যেমন মিছরির crystalগুলি দানা বাঁধে, environmentও (পারিপার্শ্বিকও) তাঁদের চারদিকে অমনতর একটা দানা বাঁধিয়া থাকে—as if সব নিয়ে যেন একটা person (ব্যক্তি)। তাই, তাঁ'তে মানুষের কাছে ভগবত্তার উদ্বোধন হয়—তাঁকে ভগবান্ বলে। এই জন্যই বোধ হয় বৈষ্ণবেরা বলেন ভগবান্ই একমাত্র পুরুষ, তা'-ছাড়া আর-সব প্রকৃতি।

প্রশ্ন। তবে ত' মানুষই ভগবান্! মানুষ কি কখনো ভগবান্ হ'তে পারে? *

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা-যাহা লইয়া ভগবত্তা তাহাই

* "A genuine self is constituted only by the coming to life of the infinite spiritual world in an independent concentration in the individual."—Eucken's 'Philosophy of Life.'

"Man does not merely enter into some kind of relation with the spiritual life, but finds its own being in it."

—Eucken's 'Philosophy of Life.'

ভগবান-ত্ব—তা' যেখানেই থাক্,—রূপেই থাক্ আর অরূপেই থাক্,—সে সাকারই হোক্ আর নিরাকারই হোক্! মিষ্টত্ব যদি চিনিকে নির্দ্দেশ করে,—যাহাই মিষ্টি তাহাতে চিনি আছে—সে যাই হোক্।

প্রশ্ন। আচ্ছা, এ ধর্ম্ম বা সাধনা বা জীবন দিয়া আমরা কি করিব,—কি পাইলাম যদি পরাধীনই থাকিলাম, environmentকে বশে আনিতে না পারিলাম!—স্বরাজ সম্বন্ধে আপনার idea (মত) কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বরাজ বলিতে ইংরাজ-বিদ্বেষ বুঝি না। * স্বরাজ মানে এই বুঝি—আমার নিজের existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখিতে হইলে যা' যা' করা উচিত তা' যদি করিতে পারি তাহা হইলে সত্য স্বরাজ লাভ হয়। ভিতর এবং বাহির এই উভয়দিকেই যখন 'স্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তখনই প্রকৃত স্বরাজ পাইতে পারি। ইংরাজ যদি তাহাতে শত্রু হয়—সে আপনি চলিয়া যাইবে, মিত্র হইলে সে আমাদের সঙ্গে amalgamated (মিশ্রিত, মিলিত) হইয়া পড়িবে।

ধরুন, কাহারো শরীরে যদি Tuberculosisএর (যক্ষ্মারোগের) বীজাণু থাকে, ডাক্তারেরা চেষ্টা করেন যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য ভাল হয়,—সেজন্য ভাল খাওয়া

* "He who confuses political liberty with freedom and political equality with similarity has never thought for five minutes about either."—Bernard Shaw.

দাওয়া, fresh air (মুক্ত বায়ু) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। * যখন রোগী সারিয়া ওঠে—তখন বলে he is out of danger (সে বিপন্মুক্ত); সেইরূপ, আমাদিগকেও আগে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইবে,—সেইজন্য to elevate activity and to push becoming—কর্ম্মশক্তিকে উদ্বর্দ্ধিত করিতে আর বৃদ্ধিকে উত্তেজিত করিতে—ব্যাঙ্ক, কারখানা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। †

প্রশ্ন। কিন্তু ইংরাজের স্বার্থে যখন আঘাত লাগিবে তখন ত' সে এই সকল প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিবে—যেমন করিয়া তাহারা আমাদের বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিয়াছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নষ্ট যাহা হইয়াছে—আমাদের দোষে হইয়াছে,—দোষ যদি আমাদের না থাকিত কেহ নষ্ট করিতে পারিত না। ‡

---

* "We must expedite the natural tendencies of growth—a growth that I trust will be peaceful."—Signor Mussolini.

† "Political boundaries and political opinions don't really make much difference. It is the economic condition which really forces change and compells progress."

—Henry Ford—'My Philosophy of Life.'

"এটা করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

"খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।" স্বামী বিবেকানন্দ।

"চরিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং ন অলদ্ধা যৌবনে ধনম্।
নশ্যেৎ জীর্ণ ইব ক্রৌঞ্চঃ ক্ষীণমৎস্যে চ পল্বলে॥" —ধম্মপদম্।

‡ "It is in ourselves that we are thus or thus!"

—'Hamlet'—Shakespeare.

প্রশ্ন। ইংরাজের গোলাগুলি, কামান বন্দুক, এরোপ্লেন আছে—অনায়াসে তাহারা আমাদের আয়োজন নষ্ট করিতে পারে। আমরা যদি কামান বন্দুক তৈরী করিতে যাই, ইংরাজ বাধা দিবে, উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' নাকি জীবজগতের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তরায়—এমনতর কিছু যদি আমরা করি, তবে ত' ভেঙ্গে চুরমার করে' দেওয়াই উচিত ;—কারণ এ কথা ত' ঠিক্ আমরা সবাই মরতে নারাজ। তেমনতর মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে পারি যা' নাকি অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যেতে পারে। আমরা যদি এমনতর কিছু আবিষ্কার করতে পারি যা' মানুষের being ও becomingকে (অস্তিত্ব ও উন্নয়নকে) আরো অক্ষুণ্ণ করে' তোলে তা' ত' সবারই স্বার্থ—সবাই চায়! তা' ভেঙ্গে চুরমার কেউ করবে না ; আর কেউ যদি চুরমার করে তার বাঁচা আর বেঁচে থাকবেনা।

অসুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে কামান বন্দুক নিজেরই মৃত্যুর কারণ হয়,—যাহা খাইলে হজম হয়না তাহা যদি খাই অথবা মস্ত পালোয়ানের মত যদি লোহা ভাঁজিতে

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ গীতা ৬ অধ্যায়

যাই—শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইবে ;—আগে চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, industry (শ্রমশিল্প) এবং সমাজ।

প্রশ্ন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল বিভাগে কি আমরা সফলকাম হইতে পারিব? ধরুন শিক্ষা,—হীরেন দত্ত জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন,—কই, তাহাতে ত' তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না! ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিক্ষার জাতীয় বিজাতীয় বলিয়া কিছু নাই; ঐরূপ তারতম্য রুগ্ন অবস্থার লক্ষণ!

প্রশ্ন। তবে শিক্ষার আদর্শ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা-কিছু শিক্ষণীয় সাধ্যমত সবই শিখিতে হইবে। সব দেশের ভাষা শিখিতে হইবে, বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে,—শুধু পড়া নয়—realise (উপলব্ধি) করিতে হইবে, হাতে-কলমে করিতে হইবে। *

প্রশ্ন। প্রেসিডেন্সী কলেজে মস্ত লেবরেটরী আছে কিন্তু তাহাদের researchএর (গবেষণার) ফলে দেশের ধনসম্পদ্ ত কিছু বাড়িতেছে না?

---

* "Mere learning is not the ideal, and prodigies of scholarship are always morbid. The rule should be to keep nothing that is not to become practical; to open no brain tracts which are not to be highways for the daily traffic of thought and conduct; not to overburden the soul with the impediment of libraries' youth."—G. Stanley Hall.

"The essential in training is preparation for the worst. Our preparation for life like our preparation for war must be thorough. I have little respect for knowledge that cannot translate itself into deeds."—Signor Mussolini.

শ্রীশ্রীঠাকুর। কেনা চাকুরী করা আর research (গবেষণা) করা একসঙ্গে হয় না। * দেশের কি প্রয়োজন, দেশের লোক কিসে ভাল থাকে, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ ও শান্তি কিসে বৃদ্ধি হয় এবং অক্ষুণ্ণ থাকে—সেই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহা নিরাকরণের চেষ্টায় যে research (গবেষণা) চলে তাহাই প্রকৃত research (গবেষণা),—আর্য্যধর্ম্মও তাই। অন্যান্য উন্নত দেশের scientist রা (বৈজ্ঞানিকরা) তাই করিয়া থাকেন,—তাই ধর্ম্মের হল্লা না-করিয়াও তাহারা ধার্ম্মিক।

প্রশ্ন। লোকে ত' বলে—বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে কোন সম্বন্ধই নাই—বরং বিপরীত সম্পর্ক। বিজ্ঞান ঐহিক বিলাসিতা বাড়ায়, আর ধর্ম্ম আনে ত্যাগ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Science (বিজ্ঞান) নিজেই অমৃতের পথপ্রদর্শক! Scienceই (বিজ্ঞানই) দেখিয়ে দেয় আমাদের—কি-করে' সুখে থাকব, বৃদ্ধি পাব, বেঁচে থাকব। † তাই, ধর্ম্ম নিজেই বিজ্ঞানকে নিমন্ত্রণ

* "Almost all paid work is done from desire and not from impulse: the work itself is more or less irksome, but the payment for it is desired."

—Bertrand Russel—'Principles of Social Reconstruction.'

† "Science can enable our grandchildren to live the good life, by giving them knowledge, self-control, and character productive of harmony rather than strife . . . . Then at least we shall have won our freedom."

—Bertrand Russel—'What I Believe.'

করে। আধ্যাত্মিকতার দর্শনই বিজ্ঞান। আত্মাকে দেখিতে গেলে তাহাকে অধিকার করিয়া যাহা-যাহা আছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়ই,—আর সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান—সেই জ্ঞানই আধ্যাত্মিকতা।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বৈজ্ঞানিকের জানা আর সাধকের জানা কি একই রকমের ? আমাদের দেশের সাধকগণ, ঋষিগণ কেমন ?—তাঁহারাও কি বৈজ্ঞানিক বলতে যা' বুঝি তাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৈজ্ঞানিকের জানাও through observation (পর্য্যবেক্ষণের মধ্য-দিয়া), আর সাধকের জানাও through observation—পর্য্যবেক্ষণ করে'। Scientist (বৈজ্ঞানিক) বস্তুকে বিশ্লেষণ করে'-করে' যাচ্চে আর সাধক কারণকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। তাই, উভয়ের perceptionএরও (বোধেরও) তফাৎ হচ্চে। সাধকদের perception (বোধ) through sensation (অনুভূতির মধ্যদিয়া) আসে, আর scientistদের (বৈজ্ঞানিকদের) perception (বোধ) through particular sense-organs (কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়া)—আর তার সঙ্গে-সঙ্গে inference (অনুমান)। Scientistএর (বৈজ্ঞানিকের) ঐ-রকম attitude (মনোভাব) এলে তবে সে সাধক হ'তে পারে।

প্রশ্ন। সাধকের attitude (মনোভাব) কেমন ধারা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Scientist (বৈজ্ঞানিক) যদি যুগপৎ সাধক এবং research man (গবেষণাতৎপর) হয়, তবে যে-সমস্ত দর্শন তার সম্মুখে এসে হাজির হয়—তা' sensation (অনুভূতি) দিয়ে, আর তা'কে physically (স্থূলভাবে) গবেষণার ভিতর দিয়া মূর্ত্ত করার attitude (মনোভাব) যদি থাকে,—তা'হ'লেই observation through sensation (অনুভূতিদিয়ে পর্য্যবেক্ষণ) আর observation through analysis (বিশ্লেষণ ক'রে' পর্য্যবেক্ষণ) এই দুইয়েরই সামঞ্জস্য আসিয়া perfect sensation of things (বস্তুজগতের পরিপূর্ণ বোধ) acquired (অর্জ্জিত, আয়ত্ত) হ'তে পারে। *

* "There is a science of sciences, or a universal science which contains all others in itself, and parts of which can, as it were, be resolved into these and those particular sciences. Such a science is not acquired by learning, but it is connate, especially in souls, which are pure intelligences. Unless the souls were furnished with such a science it would be unable to adapt all its organic forms to the inmost and secret laws of mechanics, Physics, Chemistry and many other phenomena."—Swedenborg.

"For the first time appears a man (Swedenborg) who claims to have beheld with twofold vision the twofold universe, and whose understanding, in its unshaken integrity and steady grasp, has taken in the laws and relations of both spheres, and, ignoring and despising neither, has combined the laws and phenomena of the two worlds in a perfect system."

—Frank Sewall—'Swedenborg.'

"Before Pythagoras's time, there had been natural philosophers on the one hand, and moral philosophers on the other;

সাধকের attitude (মনোভাব) মানেই—সে চায় নিজের বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া কারণকে বাহির করিতে (—আর এই বৃত্তিগুলি আসে পারিপার্শ্বিক হইতে) —তাই, কারণে তার আসক্তি প্রগাঢ়। *

Pythagoras included in a vast synthesis, morality, science and religion. The philosophy of Croton was not the inventor but the light-bearing arranger of these fundamental truths, in the scientific order of things. . . . Observation and reasoning are not sufficient. In addition to and above all else is intuition. As he joined to these transcendent faculties of an intellectual and spiritual soul, a careful and minute observation of physical nature and a masterly classification of ideas by the aid of his lofty reason, no one could have been better equipped than himself to build up the edifice of the knowledge of the kosmos.

In truth this edifice was never destroyed. Plato, who took from Pythagoras * * ' the whole of his metaphysics had a complete idea thereof, though he unfolded it with less clearness and precision. The Alexandrine school occupied the upper storeys of the edifice, whilst modern science has taken the ground-floor and strengthened its foundation."—'Pythagoras and the Delphic Mysteries.'

* "Einstein talks about the development of our faculties of perception as science goes on. He says scientists will arise who will have a much keener perception than the scientists of to-day. They will also have more delicate instruments. But the point is that what we need to develop are the perceptive faculties themselves.

It may be that a race of scientists trained in the laboratory will be able eventually to preceive the profound and manifold operation of causation in nature, just as the great musical genius perceives inner harmonies which the Philistine cannot dream of. The development of the powers of perception there-

প্রশ্ন। আচ্ছা, sensation (অনুভূতি) আর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়-দিয়ে মাত্র বোধ করা—এ দু'য়ের পার্থক্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন একটা বস্তু partially (আংশিকভাবে) হইয়া তাহার aboveএ (ঊর্দ্ধে) থাকিয়া যে বোধ তা'কে বলি অনুভূতি বা sensation,—যেমন যখন আমরা electric batteryর (তাড়িত কোষের) shock (ধাক্কা) feel করি (অনুভব করি);—আরটা যেমন চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা,—তা' আমাদের beingকে (সত্তাকে) affect করে না (রঞ্জিত করে না)। কণাদ, Kekuleর অণুপরমাণুর নর্ত্তন জানাটা with sensation (অনুভূতি দিয়া), St. Augustine *,

fore is one of the main tasks we have to meet. That seems to be Einstein's idea."—Marx Planck.

"Pythagoras represents to us an adept of the highest type, possessed of the scientific mind and cast in philosophic mould to which the spirit of modern times most nearly approaches. Such was Apollonius of Tyana also. His look alone often penetrates the thoughts of men. Sometimes in the waking state he sees events taking place afar off."

—'Pythagoras and the Delphic Mysteries.'

ভারতের রাসায়নিক নাগার্জ্জন, চরক, সুশ্রুত, বিশ্বামিত্র, ভৃগু প্রভৃতিও ছিলেন একাধারে ঋষি এবং অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক।

* Saint Augustine—one of the four great fathers of the Latin Church . . . Increasingly occupied with the exact sciences . . . and more and more absorbed in the problems of psychology . . .

Swedenborg * প্রভৃতিরও যা' শুনেছি তাই। সাধকের অনুভূতি—যেমন কাচের উপর কোন-একটা-কিছুকে প্রতিফলিত করা যায়, কাচ তাহা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয় বটে কিন্তু তাহাই হইয়া যায় না এমনতর।

---

which did not solve ultimate questions but merely set them back. . .

None can deny the greatness of Augustine's soul—his enthusiasm, his unceasing search after truth, his affectionate disposition, his ardour, his self-devotion. No single name has ever exercised such power over the Christian Church, and no mind ever made so deep an impression upon Christian thought. He was more profound than Ambrose, his spiritual father (গুরু). In him scholastics and mysteries, popes and the opponents of the papal supremacy, have seen their champion. He was the fulcrum on which Luther rested the thoughts by which he sought to lift the past of the Church out of the rut."

Encyclopædia Britannica, Pp. 909-10, Vol. 2, 1911 Ed.

* অনুভূতিসম্বন্ধে Swedenborg বলেন—

It is not the exceptional individual in this world who is to enjoy this supreme vision by means of some process of self-discipline or self-abnegation : it is rather the sole principle in every individual that at all times possesses the universal knowledge, as that of a queen in her realm, and that makes the mind and the senses in their respective lower planes to acquire a knowledge of both the macrocosm and the microcosm of the universe at large and of the smaller but equally perfect universe of its own body.

"The delights which the body and soul are capable of enjoying together are not genuine and true unless they have some further connection, and terminate in the veneration and love of God; that is, unless they have reference to this love and ultimate end, in a connection with which the sense of delight most essentially consists."—'Swedenborg.'

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার এখানে ত বিজ্ঞানের খুব চর্চ্চা হয়,—রিসার্চ্ লেবরেটরী আছে,—যদি এখানে এমন-কিছু আবিষ্কার হয় যাহা গবর্ণমেণ্টের existenceএর (অস্তিত্বের) পক্ষে dangerous (বিপজ্জনক), তৎক্ষণাৎ ত' তাহা বন্ধ করিয়া দিবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কাহারও অস্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে এমনতর আবিষ্কার ত মৃত্যুর কিঙ্কর—যদি সে ক্ষুণ্ণতা being in generalকে (জনসাধারণের অস্তিত্বকে) অধিকতর অক্ষুণ্ণ না করে—আর মঙ্গলের দিকে না নেয়। গবর্ণমেণ্ট মানে কি ? গবর্ণমেণ্ট ত আমরাই—মানুষই ; তা'-ছাড়া একবার যদি আবিষ্কারই করিলাম—বন্ধ করিলেই বা তা'তে কি আসে যায় ? লোহা গরম করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত আকার দিতে যদি শিখি আর কোন অসুবিধা নাই।

Swedenborg's transition from the attitude of the rigidly mechanical physicist and the speculative philosopher to that of the illumined seer and the exponent of a philosophy no longer human only, but angelic—constitutes an experience unique in the annals of human thought. The principle in his philosophy of discrete degrees was to claim for Swedenborg, the author of these sublime researches, who had bodily aspired to open all doors and forces an access to the soul itself—through the avenues of natural experimental knowledge."

—Frank Sewall, 'Swedenborg and the Sapienta Angelica.'

"The change in Swedenborg's study from the science of nature to that of the spiritual world and of divine revelation is not without its parallels in the case of his great contemporaries Leibnitz and Newton."

—'Swedenborg and the Sapienta Angelica', Frank Sewall.

প্রশ্ন। সে আবিষ্কারকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে গ্রেপ্তার, এমন-কি জেল, মৃত্যু হইতে পারে—অথচ কার্য্যে কিছু করিতে পারা যাইবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' নয়,—গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা করিবার ইচ্ছা যদি আমার মধ্যে একদম না থাকে তাহা হইলে আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তাহারা বাধা দেবে না। কারণ, আমার আবিষ্কার শুধু বাঙ্গালী জাতির জন্য নয়—মানব জাতির জন্য,—সুতরাং বাধা আসিবে না। আমি যদি লাটসাহেবকে মারার জন্য কিছু করি, তবে ত তা'রা বাধা দিবে, তা' না হ'লে কেন বাধা দিবে ? অশোক রাজ্যলোভে হিংসাপরবশ হইয়া জীবনে একটী-মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহাতে নৃশংস হত্যাই প্রতিষ্ঠিত হইল ; কিন্তু তিনি কাহারও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পাইলেন না। পরে তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, আর তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তিনি যে পতাকা—cultureএর (উৎকর্ষের)—বহন করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতের গৌরববৃদ্ধি ও জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল,—কেবল তখনই তিনি প্রকৃত জয়ের অধিকারী হইলেন,—মানুষ অশোকের অস্তিত্বরক্ষায় উদ্দাম হইয়া উঠিল,—কারণ তিনি ছিলেন মানুষের অস্তিত্বের অনুকূল*

* "If a man's fame," says Ropper, "can be measured by the number of hearts who revere his memory, by the number

প্রশ্ন। তাহা হইলে কি আপনি বলিতে চান অধীনতা দ্বারা আমাদের activity (কর্ম্মশক্তি) কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অধীনতাদ্বারা আমাদের activityর (কর্ম্মশক্তির) সঙ্কোচ হওয়া অপেক্ষা আমরা বেশী নষ্ট হইয়াছি served হইয়া (সেবাপ্রাপ্ত হইয়া) অর্থাৎ আমাদের যা'-কিছু আবশ্যকীয় জিনিস তাহার service (সেবা) অন্যের নিকট হইতে পাওয়ায় আমরা বেশী নষ্ট হইয়াছি,—তার তুলনায় অধীনতার অনিষ্টকারিতা ঢের কম !

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে প্রকৃত স্বরাজের কথা বল্লেন তাহা পাইতে আমাদের কত বৎসর লাগিবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Reformed হওয়ার পর (সংস্কার সাধনের পর) কুড়ি বৎসর more than sufficient (যথেষ্টেরও বেশী) !

প্রশ্ন। Reformed হইতে (সংস্কারসাধন করিতে) কত বৎসর লাগিবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহা আমাদের activityর উপর (কর্ম্মক্ষমতার উপর) নির্ভর করে। যতদিন একজন বড়

of lips who have mentioned, and still mention him with honour Asoka is more famous than Charlemagne or Cæsar."

—Encyclopœdia Britannica, p. 764, Vol. 2, 1911 Ed

হইতেছে দেখিলে অন্যের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইবে *, সি, আর, দাস leader (নেতা) হইয়াছে—আমি পারিলাম না এইভাব মনে আসিবে,—ততদিন কিছু হইবে না। প্রথমে এই ভাব যাওয়া চাই ;—তারপর এদেশে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র থাকি। বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ আছেন, খৃষ্টানদের যীশু, মুসলমানদের মহম্মদ আছেন,—যতদিন ইঁহাদিগের গালাগালি দিব, যতদিন ইঁহাদিগের উপর regard (শ্রদ্ধা) না আসিবে ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত !

প্রশ্ন। Reformed (সংস্কৃত) হওয়া মানে ত' তা'হ'লে জাতির mentality (মনোভাব বদলান) ? তা' যতদিন না হচ্চে ততদিন আমরা স্বরাজলাভের চেষ্টা হ'তে তা' হ'লে বিরত থাক্‌ব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Reform (সংস্কার) বাদ দিয়ে যদি স্বরাজলাভের বুদ্ধি করি তা' হ'লে ত' হয়না। যা' পেতে চাই তা' যেমন-করে' করলে পাওয়া যায়—তেমন-করে' না করলে যেমন কখনই তা' পাওয়াটা হবে না, —সেইজন্য কিছু পেতে হ'লেই তদনুযায়ী reformationটা

---

* "আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা হাম্‌বড়া, আর কেউ বড় হবে না। "যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে"—যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্ট সাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক তাহা বলিতে পারি না।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(সংস্কারটা) হওয়াই চাই। * তারই জন্যে যেখানে যেমনতর adjustment (সমাবেশ) দরকার তা'ই করণীয়। তা' হ'লেই পেতে হ'লে পাওয়ার আনুপাতিক reformationটা-ই (সংস্কারটাকেই) basis (ভিত্তি) করিয়া চলা প্রয়োজন। †

প্রশ্ন। বুঝলাম সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও industryর (শ্রমশিল্পের) উন্নতি কর'তে না পারলে আমরা reformed হ'তে পারব না; কিন্তু এ চেষ্টাটা যদি এত বড় একটা জাতিতে মাত্র দুই-এক জন দুই-এক জায়গায় আরম্ভ করে, তবে সমস্ত জাতটার পরিবর্ত্তন আনতে কতদিন লাগবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তে slow work (ধীরে কাজ)

* "But I do wish to suggest that they are not shortcuts to the millennium. There is no short cut to good life, whether individual or social. To build up the good life, we must build up intelligence, self-control and sympathy. This is a quantitative matter, a matter of gradual improvement, of early training, of educational experiment. Only impatience prompts the belief in the possibility of sudden improvement."

—'What I Believe'—Bertrand Russel.

† "Growth is a matter of evolution. We must have patience like the patience of England—the patience of centuries. I realise that an empire is not a thing improvised in a hurry. We will grow if we keep in mind the English adage 'God helps him who helps himself.' A nation will expand by the slow logic of history. However, we must never lose sight of our necessities. We must wherever possible expedite the natural tendencies of growth, a growth that I trust will be peaceful."

—Signor Mussolini.

হয় বটে, কিন্তু successful (কৃতকার্য্য) হ'লে পরে সেইটাই চারিদিকে চারিয়ে যায়—কারণ, মানুষের স্বভাবই successটাকে (কৃতকার্য্যতাকে) আঁকড়ে ধরা। যেমন পাবনায় একটি গেঞ্জীর কল হ'ল—আর বহু গেঞ্জীর কল হ'ল সাথে-সাথে। * তবে জনশক্তি বৃদ্ধি করতে হ'লে সমস্ত reformationগুলির (সংস্কারগুলির) centralisation (কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা) হওয়া উচিত।

প্রশ্ন। আচ্ছা, দেশের সংস্কার না হ'লে যদি কিছুতেই স্বরাজলাভ না হয়—তবে কী করলে জাতির সংস্কারটা খুব তাড়াতাড়ি হ'তে পারে?—তা'ত আর অল্পদিনে হয়না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অল্পদিনেও হ'তে পারে, বেশী দিনেও হ'তে পারে।—হওয়াটা নির্ভর করে reform (সংস্কার) আনার উপর, activityর (কর্ম্মক্ষমতার) উপর।—আর activity (কর্ম্মশক্তি) মানে to apply our energy in the right way (যথাযথ পথে আমাদের শক্তিকে প্রয়োগ করা)। †

* "To my mind there is little difference between an international problem and a local one . . . It is just as easy to plough a thousand acres with a tractor as it used to be to plough a ten-acre plot with a horse. And it takes no more time."—'My Philosophy of Industry', Henry Ford.

† "There must be a substitution of right methods, of right motives, the real ideals of service. I am no sentimentalist in this regard, it is just good business."—Henry Ford.

সমাজে আনতে হবে progressive mood (উৎকর্ষে উদ্‌গ্রীবতা), marriage reform বা বিবাহ সংস্কার, আর industry (ঔদ্ভাবন শ্রমশিল্প); স্বাস্থ্যে আনতে হবে normal diet and mode of living (যথাবিধি স্বাভাবিক আহার-বিহার), normal exercise through activity (প্রতিদিনের কর্ম্মের মধ্যদিয়া স্বাভাবিক ব্যায়াম), আর elevative engagement (উন্নতিশীল কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ); Industryতে (শ্রমশিল্পে) আনতে হবে service basis (সেবাভিত্তি), profitable management (লাভজনক পরিচালনা) আর continuity (বিরামবিহীন ক্রমাগতি); আর এ-সব আসে যথার্থ শিক্ষা হ'তে;—তাই, educationএ (শিক্ষায়) বিশেষ-করে' আনতে হবে elevative intellectualism (উৎকর্ষলিপ্সু বুদ্ধিপ্রাণতা); আর practical ও industrial training—হাতে-কলমে, শ্রমশিল্পপ্রধান জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষাপ্রণালী। —একটা beingকে (সত্তাকে) যেমন তিনটা aspectএ (ভাগে) ভাগ করা যায়ঃ—psychological (মানসিক), physical (ভৌতিক) ও dynamic (গতিশীল),—তেমনই শিক্ষা স্বাস্থ্য সমাজ ও industry বা শ্রমশিল্প প্রত্যেকটিকে ঐ-রকম তিন ভাগে ভাগ করে' নিতে হবে।

প্রশ্ন। এ তো nation buildingএর (জাতিগঠনের) কথা—এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেকটীরই একটা psychological aspect (মনস্তত্ত্বের দিক) আছে—তাই আধ্যাত্মিকতা অন্তর্মুখীণতা বা কারণমুখীণতা আছেই।

প্রশ্ন। লোকে ত বলবে ঠাকুরের কাছে এ সব কথা শুনতে যাব কেন ?—এ ত ইহজগতের কথা !

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহজগতের কথাই ত কথা—ইহজগতের জন্যই যা'-কিছু আধ্যাত্মিকতা !

প্রশ্ন। ইহজগৎ যে সব নয়—ধর্ম্মের ইহাই ত সব-চেয়ে বড় কথা ! এই পরিদৃশ্যমান যাহা-কিছু তাহার উর্দ্ধে রহিয়াছে মানুষের আদর্শ, মানুষের যাহা কিছু—ইহাই ত ধর্ম্ম—যার জন্য ইহটাকে পারত্রিকের কাছে মানুষ স্বতঃই বলি দিতে চায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহজগৎ মানে সেই জগৎ যা' নাকি মানুষের জানার পাল্লায় আছে ; আর পরজগৎ মানে তাই যা' মানুষ সাধনা করিয়া—নিজেরই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশেষভাবে জাগ্রত করিয়া,—যাহা হইতে ইহা সব আসিয়াছে তাহা জানিতে পারে ;—তাই, ইহজগতের সহিত পরজগতের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—আর, এই জানাই মানুষের জগৎটাকে আরো বিস্তারে বর্দ্ধিত করে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, সমাজে যে progressive mood (উৎকর্ষে উদ্‌গ্রীবতা) আনতে বলচেন, তার মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Progressive mood (উৎকর্ষে

উদ্‌গ্রীবতা) মানে higher idealএ (উচ্চতর আদর্শে) love আর admiration (ভালবাসা আর শ্রদ্ধা) * —যেমন বুদ্ধদেবের প্রতি admiration (শ্রদ্ধা) অশোকের ভিতর দিয়ে সম্ভব করে' তুলেছিল এমন একটা empire (সাম্রাজ্য) যা' এখন কল্পনা ক'রেও আনা যায় না। এই progressive mood (উৎকর্ষে উদ্‌গ্রীবতা) যেমন-ক'রে আসে তাই করা লাগবে। এটা আনতে গেলে চাই ঐ-জাতীয় ideaগুলি (ভাবগুলি) জাতির ভিতর চারিয়ে দেওয়া †

---

* "Why was Plato irresistibly charmed and subjugated by this man, Socrates? When he saw him, he understood the superiority of the Good over the Beautiful. For the Beautiful realises the True. The sight of a really just man caused the dazzling splendours of visible art to pale away in Plato's Soul, then to give place to a diviner dream. This is the reason Plato, forgetting and leaving all he had hitherto loved gave himself with all the poetry of his soul to Socrates in the flower of his youth. A great victory of Truth over Beauty, big with incalculable consequences in the history of the humand mind."

—Plato, 'The Mysteries of Elensis.'

"And so I think that the last lesson of life, the song which rises from all elements and all angles is a voluntary obedience, a necessitated freedom."—Ralph Waldo Emerson.

† "Socialism as a power in Europe may be said to begin with Marx. It is true that before his time there were Socialist theories, both in England and in France, during the revolution of 1848, socialism for a brief period acquired considerable influence in the state. But the socialists who preceded Marx tended to indulge in dreams and failed to tound any strong or stable political party. To Marx, in collaboration with

যেমন দিয়েছিল নীট্‌শে, যেমন দিয়েছিল মার্ক্স, লেনিন্। Progressive mood (উৎকর্ষে উদ্‌গ্রীবতা) যা'তে বজায় থাকে এমনতর idea publish (ভাব প্রকাশিত) করা, বিরোধী publications discourage করা (বিরোধী গ্রন্থপ্রকাশকে নিরুৎসাহ করা); স্কুল, কলেজগুলিকে mould করা (পুনর্গঠিত করা)—তার জন্য চাই যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার, উপন্যাস, বায়োস্কোপ, রেডিও, বক্তৃতা, নাটক—আর নূতন-ধরণের পাঠ্যপুস্তক—Elevating Literature (উদ্বর্দ্ধনশীল সাহিত্য)!

প্রশ্ন। সাহিত্যের কথা বল্লেন,—আজকাল যে সাহিত্য দেখচি তার অস্থিমজ্জায় যেন বিকৃত আদর্শ ঢুকে গেছে! নারীর পূজা আর ইন্দ্রিয়ের পূজা ষোড়শোপচারে চ'লেছে—আর এ-হ'তে যে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী তার জ্বল্‌জ্বলে চিত্র ফুটে উঠ্‌চে—গল্পে, কবিতায়, নভেলে, নাটকে! Elevating Literature (উদ্বর্দ্ধনশীল সাহিত্য) কা'কে বল্‌চেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূজা মানে to elevate in all respects (সর্ব্বতোভাবে উন্নত করা) যদি হয়,—আজকালকার Literature (সাহিত্য) যদি তার অন্তরায় হইয়াই থাকে—

Engels, are due both the formulation of a coherent body of socialist doctrine, sufficiently true or plausible to dominate the minds of vast numbers of men, and the formation of the international Socialist Movement, which has continued to grow in all European countries throughout the last fifty years."

—Bertrand Russel, 'Roads to Freedom.'

তবে তা'কে পূজা কি-করিয়া বলা যায় ?—সে ত নারীতে মৃত্যুর পূজা, বৃদ্ধিতে ক্ষয়ের পূজা,—এ-ছাড়া আর কী ভাবিতে পারা যায় ? সাহিত্যের আদর্শই হইল সমাজে—সমাজে কেন প্রত্যেক individualএর (ব্যক্তির) নিকট—আদর্শে অনুপ্রাণতার প্রেরণা পৌঁছান। Literature (সাহিত্য) যদি তা' না করে তবে ত সে মৃত্যুর আমন্ত্রক ! Elevating Literature (উদ্বর্দ্ধনশীল সাহিত্য) বলতে আমি এই বুঝি যার সহবাস আমাদের সর্ব্বতোভাবে elevation-মুখী (উন্নয়নমুখী) করিয়া তোলে,—being and becomingকে (অস্তিত্ব ও উন্নয়নকে) accelerate করার (ক্রমবৃদ্ধিশীল করার) অব্যর্থ প্রেরণা দান করে।

প্রশ্ন। এ ত বল্লেন নীতিশাস্ত্রের কথা—নীতি ত সাহিত্য নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাহিত্য নীতিকেই প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে—আর এই নীতিই আমাদিগকে Goalএ (চরম লক্ষ্যে) নিয়ে যায়। যে সাহিত্যে নীতির প্রতিষ্ঠা নাই তা' not at all useful to mankind (মানবজাতির মোটেই কাজে লাগে না)—তা' সত্য নয়।—আর সত্য তাই যা' নাকি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে পরিপুষ্ট করে। *

* "সত্যং লোকহিতং প্রোক্তং
ন যথার্থাভিভাষণম্।" মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

"What is good to us is true to us."—William James.

প্রশ্ন। Usefulness এর (প্রয়োজনের) বিচার করা তো হিসাব নিকাশ করার মত—তা' ত' আর আর্ট হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Art (কলাবিদ্যা) মানে স্বভাব, সত্য বা জীবন যাহাতে বা যে-কৌশলে মানুষের কাছে with sensation (অনুভূতির সঙ্গে) হাজির করান যায় তাহারই knack বা কৌশল—আমি তাহাকেই আর্ট বুঝি।

প্রশ্ন। মিথ্যা, মৃত্যু, আবর্জ্জনা, abnormalities (বিকৃতি), ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা—এদেরও ত with sensation (অনুভবের মধ্য দিয়া) হাজির করান যেতে পারে,—আজকাল ত' সাহিত্যে, কলায়, সঙ্গীতে এমনই tendency (ঝোঁক) দেখা দিয়েছে—এ-ও ত art ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, হ'তে পারে—কিন্তু তা' আমরা চাই না,—তা' সর্ব্বনাশকে ডেকে আনে,—তাই তা' আর্ট হ'লেও opposite (বিপরীত)।

প্রশ্ন। কেন, সেক্সপীয়ারের tragedies (বিয়োগান্ত নাটকগুলি) আর গ্রীসের নগ্ন সৌন্দর্য্য—এগুলি ত' সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আর্টেরই প্রকাশ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। —যদি এগুলিতে আমাদের ঐ স্বভাব, সত্য ও জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে তবে ইহারা আর্ট হইবে না কেন ?

প্রশ্ন। সমাজে বল্লেন progressive mood (উৎকর্ষে

উদ্‌গ্রীবতা) আর industry (শ্রমশিল্প) আনতে হবে,—সমাজে industry (শ্রমশিল্প) আনতে হবে মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। *Indo* মানে within (ভিতর) আর *struere* মানে to build up (গঠন করা)—ইণ্ডাষ্ট্রী মানে building up from within (ভিতর হইতে গঠন)। Work এ (কাজে) amusing mood (আরামপ্রদ ভাব) আনতে হবে। যেমন lover (প্রিয়তম) কোন-একটা কাজ করতে বল্ল আর অমনি লাফাতে লাফাতে চ'লে যাই—workএ (কাজে) এই-রকম amusing mood (আরামদায়ক, চিত্তরঞ্জক ভাব) এলে তবে আমরা industrious (শ্রমশীল) হব। * Marriageএ (বিবাহে) গোলমাল হচ্চে—কা'র বউ কে নিয়েছে †—তাই সব activity (কর্ম্মক্ষমতা) থেমে গেছে ‡;

* "If men had to be tempted to work instead of driven to it, the obvious interest of the community would be to make work pleasant. So long as work is not made on the whole pleasant, it cannot be said that anything like a good state of society has been reached."——'Roads to Freedom', Bertrand Russel.

† "Most people pick their partner for life with less care than their partners in business. They employ less discrimination in the choice of a mate than in the choice of a cook. They utilise less caution in the selection of a husband or a wife than in the purchase of a car or cow."

—Chief of the Sex Institute in Berlin.

‡ "Do you not feel that marriage—when it is marriage at all—is only the seal which marks the vowed transition of temporary into untiring service and of fitful into eternal love?"

—'Sesame and Lilies', John Ruskin.

—Marriage reform (বিবাহসংস্কার) * হ'লেই industry (শ্রমশিল্প) আসবে।

প্রশ্ন। 'কার' বউ কে নিয়েছে' মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অর্থাৎ যে পুরুষের বৃত্তিগুলি যে স্ত্রীর আনন্দের ও উৎকর্ষের এবং স্বাস্থ্যপ্রদ, হৃদয়প্রদ ইত্যাদি সে-ই তাহার স্ত্রী, † তাহা না হইয়া

* কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইস্‌চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"এই জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে বিবাহবিধির পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।"

—See page 219, Modern Review, August, 1911.

† স্ত্রীষুপ্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
"যা বশ্যা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা
বয়োরূপবচোহাবৈর্যা যস্য পরমাঙ্গনা।
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্বা কর্ম্মণোঽপিবা ॥
হৃদয়োৎসবরূপা যা যা সমানমনোবমা।
সমানসত্ত্বা যা বশ্যা যা যস্য প্রীয়তে প্রিয়ৈঃ ॥

চরকসংহিতা। চিকিৎসাস্থানম্, ২য় অধ্যাঃ

"——বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্ম্ম কীর্ত্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হ'য়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি !"

—রবীন্দ্রনাথ

"ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্নছিন্ন,

উল্‌টা হইলেই কার স্ত্রী কাহাতে গিয়াছে বলা কঠিন! *

প্রশ্ন। এই জন্যই কি আমরা আল্‌সে হ'য়ে পড়েছি? কিন্তু পেটের দায়ই ত আমাদের সব-চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে,—

সুন্দর কর, সার্থক কর
পুষ্পিত আয়োজন!
তুমি এস, এস নারী
আন গো তীর্থবারি!
স্নিগ্ধ হসিত বদন ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর বিন্দু,
মঙ্গল কর, সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ!
এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি!"
—রবীন্দ্রনাথ

* "They may believe they are in love with each other, whereas their temperament demands a partner of a fundamentally different type.

We advise against marriage unless the two sexual constitutions complement each other, unless each, so far as can be ascertained with our imperfect human knowledge can give happiness to the other."

"Both the man and the woman should be carefully examined, not only with regard to their health, not only with regard to their fitness to marry, but whether they are fit to marry each other.

One man's meat is another man's poison. The Jill that will make Jack the happiest mortal may make life a living hell for Tom. Hans whose presence is heart balm to Gretchen may make Erina wretchedly miserable.

If Hans is married to Gretchen, they may rear a happy

আর আজকালকার Philosophy of Hunger (বুভুক্ষাদর্শন) ত' বলে এই ক্ষুধা-হ'তেই মানুষের কর্ম্মপ্রবণতা আসে,—সত্যি সত্যি এই পেটের দায়েই ত আমরা যা'-কিছু সব করি!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই ত করি! —চুরি, ডাকাতি—যেমন-ক'রে পারি ক্ষিদে মেটাই * —efficiency (দক্ষতা, যোগ্যতা) আর কিছুতেই আসে না!

প্রশ্ন। তবে বিবাহে হবে কামিনী আর industry তে (শ্রম শিল্পে) হবে কাঞ্চন;—তা'হ'লে ত' দাঁড়াচ্ছে—কামিনী আর কাঞ্চন আপনার ধর্ম্মের প্রধান কথা!?

family of seven children, married to anyone else their lives may be childless. Delia may imagine that she is in love with Russel, a fair youth, inclined to stoutness, whereas every cell of her being calls out for William, long-legged and swarthy."

Dr. Magnus Hirschfeld, Chief of the Sex Institutes of Berlin.

"Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion, with all the embittering consciousness that escape is practically impossible. They are liable to emphasise sex unduly—to be exciting and disturbing and it is hardly possible that it should bring a real satisfaction of the instinct."

—Bertrand Russel, 'Principles of Social Reconstruction'

* "These are not men but hungers, thirsts, fevers and appetites walking. How is it people manage to live on, so aimless as they are? After their pepper-corn aims are gained, it seems as if the lime in their bones alone hold them together and not any worthy purpose."

—Ralph Waldo Emerson.

"Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."—Bible, St. Matthew.

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' নয়কো, বিবাহে হবে বৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী— * যে হবে পুরুষের সহধর্ম্মিণী,—আমার আদর্শে বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ানটাই শুশ্রূষায় ও সেবায় যার হবে আনন্দের, তৃপ্তির—পুষ্টির † আর তার ফলে তো ইণ্ডাষ্ট্রী হোক্ আর যা'-কিছু হোক্ আসবেই ‡;

* "The loftiest and most sacred relation of human life, that upon which the social economy must rest or go asunder is the marriage relation in which the complementary relation of the sexes is shown . . . . having a significance beyond the earthly life."—'Conjugal Love and its Chaste Delights', Swedenborg.

মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।
জায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবদাদিষ্টকর্ম্মসু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।
—ব্যাসসংহিতা।

† অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ।
মনু—৯।২৮।

ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ।
মনু—২।২২।

‡ "Without industry one cannot acquire wealth. Without money one cannot accomplish anything in life. Without any achievement in life one cannot be happy. Money, therefore, is the fountain-source of success and religion."
—Skanda Puranam, Kashi Khandam.

তাই যেখানে ধর্ম্ম সেখানে অর্থ সুনিশ্চয়—আর কাম, মোক্ষ তার পরিচারক মাত্র,—তা নয় কি ? *

প্রশ্ন। এদিকে আবার রামকৃষ্ণদেব ত' বলে' গেছেন কামিনীকাঞ্চন থেকে দূরে থাক—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রামকৃষ্ণঠাকুরের 'কামিনীকাঞ্চন হ'তে দূরে থাক' মানে অন্য প্রকার—অর্থাৎ স্ত্রীতে কামোন্মত্ত আসক্তি ;—আর তা-ই কাঞ্চন যা' নাকি তা'কেই পুষ্ট করে—তাহ'তে তফাৎ থাকা তো নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, ও যে মরণের পথ !—তা' স্ত্রী, পুরুষ—উভয়েরই।

* যক্ষ উবাচ—
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরোধিনাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ।
যুধিষ্ঠির উবাচ—
যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ।
আরণ্য পর্ব্ব—মহাভারত ৩২২ অধ্যায়—১০৩।১০২।

Marriage union is the precious jewel of human life and the Christian church.—'Swedenborg'.

"It is the type of an eternal truth—that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it; and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails."—'Sesame and Lilies', John Ruskin.

সংঘাতো হীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়ো হীন্দ্রিয়ার্থো যঃ প্রীতিজননোঽধিকঃ।
স্ত্রীষু প্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

চরকসংহিতা—

প্রশ্ন। Marriage reform (বিবাহ-সংস্কার) বলতে আপনি কি বোঝেন ?—কি কি এখনই করা যেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এখনই বিয়েতে মেয়েদের consent (সম্মতি) নিতে পারি, মেয়েদের ভিতর এখন-থেকে একটা সংস্কার জন্মিয়ে দিতে পারি বিয়ের আগে কোন পুরুষকে husbandly (স্বামীর মত) ভালবাসতে বা think করতে (চিন্তা করতে) নেই, কোন পুরুষের contactএ (সংস্পর্শে) গিয়ে husband (স্বামী) select করতে (মনোনীত করতে) নেই—তা'তে কামের দ্বারা inclined (বশীভূত) হ'তে পারে ? * সর্ব্ববিষয়ে—জাতি, বর্ণ †

* "Unfortunately the path of human passion and the path of marriage is strewn with too much wreckage to justify man's faith in the intuition of love. In fact, if our affection is real, we should refuse to embark upon the sea of matrimony, steered solely by Cupid, without clearing papers from Science."

—Dr. Magnus Hirschfeld.

† Einstein said, "Being both a father and teacher, I know we can teach our children nothing. We can transmit to them neither our knowledge of life nor of mathematics."

"But", I interjected, "nature crystallises our experiences. The experiences of one generation are the instincts of the next."

"Ah!" Einstein remarked, "that is true; but it takes nature ten thousand or ten millions of years to transmit inherited experiences or characters."

—'Glimpses of the Great', Viereck.

বর্ণ—Heredity.

Mendel, Weismann এবং Galton—তিন বৈজ্ঞানিক তিন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া Heredityর অদ্ভুত তথ্য সকল আবিষ্কার

করিয়াছেন। এই Heredity বা বংশানুক্রমে দোষগুণের সঞ্চার কিরূপে হইয়া থাকে তাহার বিধিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গত বৎসর পাশ্চাত্য এক বৈজ্ঞানিক (Sir T. H. Morgan) নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের নারীকে গ্রহণ করিতে পারে—ইহাকে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ বলে; কিন্তু উচ্চবর্ণের (social class) বা জাতির (race) স্ত্রী নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করিলে তাহা প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ—উহাতে চণ্ডাল প্রভৃতি অপধ্বংসজা জাতির সৃষ্টি হয়। আধুনিক সুপ্রজনন বিজ্ঞানের মতে (science of Eugenics) যাঁহারা প্রতিলোম বিবাহের সমর্থন করেন তাঁহারাই অন্ত্যজ বা হরিজনের সৃষ্টি করেন।

"Mendel discovered that certain kinds of character ('unit characters') behave in a particular way in inheritance. They do not blend or break up or average off, but persist in their intactness in a certain percentage of the offspring generation after generation."—Sir I. A. Thomson.

"The parent is rather the trustee than the producer of the germcells; or again, the individual bodies are like mortal pendents that fall alway from the immortal necklace of germcells."

—Galton.

"জাত্যুৎকর্ষঃ যুগে জ্ঞেয়ঃ
সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।"

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

"Galton did not depreciate the importance of nurture for the individual; but, as regards racial progress he insisted on the exclusive value of progressive variation in constitutional vigour. Hence his warning as to the deterioration of good stock."

—Sir I. A. Thomson

Galton's conception of ancestral inheritance.

"There are contributions from parents, grand parents, great-grand parents."

"So Galton saw man as a species evolving; and if evolving, then with a progress and retrogress that can be more or less understood, and thereby more or less controlled."

—Sir I. A. Thomson.

বংশ * বিদ্যা ব্যবহারে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'তে হবে আর ভক্তি এবং admirationএ

"Man must learn to tame by science the nescient waywardness which lays waste his stock."—Karl Pearson.

"বিদ্যাপ্রণাশে পুনরভ্যুপেতি।
জাতিপ্রণাশে ত্বিহ সর্ব্বনাশঃ॥ —যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

"It is wellknown how Weismann was led, by his hypothesis of the continuity of the germ-plasm, to regard the germinal cells—ova and spermatozoa—as almost independent of the Somatic cells. Starting from this, it has been claimed, and is still claimed by many, that the hereditary transmission of an acquired character is inconceivable."

—'Creative Evolution', Henri Bergson.

"And Weismann came to the deliberate conclusion that there is no cogent evidence of the transmission of individually acquired characters. Thus modifications, though often important for the individual, cannot form part of the raw material of evolution."—Thomson.

এইজন্যই বিবাহব্যাপারে পাত্র বা পাত্রীর উৎকর্ষ অপেক্ষা বংশ বর্ণ ও জাতিগত বিচার ও বিবেচনা কম প্রয়োজনীয় নহে—বরং বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র উভয়েরই মতে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও একান্ত আবশ্যক।

'No doubt the direction which intellectual development takes, is to a considerable extent determined by circumstances but the kind of mind is irrevocably decided before the child is born."—'Heredity', L. Doncaster.

"Heredity is an acquired fact, an experimental truth."

—Maurice Maeterlink.

"The laws of heredity can be relied on with complete confidence."—Leonard Darwin.

* "Whatever may be thought of genius, there can be no doubt that intelligence tends to run in families."—B. Russel.

"Marriage between blood relatives, especially if both were brought up in the same environment, and are similar in type

(শ্রদ্ধায়) যেখানে হৃদয় অবনত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে—যদি offer দিতে (বরণ করিতে) হয় সেইরূপ পুরুষেই offer দেওয়া * (বরণ করা) উচিত। যে পুরুষেরা আদর্শে উদাসীন হইয়া স্ত্রীতে মুগ্ধ হইয়া entice করে † —প্রলুব্ধ করে কিংবা offer দেয় (প্রস্তাব দেয়) তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি বা ঘৃণা জন্মে যা'তে—এটুকু আমরা at once (এখনই) করিতে পারি।

প্রশ্ন। মেয়েদের চলনে ব্যবহারে কিরূপ হ'তে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পরদা-নশীন না হ'য়েও যা'তে মেয়েদের পুরুষসংমিশ্রণ না ঘটে তাই করতে হবে ‡; কোথাও যাইতেছে কিংবা কোন প্রয়োজনে যাইতেছে,—প্রথম আত্মীয় গুরুজনের সহিত, তারপরেই বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও সম্মানযোগ্য

---

is apt to accentuate the weakness inherent in the family. We oppose the union no less strenuously than the church. We oppose it, however, not on religious but on eugenic grounds."
—"Glimpses of the Great," Viereck.

* "Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning—it is character than can cleave through adamantine walls of difficulties."—Vivekananda.

† "Man must run after glory, woman after man."—Napoleon.
"The more exhausted men become, the more they loose the power to lead women or to arouse her nature *which is essentially passive.*"—G. S. Hall.

‡ "Great daily intimacy between the sexes . . . . tends to rub off the bloom and delicacy which can develop in each. Girls suffer in this respect far more than the boys."
—'Youth', Stanley Hall.

ব্যক্তির সহিত,—এ ছাড়া কারু সঙ্গে সহজভাবে মেশা-ই ভাল নয় *। কোন studentএর (ছাত্রের) কাছে বসিয়া পড়িতেছে কিংবা কোন young professorএর (যুবক অধ্যাপকের) কাছে নির্জ্জনে পড়িতেছে,—এরূপ চালচলন মেয়েদের অশোভন। আর, আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি, আর্য্য নারী কখনও আর্য্যেতর জাতিতে আত্মসমর্পণ করিবে না।

প্রশ্ন। আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠজাতি † যেহেতু ইহা প্রাচীনতম,—আর বেদ হচ্ছে record of realisations

---

* "রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা

আবার মনুও বলিয়াছেন

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

† "The Indians are the only division of the Indo-European family which has created a great national religion Brahmanism . . . . ; while all the rest, far from displaying originality in this sphere, have long since adopted a foreign faith.

. . . . Naturally isolated by its gigantic mountain barrier in the North, the Indian Peninsula has ever since the Aryan invasion formed a world apart, over which a unique form of Aryan civilisation rapidly spread, and has ever since prevailed. When the Greeks, towards the end of the 4th Century B.C., invaded the North-West, the Indians had already fully worked out a national culture of their own, unaffected by foreign influences. No other branch of the Indo-European stock has experienced an iolated evolution like this."—A. Macdonald.

of the past sages—অতীত যুগের ঋষিগণের লিপিবদ্ধ উপলব্ধিসমূহ।—যাহারা ইহাকে মানিল না, সূর্য্যোপাসনা করিল না তাহারা পারস্য ও ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

প্রশ্ন। কিন্তু উচ্চ আর নিম্ন জাতি বা বর্ণের কোন বাছ-ই ত আজকাল অনেকেই বিয়েতে মানেনা! আর অবাধমিশ্রণে যে প্রণয় হয় তাই ত' বর্ত্তমান সভ্য জগতে বিবাহের একমাত্র মাপকাঠি বা আদর্শ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদের lower cultural heredity (নিম্নবর্ণ) আছে তা'রা যদি with regard (শ্রদ্ধার সহিত) higher cultural heredityর (উচ্চতর বর্ণের) সঙ্গে না মেশে তবে তাদের ভিতর ঐ higher culture (উচ্চতর সভ্যতা) আসিতে পারে না। আর mixing (মেলামেশা, যদি এমন ভাবে হয় যা'তে regard (শ্রদ্ধা), love (ভালবাসা) প্রভৃতি না আসে তা'তে কোন সুফলই হয় না।

Husband ও wifeএর (স্বামী স্ত্রীর) relationএ-ও (সম্পর্কেও) ঐরূপ থাকা চাই,—nearer (নিকটতর) হওয়া চাই, dearer (প্রিয়) হওয়া চাই—অথচ distance (দূরত্ব) থাকা উচিত। তা' নইলে "হয়ত তোমার আপন ঘরে পাষাণ হিয়া গলবে না!" Regard

"And remember that this (Geeta) which forms part of the Mahabharata, the greatest epic on earth, was written four or five thousand years ago."—Maurice Maeterlinck.

(শ্রদ্ধা) থাকতে গেলে যতখানি distance (দূরত্ব) থাকা উচিত ততখানি distance থাকা চাই—চোখের কিংবা নাকের সাথে আয়না ধরলে যেমন মুখ দেখা যায় না—একটা honourable distance (সম্মানযোগ্য ব্যবধান) চাই ; * সঙ্গে-সঙ্গে husband and wifeএর (স্বামীস্ত্রীর) difference of age (বয়সের পার্থক্য) থাকা চাই।

প্রশ্ন। কত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহের সময়ে স্ত্রী-পুরুষের পনের হইতে কুড়ি বছর বয়সের পার্থক্য থাকা চাই। †

প্রশ্ন। তাহ'লে ত আপনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে—নারীর মুক্তি কি আপনি চান না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর স্বাধীনতা তার বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য যেখানে আলুলায়িত হইয়া উঠে, মুখর হইয়া

---

* "So great is the human soul that some of its beauty is hidden by nearness. It needs distance between it and the beholder to be perceived in its true perspective."

—'Married Love', Marie Stopes.

† মনু বলিয়াছেন

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা—ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

মনুসংহিতা ৯, ৯৪।

ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ বার বৎসরের হৃদ্যা কন্যা বিবাহ করিবে আর চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবে অর্থাৎ কন্যার বয়সের প্রায় তিনগুণ পুরুষের বয়স হওয়া চাই। ইহা হইতে সত্বর বিবাহে ধর্ম্ম (বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া) অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে।

ওঠে,—প্রেরণা পরিপুষ্ট হইয়া ওঠে,—আর তার মুক্তি ইহারই সার্থকতায়। পুরুষ পুরুষ, নারী নারী। এদের ভিতর কোন-রকম তুলনা চলে না *, নারীর বৈশিষ্ট্যে নারীই প্রধান—পুরুষের বৈশিষ্ট্যে পুরুষই প্রধান।

প্রশ্ন। নারীপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারী-চরিত্র easily flexible (সহজ নম্য)—easy sympathetic (সহজ সহানুভূতিময়), easily (সহজে) অন্যপ্রকার element দ্বারা (ভাবদ্বারা) influenced (অভিভূত) হ'তে পারে—তাই তার গুণগুলি কাল বা পাত্রভেদে সু বা কু-এর আকার ধারণা করে সহজেই। †

প্রশ্ন। আর স্বামী-স্ত্রী বয়সে কুড়ি বছরে তফাৎ হবে—সে তো প্রায় বাপ আর মেয়ের বয়সের সম্পর্কের মত ?

---

* "We are foolish and without excuse foolish, in speaking of the "superiority" of one sex to the other, as if they could be compared in similar things. Each has what the other has not: each completes the other and is completed by the other: they are in nothing alike and the happiness and perfection of both depend on each asking and receiving from the other what the other only can give."—John Ruskin.

† "Girls are more sympathetic than the boys, they are also more easily prejudiced."—'Youth', G. S. Hall.

"Souls of women so admirably calculated to receive suggestions."—G. S. Hall.

"The all-sided impressionability characteristic of her sex which when cultivated is so like an awakened child."

—'On the Education of Girls', Stanley Hall.

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহাকে অবলম্বন করিয়া বেঁচে থাকা যায়, যাহাকে আশ্রয় করিলে প্রতিপালিত হওয়া যায়, সর্ব্ববিষয়ে পুষ্ট হওয়া যায় তিনি পতি অর্থাৎ পূরণ করার capacity (সামর্থ্য) আছে এমনতর ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষই পতি হইতে পারে। পতিতে পিতৃত্ব আছে, তাই পতি ও পিতা উভয় শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। * পিতা দ্বারা sexually nourished (যৌন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া পুষ্ট) হইতে পারে না—কিন্তু পতিতে sexually nourished (যৌন-ব্যাপারে পুষ্ট) হ'বার বাধা নাই—কেবল ঐ স্থলেই পিতা হইতে পতির ভেদ। তাহ'লে এমনতর পিতৃপ্রকৃতির পুরুষ যাহাতে sexually nourished (যৌন-পুষ্টি) হওয়ার বাধা নাই তিনিই পতি হইতে পারেন।

* পা ধাতু (পালনকরা) হইতে পতি ও পিতা শব্দ দুইটাই হইয়াছে।

"Man before he lost the soil or piety was not only her protector and provider but her priest. He not only supported and defended but inspired the souls of women."—Stanley Hall.

"Theano entered so thoroughly into the thought and life of her husband (Pythagoras whom she married when he was sixty years old), that after his death she became a centre of the Pythagorean order and a Greek author quotes her opinion as that of an authority on the doctrine of numbers. She bore Pythagoras two sons, at a later date one of the sons became the master of Empedocles to whom he handed the secrets of the doctrine. The family of Pythagoras offered the order a real model to follow."

—'Pythagoras and the Delphic Mysteries.'

প্রশ্ন। আমাদের ত ধারণা উহাতে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রণয় বা ভালবাসা অসম্ভব ! ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি অমনতর ছোট হয় সে স্ত্রীর সংসর্গ পুরুষকে জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে অর্থাৎ দীর্ঘজীবী করে—আয়ুর্ব্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে ; * আর সমবয়স্কা হইলে উভয়ের ভিতর equal deterioration (সমান অধঃপতন) ঘটে—কেহই পরিপুষ্ট হয় না। সমবয়সী হইলে knowledgeএর equality থাকে (জ্ঞানে সমান সমান থাকে)—সাধারণতঃ স্বামী তার অনুসরণীয় হয় না। তাহাতে প্রায়শঃ পুরুষের প্রতি নারী ইতরের মত ব্যবহার করে, পুরুষ সম্মান হারায়, নারীর নিকট contemptible

* সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃত মুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্।"

—আয়ুর্ব্বেদ

Edonard Schure লিখিত Pythagorasএর জীবনীতে আছে—

"Pythagoras was now sixty years of age, but mastery over passion and a pure life, wholly consecrated to his mission had kept him in perfect health and strength. Theano, a maiden of great beauty was attracted to Pythagoras by the almost supernatural radiance emanating from his person. She felt her inmost soul expand like the mystic rose with its thousand petals, when she felt that this blossoming came from him and his words—she silently conceived for the master a boundless enthusiasm and a passionate love. Pythagoras had made no effort to attract her. He thought only of his school, of Greece and the future of the world. . . . Theano saw from the master's eyes that their destinies were forever united."

(ঘৃণার পাত্র) হয় *, স্ত্রীর যা' পছন্দ নয় এমনতর ব্যাপারগুলিতে চিন্তা বা অনুধাবন না করিয়াই নিজের জ্ঞানকে মুখর করিয়া ধরিয়া তাহাতে দোষ দর্শায়। এই প্রকারে দোষদৃষ্টি আসিয়া তাহার চরিত্র অধিকার করে—যাহার ফলে অনুবর্ত্তিনী না হইয়া বিপরীতবর্ত্তিনী হয়—সংসারে ইহা সাধারণতঃ দেখা যায়।

আবার, পুরুষের পিতৃত্বের উদ্বোধনযোগ্য বয়স না হইলে সে যদি স্ত্রী গ্রহণ করে তবে অপুষ্ট অসুস্থ সন্তান জন্মান সম্ভব। তাই, ঋষিরা বোধ হয় বয়সের এত differenceএর (পার্থক্যের) পক্ষপাতী ছিলেন। †

প্রশ্ন। Female education (নারী-শিক্ষা) সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যেমন trained (শিক্ষিত) হবে মেয়েরাও সেইরূপ trained (শিক্ষিত) হবে—তবে temperamentএর (ধাতের) পার্থক্য থাকিবে। দু'জনেরই education (শিক্ষা) যত বেশী হয় তত মঙ্গল—আর এই educationএর (শিক্ষার) ফলে যাহা হয় তাহাই মেয়েদের

* "The more exhausted men become, the more they lose the power to lead women or to arouse her nature which is essentially passive."

—Stanley Hall.

† "ত্রিংশদ্‌বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।

মনুসংহিতা ৯।৯৪।

পক্ষে মঙ্গল। তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া উন্নত করিতে যাহা যতটুকু প্রয়োজন তাহাই করা উচিত। *

প্রশ্ন। বিলাতের মেয়েরা পুলিশবিভাগে, সৈন্যবিভাগে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে, আমাদের মেয়েরাও কি তাহাই করিবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, প্রয়োজন হইলে সমস্তই করিতে পারে—আমাদের দেশে অনেক মেয়েই লড়াই জানিত। তা'-বলিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য লড়াই করা নয় বা গোয়েন্দাগিরি করা নয়। Being-কে (অস্তিত্বকে) elevate করিতে (উন্নত করিতে) এবং equipped করিতে (সমৃদ্ধ করিতে) হইলে যাহা-যাহা প্রয়োজন তাহাই তাহাদের করণীয় বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্ন। নারীর যদি করণীয় এই হয় পুরুষেরও ত তাই,—উভয়ের প্রভেদ কোথায়?

* I believe, then, with the exception, that a girl's education should be nearly, in its course and material of study, the same as a boy's; but quite differently directed. A woman in any rank of life ought to know whatever her husband is likely to know, but to know it in a different way. His command of it should be foundational and progressive, hers, general and accomplished for daily and helpful use. Speaking broadly, a man ought to know any language or science he learns, thoroughly, while a woman ought to know the same language or science, only so far as may enable her to sympathise in her husband's pleasure and in those of his best friends."

—'Sesame and Lilies', John Ruskin.

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রভেদ হ'ল এই যে নারী সম্বর্দ্ধিত করে' সুখী, পুরুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে সুখী; পুরুষের ধর্ম্ম হচ্চে আহরণ করে' পূরণ করা আর নারীর ধর্ম্ম হ'ল পুরুষ যা'তে nourished হয়, সম্বর্দ্ধিত হয়, তাই করা—আর পুরুষের সংবর্দ্ধন দেখে fulfilled হওয়া (সার্থক হওয়া)। *

প্রশ্ন। নর ও নারীর বৈশিষ্ট্য কোথায় ঠিক ত' বুঝতে পারলাম না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মেয়েদের তুষ্ট, পুষ্ট, সম্বর্দ্ধিত ক'রেই আত্মপ্রসাদ—আর ছেলেদের অভাব পূরণ ক'রেই তৃপ্তি। Maleএর (পুরুষের) activity তে (কর্ম্মে) width (বিস্তার) বেশী আর নারীর depth (গভীরত্ব) বেশী। † Femaleদের (নারীর) width of activity (কর্ম্মের প্রসার) বেশী আসিতে পারে না, তা'রা দুনিয়াটাকে enjoy করে (উপভোগ করে) through male (পুরুষের মধ্য দিয়া)—তাই inner (অন্তরতর) আর vigorously

* "What" I asked, "is a woman's creative function?"
"To inspire, to enchant, to charm," the Count replied.
—Viereck's conversation with Count Keyserling.
Glimpses of the Great.

† "The thoughts of men are manifold. Their callings are of diverse kind."
Translated from the Rigveda—Macdonald.

concentrated (তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত) তাদের activity (কর্ম্মক্ষমতা)।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শুনতে পাই নারী ভালবাসাময়, তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভালবাসার প্রথম প্রশ্নই জাগে মেয়েদের মনে—আর loveএর (ভালবাসার) লক্ষণই হচ্চে * admiration (প্রশংসা)মুখর হওয়া,—বলা হচ্চে অথচ করা বেরোয়নি—তখনও (ভালবাসা জমে নি) love set করে নি। সত্যিকার নারী যে সে কখন বলেনা 'তুমি ভালবাসিলে তবে আমি ভালবাসিব'। ভালবাসাই যে তার প্রকৃতি—আর, ভালবাসা ও-রকমেরই নয়! মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে—ছেলে তখনও ভালবাসেনি—পরে মাকে সে নানা জিনিস আহরণ করে' এনে দেয়—আর এই-রকমে তাঁর অভাব পূরণ ক'রেই সে তৃপ্ত হয়। নারী করে পরিবর্দ্ধিত, দেয় প্রেরণা আর তা'তে পুরুষ হয় nourished, পুষ্ট—পিতা, ভ্রাতা, স্বামী পুত্র এদের

* "As life is essentially love, so a man's life is what his love is: his intellect and his thoughts are the servants of this master."

—Swedenborg. Frank Sewall.

"Men have called Love Eros, because he has wings; the Gods have called him Pteros, because he has the virtue of giving wings."

Plato ("The Banquet").

mental ও physical wealth (মানসিক ও দৈহিক সম্পদ) বাড়ায় তাদের service (সেবা) দিয়ে। *

নারীর inner tendency (অন্তর্নিহিত ঝোঁক) মাতৃত্বে, † তাই মেয়েদের educationও (শিক্ষাও) এই সংবর্দ্ধন করার জন্য,—এই মূল principle এর (সূত্রের) উপর দাঁড়িয়ে নারীর যেমন-যেমন করা উচিত তাই নারীর করণীয়, আর তাহ'লেই দেখা যায় পুরুষকে সংবর্দ্ধিত

* "She must be enduringly, incorruptively good; instinctively infallibly wise—wise not for self-development, but for self-renunciation: wise, not that she may set herself above her husband, but that she may never fail from his side; wise, not with the narrowness of insolent and loveless pride, but with the passionate gentleness of an infinitely variable, because infinitely applicable, modesty of service—the true changefulness of woman."

—John Ruskin.

† "Nature has so constituted woman that her active power and yearning centre primarily on the forming of a child. And so long as woman is woman it must remain so."

—Havelock Ellis.

To be a true woman means to be yet more mother than wife. The madonna conception expresses man's highest comprehension of woman's real nature. Sexual relations are brief, but love and care of offspring are long. The elimination of maternity is one of the great calamities, if not disease, of our age."

—Stanley Hall.

"Women are the guardians of the race, their life centres in motherhood, all their instincts and desires are directed consciously or unconsciously to this end . . . It must be admitted it is very desirable from the point of view of the nation."

Principles of Social Reconstruction—Bertrand Russel.

কর্বার জন্য তা'কে elevated ও fully equipped (উন্নত ও সম্যক্‌রূপে ভূষিত) করার জন্য নারীরও সব-কিছু করা, সব-কিছু শেখা প্রয়োজন।

প্রশ্ন। আপনি বল্লেন বিবাহে নারী পুরুষকে বরণ করবে—কিন্তু তা'ত' দেখিনা?—পুরুষই ত নারীকে সব দেশে offer দেয়—বরণ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ তা'তে নিজেকেও ক্ষয় করে, নারীত্বকেও করে ক্ষুণ্ণ, সঙ্কুচিত। পুরুষ ও নারী উভয়েরই being (অস্তিত্ব) যাহাতে অক্ষুণ্ণ ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহাই উভয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। তবে পুরুষ যখন নিজেকে ক্ষয় করে—যদি সে মুগ্ধ না হয় নারীর অভাবপূরণে—নারী বলে 'আমায় দিয়ে যদি তুষ্ট না হও, উৎফুল্ল না হও, তোমার দান আমার কাছে যন্ত্রণাময়'—কারণ নারীর লক্ষ্যই হচ্ছে সংবর্দ্ধনা * ; তা হ'লেই নারী যদি পুরুষ হ'তে চায় সে সর্ব্বনাশ করবে তার জীবনের,—আর পুরুষ যদি নারী হ'তে চায় সেও সর্ব্বনাশ করবে তার জীবনের।

প্রশ্ন। এ-রকম করতে হ'লে ত' ছেলেমেয়েদের নূতন আদর্শে শিক্ষা দিতে হবে? Education (শিক্ষা) সম্বন্ধে আপনার কথা ত' ঠিক-ঠিক বুঝতে পারলাম না?

* "Shakespeare represents woman as infallibly faithful and wise counsellors,—incorruptibly just and pure examples—strong always to sanctify even when they cannot save."

—John Ruskin.

শ্রীশ্রীঠাকুর। Educationএ (শিক্ষায়) primarily (প্রথমতঃ) আনতে হবে Elevated Intellectualism (উৎকর্ষলিপ্সু বুদ্ধিপ্রাণতা)। যা'তে admiration for higher culture (উচ্চতর আদর্শে শ্রদ্ধা), admiration for heroes (বীরের প্রতি শ্রদ্ধা) আসে—যা'তে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা adjust (ঠিক্) করতে পারে কোন্‌টা favourable (অনুকূল), কোনটা unfavourable (প্রতিকূল)—তাহাই Elevated Intellectualism (উৎকর্ষিত ধীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি)। * কোন একটা অন্যায়—যেমন হিংসা বা নিন্দা—কেন করব না আর তা'তে convinced হওয়া (দৃঢ়প্রত্যয় হওয়া)—একেই বলি Elevated Intellectualism (উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি)।

প্রশ্ন। Faith (বিশ্বাস)কে বলব অন্ধ, authority (প্রামাণিক ব্যক্তি বা শাস্ত্রবিধি) মানব না ইহাকেই ত' বলে Modern Intellectualism (আধুনিক যুগের ধীশক্তি)!?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা Elevationএর (উন্নয়নের) উল্টো Intellectualism (ধীশক্তি)—de-elevating intellectualism (অপকর্ষকারিণী বুদ্ধিবৃত্তি)। এটা দেখা যায় মানুষ বড় হ'তে চাইলেই একটা-কিছুকে

---

* "More important than suffrage of either sex is self-discipline, the ability to live for an ideal."

—Signor Mussolini.

অবলম্বন করে' ছাড়া বড় হ'তে পারে না—creeper এর (লতার) মত মানুষ একটা অবলম্বন ক'রে ওঠে। *

---

* "Surely (as for) those who believe and do good, their Lord will guide them by their faith; there shall flow from beneath them rivers in gardens of bliss."

—Quran Ch. X.

"Faith is the evidence of things not yet achieved."

- The New Testament.

"Why, the very birds of the forest, the parrot, the mino, have the power of human speech, but never develop it of themselves, some one must be there to teach them. So with us individuals. Rembrandt must teach us to enjoy the struggle of light with darkness, Wagner to enjoy peculiar musical effects; Dickens gives a twist to our sentimentality; Emerson kindles a new moral light within us, . . . But if this be true of the individuals in the community, how can it be false of the community as a whole? If shown a certain way, a community may take it; if not, it will never find it . . . a nation may obey either of many alternative impulses given by different men of genius, and still live and be prosperous, just as a man may enter either of many businesses, and where faith in a fact can help create the fact, that would be an insane logic which should say that faith running ahead of scientific evidence is the 'lowest kind of immorality' into which a thinking being can fall. Yet—such is the logic by which our scientific absolutes tend to regulate our life."

Will to Believe—William James.

The moment of your loss of faith will be marked in the pause or solstice of genius, sequent retrogression and the inevitable loss of attraction to other minds. The vulgar are sensible of the change in you, and of your descent, though they clap you on the back and congratulate you on your increased common sense."

—Ralph Waldo Emerson.

"I began to understand that in the replies given by faith is

প্রশ্ন। যা-কিছু ভাল সবই ত গ্রহণ করব, তবে একটাকেই শুধু অবলম্বন করব কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Enjoyment (উপভোগ) বলে' একটা জিনিস—যখন আমি একটা কোন particular pointএ (বিশেষ কিছুতে) দাঁড়িয়ে থাকি তখনই পেতে পারি। Above things (একটা বস্তুর উর্দ্ধে) না থাকিলে things (বস্তুটী) আমরা feelই (অনুভবই) করিতে পারি না। আমি যখন যে বস্তুকে উপলব্ধি করি তখন সেই বস্তু যদি আমাকে absorb করে (অভিভূত করে, ছাপাইয়া ওঠে) তাহ'লে আর আমার তাহাকে উপলব্ধি করা হয় না। তাহ'লে কোন-কিছু উপলব্ধি করিতে হইলেই beyond or above that object (সেই বস্তুর ওপারে, অতীতভূমিতে বা উর্দ্ধে) থাকা চাই, আর তাই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ছুনিয়াটাকে জানা সম্ভব হয়। তা' নইলে আমাদের জানাটা হয় a series of unsolved complexes—অমীমাংসিত গ্রন্থিসমূহের অসম্বদ্ধ মালার মত।

প্রশ্ন। কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। একটা কিছুকে না ধরলে যদি জানাটা না-ই হয় তাহ'লে একটাকে বরং

stored up the deepest human wisdom, and that I had no right to deny them on the ground of reason."

A confession—Count Leo Tolstoy.

ধরলাম,—তা'তে যা জানা হ'ল তারপর তা'কে ছেড়ে দিয়ে আর-এক জনকে ধরলাম—এমন করে' চল্লেও ত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, একটাকে ধরে' জানলাম, আর একটাকে ধরে' জানলাম, এই রকম series of জানার water-tight compartment (বিভিন্ন গ্রন্থির অসম্বদ্ধ মালা) হইবে। Unsolved solved complexes (অভিন্ন ভিন্নগ্রন্থি) হ'য়ে দাঁড়াবে। ভেদ অর্থাৎ solution, বা যুক্তি ত দূরের কথা, ভার হওয়াই স্বাভাবিক। এ একরকমের insanity (পাগলামী)। এ রকমটা যার হ'য়েছে তা'কে একটু টোকা দিলেই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন। ঠিক বুঝতে পারলাম না ত? এ রকম ত আমরা সাধারণতঃ সবাই ক'রে থাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধরুন, ছোট একটী শিশু।—সে প্রথম তার মার কাছে তৃপ্ত হয়; তৃপ্ত হওয়ার জন্য তার হয় মার প্রতি attachment (টান)। এমন-করে' মার উপর আমি attached (অনুরক্ত) হ'লাম,—সেটা হ'ল আমার ভিতর একটা subject of tension (টানের বিষয়)। যাকে ধরে' আমার ভিতর grow করল (বেড়ে উঠ্‌ল) একটা receptive attitude (গ্রহণোন্মুখ ভাব)। ভিতরে একটা tension বা টান হয়,—তার থেকে হয় পারিপার্শ্বিকের, জগতের বোধ।

আর জগতের বোধগুলির full solution (সম্পূর্ণ

মীমাংসা) যখন আমি পাই না তখন মার কাছ থেকে পাওয়া ঐ attitude (ভাব) নিয়ে আর-এক জনের কাছে যাই—যিনি আমার problemগুলি (সমস্যাগুলি) solve (ভেদ বা মীমাংসা) করতে পারেন। তিনি হন তখন আমার ভিতর একটা নূতন subject of tension (টানের বিষয়)। তখন-থেকে আরম্ভ হয় আমার বোধগুলির একটা re-adjustment (নূতন সমাবেশ); আর ঐ tensionএর জন্য (টানের জন্য) আমার বোধের জগৎ যায় বেড়ে,—নূতন problemsএর (সমস্যার) উদ্ভব হয় আর solutionও (মীমাংসাও) হয়—তাঁকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি, বড় বলে' জানি। তাই নূতন-কিছু ধরার, নূতন-কাউকে আদর্শ বা unit করার প্রশ্নই থাকে না ;—আর এ-রকম যাদের না হয় তা'রা থাকে এ series of unsolved complexes (অমীমাংসিত গ্রন্থিসমূহ) নিয়ে ;—তাই গীতায় আছে—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ *

প্রশ্ন। তাহ'লেও ত মায়ের একটা টান, আবার আর-একটা টান হ'ল,—এ'তেও ত মনটা দোটানা হ'ল না কি ?

---

* যে কোন আদর্শে যুক্ত নয় তার বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই—আর যার ভাবনা নাই তার শান্তি নাই,—আর যার শান্তি নাই তার সুখ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মা'তে unfulfilled (অপূর্ণ) বৃত্তিগুলি যদি তাঁর কাছে গিয়ে fulfilled (সার্থক) না হয় তবে ত দোটানা হবেই। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে যদি সেগুলি fulfilled হয় (সার্থক হয়), তাঁ'তে মাতা পিতা বা অন্যান্য গুরুজন absorbedই (মগ্নই) হ'য়ে থাকেন অর্থাৎ সে তাঁদেরও সহজভাবে fulfil (সার্থক) করতে পারে। তাহ'লেই এমনতর হ'লে আর দোটানার কোন ground (কারণ) থাকে না। আর যার কাছে এমনতর হয় তাঁ'কেই প্রকৃত guide বা আদর্শ বলা যায়।

প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষায় ত দেখি এটা একেবারে নাই।—তাই শিক্ষা আমাদের কর্ম্মশক্তি বাড়িয়ে না দিয়ে আপনি যা' বল্লেন—ভাব হ'য়ে ওঠে,—আমাদের পঙ্গু ক'রে তোলে।—দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিটাকে কেমন-করে' ঐদিকে মোড় ফিরাতে হবে,—এই elevated intellectualism (উৎকর্ষলিপ্সু বুদ্ধিপ্রাণতা) আনব কি-করে' ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Studentদের (ছাত্রদের) ভেতর কোন ideal (আদর্শ) infused (সঞ্চারিত) হচ্চে না—এ'তে বোঝা যায় শিক্ষকেরা idealএ lacking (আদর্শে খাক্‌তি)! First and foremost duty of a teacher (শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধানতম কর্ত্তব্যই) হ'ল to put the ideal before the students gloriously,

lucidly and affectionately * (আদর্শকে গরিমাময় করিয়া, বিশদ করিয়া সস্নেহে ছাত্রদের সম্মুখে ধরা)। তাঁদের ক্লাসে যাবার আগেই নিজেদের mood (মনোভাব) এম্নি করে' যেতে হবে যা'তে ঐ attitude (ভাব) আসে। আর, তার জন্য শিক্ষকদের হওয়া চাই actively unit-centric (কর্ম্মময়ভাবে এককেন্দ্রীভূত)—কোন মূর্ত্ত আদর্শে actively attached (নিরলসভাবে অনুরক্ত) থাকা। এমন করলে তাঁদের সর্ব্বদাই student-like attitude (ছাত্রবৎ মনোভাব) থাকবে। তাঁদের আদর্শ studentদের (ছাত্রদের) ভেতর infuse (সঞ্চারিত) করতে হ'লে দেশের প্রত্যেক teacherকে (শিক্ষককে) primarily (মুখ্যভাবে, প্রধানতঃ) হ'তে হবে এমনধারা student (ছাত্র) †; —আর এই student-like attitude (ছাত্রবৎ সশ্রদ্ধভাব) তাঁদের ভিতর যতখানি থাকবে জাগ্রত—ততখানি successfully impart করতে

* "Give what you have to give with love, if it be possible, give it with force if necessary, but love must guide the force as the sun shines behind a cloud. It is the secret of education."
—Mussolini.

† "But just as there is a training that fits there is a training that unfits. When we hear that a youth has failed, our first question has reference to his training. Who were his tutor. The problem of education is really a problem of the choice of teachers. I look for competent teachers."
—Mussolini.

পারবেন (কৃতকার্য্যতার সহিত সঞ্চারিত করতে পারবেন) studentদের (ছাত্রদের) ভিতর তাঁদের idealকে (আদর্শকে)। এমনি-ক'রে দেশময় ছড়াতে হবে elevated intellectualism (উৎকর্ষিত বুদ্ধিবৃত্তি)। *

আমাদের ইচ্ছাকে stunted (খর্ব্ব, প্রতিরোধ) করে ভয়, আর attract and emphasise করে (আকর্ষণ করে ও সজীব করে) love and liking (ভালবাসা আর ভাললাগা);—চাই studentদের (ছাত্রদের) willকে (ইচ্ছাশক্তিকে) mould করা (নিয়ন্ত্রিত করা)। †

---

* "Light to all kinds of knowledge, easy means to accomplish all kinds of acts and receptacle of all kinds of virtues, is the science of *anvikshaki* ever held to be.

When seen in the light of these sciences, *the Science of Anvikshaki* is most beneficial to the world, keeps the mind steady and firm in weal and woe alike, and bestows excellence of foresight, speech and action.

Anvikshaki, the triple Védas, Várta (agriculture, cattle breeding and trade) and Danda-niti (Science of Government) are what are called the four sciences—(which were compulsory to the twice-born)." *Arthasástra* (Politics and Sociology).

KAUTILYA—translated by R. Shamasastry.

† "Smattering is dissipation of energy. Only great, concentrated and prolonged efforts in one direction really train the mind, because only they train the will beneath it. Willed action is the language of complete men."

—Stanley Hall.

"Even the most intellectual training that can be devised and imparted by the greatest sage is a form of gymnastics."

—Signor Mussolini.

প্রশ্ন। আর বল্লেন শিক্ষাটা হবে practical (কার্য্যকরী) ও industrial (শ্রমশিল্পপ্রধান),—সে কেমন? আর তা' immediately (এখনই) introduce করতেই (প্রবর্ত্তিত করতেই) বা পারা যাবে কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ আর্টই পড়ুক আর বিজ্ঞানই পড়ুক,—আর্টের সাথে এমনতর practical something compulsory (কার্য্যকরী কিছু অবশ্যকরণীয়) থাকা উচিত যা'তে ছেলেরা তা' খাটিয়ে কলেজ-থেকে বেরিয়েই তখনই তার উপর দাঁড়াতে পারে; আর science (বিজ্ঞান) —physics, chemistry (পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা) ইত্যাদি subjectকে (বিষয়কে) classify করে' (শ্রেণীবদ্ধ করে') এমনতর practical industrial divisionsএ (কার্য্যকরী শ্রমশিল্পবিভাগসমূহে) ভাগ করতে হয় যা'তে নাকি through practice with theoretical lectures (তত্ত্বসম্বন্ধীয় বক্তৃতার সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া) তা'রা college career (অধ্যয়ন ব্যাপার) শেষ করতে পারে। তাহ'লেই তার ফলে তা'রা এমনতর common sense (কাণ্ডজ্ঞান) নিয়ে বেরুবে যা'তে বাইরে এসে 'চাকর কিনবে কে, চাকর কিনবে কে' বলে' চেঁচিয়ে "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হ'য়ে সর্ব্বনাশের কোলে ঢলে' না পড়ে। *

---

* Technical Education undertaken in a liberal spirit is far

• আর, অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য—আর্য্যদের আদিম সহজশিক্ষা,—যার উপর দাঁড়িয়ে তা'রা নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করত,—সে agricultureটা (কৃষিকার্য্যটা) রাখা চাই all through (বরাবর),—তার যত রকম উৎকর্ষ হ'তে পারে,—with practical demonstration (হাতে কলমে),—এটা সবার ভিতরেই থাকা চাই। এমন হওয়া চাই—যদি আর-কিছু না-ই পায় তবে যেন অন্ততঃ মাটী নেড়েও চারটী খেতে পারে।

প্রশ্ন। এ ত' হ'ল বড়দের শিক্ষা কিন্তু আজকাল psycho-analysis (চিত্তবিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞান) আর science of eugenics (সুপ্রজনন বিদ্যা) যা' বল্‌চে তা'তে তো দশ বছর বয়স হ'তে-না-হ'তেই মানুষের শেখবার যা'-কিছু সবই প্রায় শেখা হ'য়ে যায়—সে সম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে কি?

more useful in promoting mental activity than book learning, which they regard as useless except for purposes of examination."

Roads to Freedom—Bertrand Russel.

"I think we are due for a big change in educational methods. This is one of the reason why we are at present trying out our trade school form of teaching."

—Henry Ford.

"An educated man is not one whose memory is strained to carry a few dates in history. He is one who can accomplish things. A man who cannot think is not an educated man however many college degrees he may have acquired."

—'My Life and Work', Henry Ford.

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ, শিশু তার পারিপার্শ্বিকের sensationগুলি (বোধগুলি) carry করে (বহন করে) চোখদিয়ে,—তাই দেখা যায় শিশু মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চায়, হাসে, কাঁদে। চোখই প্রথমে তার ভিতরে পারিপার্শ্বিককে carry করে (নিয়ে যায়) with sensation (অনুভবের সহিত); আর brain (মস্তিষ্ক) impressed হয় (ছাপ নেয়), active হয় (সক্রিয় হয়), developed হয় (সম্বর্দ্ধিত হয়) চোখ-দিয়ে প্রথমে,—তারপরে naturally (স্বভাবতঃ) খোলে তার কান,—তারপর অন্য সব!

তাহ'লে, শিশুকে ভালভাবে brought up (পালন) করতে হ'লে প্রথমেই চাই পিতামাতা এবং পরিবারের এমনতর চালচলন যা'তে সেই impressionগুলি (ছাপগুলি) উত্তর জীবনে তা'কে elevationএর দিকে (উদ্বর্দ্ধনের দিকে) নিয়ে যায়: আর, ওখানে গলদ হ'লেই—বিশেষতঃ মাতাপিতা ভাইবোনের ভিতর—তা' uproot করা (উন্মূলিত করা) বড়ই কঠিনসাধ্য,—তা' তা'র জীবনকে অসংযত, বিকৃত, অবনতিপ্রবণ করে' তুলবেই। * হিন্দুশাস্ত্রে তাই দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার হ'তে বহুবিধ সংস্কারের বিধি দেওয়া আছে,—আর ওগুলিকে সংস্কার ব'লেই অভিহিত করা হ'য়েছে।

* "In many cases, aversion engendered before ten have lasted with little diminution till maturity."—Stanley Hall.

৫ আসল কথাই হচ্চে পিতামাতার ভিতর attachment (অনুরাগ)। স্ত্রী পুরুষকে যেমনতরভাবে সংবর্দ্ধন করিয়া আমন্ত্রণ করে সন্তানের pre-natal tendencies ও (জন্মগত ঝোঁক এবং প্রবৃত্তিও) তেমনতর হয়। * তা'হলে ধরতে গেলে ধাতু, চরিত্র আর শিক্ষা (temperament, character and education) depend কচ্চে (নির্ভর কচ্চে) মাতাপিতার উপর—মুখ্য এবং গৌণভাবে। আর সংস্কার মানে সেই সংস্কার বা সম্যক্ করা যা' আমাদের elevation ও upliftmentএর (উদ্বর্দ্ধনের ও উন্নয়নের) দিকে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আপনি যে বল্‌চেন normal diet and mode of living (স্বস্থ আহার-বিহার), physical exercise through activity (স্বাভাবিক কর্ম্মের মধ্যদিয়া শারীরিক ব্যায়াম), আর elevative engagement (উন্নতিপ্রসূ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ),—তার মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Normal diet (স্বাভাবিক আহার) তাই যা' নাকি non-irritative (অনুত্তেজক), সহজপাচ্য, পুষ্টি ও শান্তিপ্রদ ; † normal mode of living

---

* "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।"

† "If we eat properly we need no artificial rejuvenation, we get it daily. We must give our bodies at least the same care

(স্বস্থভাবে জীবনযাপন) মানে এমন-করে' চলা যা'তে নাকি হঠাৎ এমনতর exertion (পরিশ্রম) না হয় যা'তে health break করতে পারে (স্বাস্থ্য ভঙ্গ হ'তে পারে),—আর এমনতর অন্যায়ভাবে আহারবিহার করা নয়কো যা'তে আমরা অপটু ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; আর এমনতর physical exercise (শারীরিক ব্যায়াম) হওয়া উচিত যা' স্বাস্থ্য ও সেবাকে অক্ষুণ্ণ ও উন্নত করে। Elevative engagement (উদ্বর্দ্ধনের আত্মনিয়োগ) হচ্চে তাই, এমনতর বিষয় নিয়ে engaged হওয়া (ব্যাপৃত থাকা) যা'তে উন্নতির পরিপুষ্টি ছাড়া কখনও শরীর বা মনের অপকর্ষ নিয়ে আসে না।

প্রশ্ন। আর industryতে (ঔদ্ভাবন শ্রমশিল্পে) service basis (সেবা ভিত্তি), profitable management (লাভজনক পরিচালনা), আর continuity, (বিরামবিহীন কর্ম্ম) আনতে হবে বল্লেন,—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Intention (অভিপ্রায়) উদ্দেশ্য যদি না হয় to serve others অর্থাৎ কি-করে' অন্যের

which we give our automobiles. Our food should be as suitable as the fuel that goes into a motor."—Henry Ford.

"Foods should favour the . . . . digestion, so that metabolism be on the highest plane. The dietary should be plain and varied with limited use of rich foods and stimulating drinks but with wholesome proximity to dairy and farm. Nutrition is the first law of health and happiness, the prime condition and creator of Euphonia.—'Youth', G. S. Hall.

পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন আনা যেতে পারে, তবে industryর (শ্রমশিল্পের) উদ্বোধন মানুষের ভিতর কি-করে' হ'তে পারে? * Industry মানেই হ'ল building up from within (ভিতর হইতে গঠন করা)। তা'হ'লে, ইণ্ডাষ্ট্রীর বা শ্রমশিল্পাদির basic principleই (মূলসূত্রই) এই—মানুষের কাছে যাওয়া, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখা, আর তা'-ই চিন্তা করা কি ক'রে তা' meet (পূরণ) করা যায়—যা'তে পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত হ'তে পারে, দুঃখকষ্ট অসুবিধার হাত হ'তে বাঁচতে পারে,—আর এই রকম অভাব ও বেদনা জানার সংঘাতেই সাহায্য করে to build up from within (অন্তর হইতে গঠন করা) —তা'তে লেগে যাওয়া আপ্রাণ হ'য়ে—to meet them (অভাবের পূরণ করতে)। † আর এই-থেকেই আসে

---

* "There must be a substitution of right methods, of right motives, the real ideals of service."—Henry Ford.

† "Money is useful only as it serves to forward by practical example the principle that business is justified only as it serves, that it must always give more to the community than it takes away, and that unless everybody benefits by the existence of a business then that business should not exist. I want to prove it so that all of us may live better by increasing the service rendered by all business. Poverty cannot be abolished only by hard and intelligent work. We are, in effect, an experimental station to prove a principle. That we do make money is only further proof that we are right." "It is one of nature's compensation to withdraw prosperity from the business which does not serve."—Henry Ford.

profitable management (লাভজনক পরিচালন)—কি-করে' কোথায় কেমন arrangement (ব্যবস্থা) করলে deteriorationকে (অধোগতিকে) avoid করে' (পরিহার করে') elevationকে (উন্নয়নকে) অক্ষুণ্ণ করা যায় ;—

আর, এই করতে গেলেই we are to deal with them sweetly and sincerely (তাদের সাথে মধুর ও অকপটভাবে ব্যবহার করতে হবে),—আর এই serving attitude (সেবাপরায়ণ ভাব) ও profitable managementএ (লাভজনক পরিচালনায়) carefully, actively and continuously (সযত্নে কর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে অটুটভাবে অবিরাম) লেগে থাকা চাই। তাই industryর (শ্রমশিল্পের) এইগুলি অর্থাৎ এই চরিত্রগুলি প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট সেবক,—এ যা'তে নাই তা'র industry করা (শ্রমশিল্পাদি করা) এক-রকম আকাশ কুসুম। জগতে দেখা যায় না এমনতর মানুষ বড় হ'য়েছে যার ভেতর এমনতর চরিত্র স্বভাবসিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনসম্বন্ধে আপনার মত কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Touchability, untouchability (স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা) কোন কথাই আমরা বলি না। যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন করে,—কেহ মুসলমানের সঙ্গে

খায়, কেহ খায় না। যে খায় না তাহাকে খাইতেই হইবে এমন কথা আমরা বলিনা।—সকলের হাতে খাইলেই যে আমরা উদ্ধার হইয়া গেলাম সে বুদ্ধি আমাদের নাই; আবার সকলের হাতে না খাইলেই যে শুদ্ধ হইলাম তা'-ও বলিনা। Touchability, untouchability (স্পৃশ্যতা, অস্পৃশ্যতা) দিয়া দেশের বেশী-কিছু উন্নতি হইতে পারে সে বিশ্বাস আমাদের নাই। যখন ভাই ভাইকে পৃথক করিয়া দেয়, এক ভাই আর-এক ভাইয়ের সঙ্গে একত্র খাইয়াও তার বিরোধিতা করে, তখন খাইলেই যে মিল হইবে তা' নয়। আমার মনে হয় service (সেবা) আগে দরকার। অন্যের রাঁধা খাই বা না খাই, কারও সুখসুবিধা যা'তে আমার দ্বারা হয় সেজন্য যদি চেষ্টা করি, তা'তে যতটা effect (ফল) হবে—তার তুলনায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের ফল কিছুই নয়।

প্রশ্ন। তবে দেশে এই-যে হরিজন আন্দোলন আরম্ভ হ'য়েছে—এ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? Depressed classes (অনুন্নত জাতি) সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার depressed (অনুন্নত) কথাটা স্বীকার করতেই ইচ্ছা হয় না।—আমার মনে হয় তাদের depressed (হীন) বলে'-বলে' more depressed (আরো হীন) ক'রে দেওয়া হচ্চে,—আর তাদের আলাদা একটা sect (সম্প্রদায়) করে' দেওয়া হচ্চে। তাদের

uplift (উন্নত) করতে হ'লে প্রাণপণে তাদের service দেও (সেবা কর), তাদের ভালবাস, সমাজে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতি কর এবং তা'রা যা'তে elevatedদের (উৎকৃষ্টদের) contactএ (সংস্পর্শে) বেশী থাকতে পারে তার উপায় কর। এমনি না করলে কি অমন করে' হয় ? আর জাতির ভিতর compactness (জমাট বাঁধন) থাকে অনুলোম intermarriage দিয়ে (অসবর্ণ বিবাহে) —যাহা এক জাতি হ'তে অপর জাতিতে ছিট্‌কে যেতে দেয়না অথচ gradesগুলি (বর্ণ বিভাগ বা শ্রেণীগুলি) থাকে ঠিক।

প্রশ্ন। Codefied hindu law (হিন্দু আইন) অনুসারে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ত' আইনসম্মত নয়। তবে এই-যে অসবর্ণ বিবাহের কথা বলচেন—যা'তে উন্নতি অপরিহার্য্য—এ সম্ভব হবে কি-ক'রে ?—আর বাংলার রঘুনন্দন ত কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ হ'তেই পারে না ব'লে গেছেন !

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিধি বিধিই,—সে কাউকে মানে না, সে কাউকে চেনে না—আপনারই মত আপনি চলে! কেবল তা'কেই সে জানে যে নাকি তার অনুসরণ করে —তা' codefied lawএর (আইনের) ভিতর থাক্ আর নাই থাক্,—রঘুনন্দন বলুন আর নাই বলুন। যেমন করে' যা' করলে যা' হয়, তা' না করলে কিছুতেই তা'

হবে না,—এটা চিরন্তন সত্য, আর বিধির স্বরূপও এই। যাঁরা প্রকৃতি হ'তে মানুষের মঙ্গলের জন্য এই বিধিগুলিকে সংগ্রহ করে' সঙ্কলন করেছেন—তাঁদের ভ্রান্তি যদি মানুষকে কোন অমৃতপথ হ'তে বঞ্চিত করে তবে এজন্য তাঁহারা দায়ী হ'তে পারেন, কিন্তু বিধিকে দায়ী করলেও দায়ী হ'ন না। বিধিতে ভ্রান্তি আছে এ-পর্য্যন্ত এ' কথা কোথাও শোনা যায় নি! যেমন করে' করলে যা' হয় ঠিক্ তেমন করে' না কর্‌লে তা' হবে না—এ বাণী চিরদিনই অভ্রান্ত অটুট আছে ও থাকবেই! *

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের বাঙ্গালী জাতি ত' আর্য্য, অনার্য্য ও মুসলমান এই তিন জাতির একটা অসম্বদ্ধ সমাবেশ মনে হয়!—তা'রা একই মাটীতে বাস করে বটে

---

* অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ নিম্নবর্ণের মধ্যে উচ্চতর বর্ণের গুণরাজি সঞ্চারিত করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু প্রতিলোমে অপধ্বংসজের সৃষ্টি অনিবার্য্য।

"অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ"

—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

তাহাতে intermediate কর্ম্মঠ জাতির সৃষ্টি হয় এবং জাতিভ্রষ্ট হ'তে দেয় না।

"প্রতিলোমাশ্চার্য্যবিগর্হিতাঃ।" ৩।১৬॥

"প্রতিলোমাস্তু স্ত্রীষুচোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ। ১৫।৩৬॥

বিষ্ণুসংহিতা

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি॥ তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য॥ দ্বে বৈশ্যস্য। একা শূদ্রস্য। ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত।" বিষ্ণুসংহিতা।

কিন্তু তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক—পরস্পরের বিরোধ লেগেই আছে! একই মাটীতে বাস করলেও আমাদের স্বরাজলাভ কি কোনো কালে সম্ভব হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাংলা দেশটা এখন হ'য়েছে kingdom of sorrow and grief (বিষাদ ও মনস্তাপের রাজত্ব)—তার মানে kingdom of Satan (শয়তানের এলাকা)। Kingdom of Satan (শয়তানের অধিকার) যত হবে তত বাংলাবাসী foxএ—ফেরুপালে পরিণত হবে,—শেষ পরিণতি হবে kingdom of individuals-এতে (ব্যষ্টির রাজত্বে)।

প্রশ্ন। ব্যষ্টির রাজত্ব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একটা মানুষ যদি থাকে আর তার environment (পারিপার্শ্বিক) যদি না থাকে—তা'র যা' পরিণতি হয় তাই হবে—যদি ঐ পথে না চলি!

প্রশ্ন। কেনই বা আমরা এত দুঃখ, মনস্তাপ, অবসাদ ভোগ করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুঃখ আসেই কতকগুলি unsolved complex হইতে—অভিন্ন গ্রন্থি হইতে। আমার home complex (গৃহগ্রন্থি) আছে আবার হয়ত money complex (অর্থগ্রন্থি) আছে; কিন্তু আমার নিকট এ দু'য়ের কোন সম্পর্ক নেই;—moneyর জন্য home (অর্থের জন্য গৃহ) বা homeএর জন্য money (গৃহের

জন্ত অর্থ) নেই ;—এ'তেই হয় দুঃখ, আর এ দুঃখ যায় তখনই যখন উহাদের ভেদ হয়,—যেমন আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ *

এমনি করে' মানুষ যা' চায় তা' না করে'—করে' ফেলে আর-একটা,—যা' করে তা' আর চায় না!

প্রশ্ন। তবে আমাদের এ দুঃখের পরিণাম কোথায়, সমাধান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ সব গোলমাল হ'য়ে গেছে!—বাপ মা কেউ ঠিক নেই,—কার বউ কে বিয়ে করেছে,—কার ছেলে কোথায় হচ্চে।—ঐ-রকম reforms (সংস্কার) এলে তবে সব হবে!—যা' যা' বলেছি সেই সেই রকম করলে সব ঠিক্ হবে—আমার মনে হয়!

প্রশ্ন। কথায়ই তো বলে 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধাতায় নিয়ে'—তবে আর বউ কে নেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অর্থাৎ বেহাতি হ'য়ে গেছে—যা' হচ্চে তা' বিধাতার বিধানে নেই!

প্রশ্ন। আচ্ছা, ধরুন আমরা reformed হ'লাম! কিন্তু তা'তেই বা হ'ল কি? জগতে এমনতর reformed জাতি ত বর্ত্তমানে আরো আছে,—যারা বলে আমরা

---

* "যিনি পরাবর তাঁহাকে জানিলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সব সংশয় ছিন্ন হয়, আর তার সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

স্বাধীন,—এরাই বা কি কচ্চে? যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি করে' জগতের দুঃখ দৈন্য হাহাকারই ত বাড়াচ্চে।—আমরাও কি তাই করব?—আর তা-ই কি মানবের চরম আদর্শ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এদের সামনে definite (নির্দ্দিষ্ট) কোন আদর্শ নেই (ideal নেই),—এরা gradually (ধীরে ধীরে) developmentএর (উন্নতির) দিকে যাচ্চে।—তাই এরা inventionও কচ্চে (উদ্ভাবনও কচ্চে), warও কচ্চে (যুদ্ধও কচ্চে)। এই war and inventionএর—যুদ্ধবিগ্রহ ও উদ্ভাবনার—পরিণতি হবে world of peace and love and life—শান্তি, প্রেম ও জীবন-ময় জগৎ!

Lifeএর (জীবনের) কথা বল্‌চি এই জন্যে যে মানুষ deteriorate করতে (ক্ষয় পেতে) চায় না,—এটা তার inner tendency (অন্তরতম চাওয়া)। loveএ (প্রেমে) আছে enjoyment (আনন্দ, সম্ভোগ), আর lifeএ (জীবনে) আছে existence (অস্তিত্ব);—তাহ'লেই to live and to enjoy harmlessly (বেঁচে থাকা আর নির্দ্দোষভাবে সম্ভোগ করা)—এ'তেই হচ্চে মানুষের সার্থকতা। কোন reformer (সংস্কারক) যদি কোন definite idealকে (মূর্ত্ত আদর্শকে) fulfil করার (সার্থক করার) inclination (প্রবৃত্তি) নিয়ে চলে—সেটা হ'ল এক জিনিস,—আর যে-সব অসুবিধা আস্‌চে সেগুলি reform (সংস্কার) করার জন্য চলা বা করা হচ্চে আর-

এক জিনিস,—আর যারা এ-রকম reformation (সংস্কার) আনে তা'রাও কিন্তু ভগবদ্‌বিশ্বাসী হয়ই।

প্রশ্ন। তবে দুইজনের তফাৎ কোথায়? দুইজনই ত সংস্কারক?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একজন দৈবকে আনে নিজেকে fulfil করার (সার্থক করার) জন্য, আর অপর জন নিজেকে engage করে (নিযুক্ত করে) আদর্শকে fulfil করার (সার্থক করার) জন্য।

প্রশ্ন। বাইবেল-এ পড়েছি 'Beware of false prophets'!—নকল ঋষি বা মহাত্মা হ'তে সতর্ক হও! সাবধান হও! মহামতি ফোর্ড্‌ও ত বলেন 'The false prophet is usually an honest gentleman whose main error is in posing as a prophet *—সাধারণতঃ নকল পয়গম্বরেরা সাধু ভদ্রলোকই, কিন্তু তাঁদের প্রধান ভ্রমই হচ্চে পয়গম্বর বলে' ভাণ করা! সত্যি সত্যি মহাপুরুষকে বোঝাও ত ভারি মুস্কিল!?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে-ই মহাপুরুষ যার নাকি Ideal বা

* "One who seeks popularity must obey the laws of popularity, but the true prophet is mastered by other consideration. He is charged with something he must deliver. To win acceptance is not his problem. He may see through all his career only the gathering forces that oppose his truth; but he knows that this very gathering of opposition is providential, for it is being gathered and headed up so that it may be destroyed together."—Henry Ford.

আদর্শ আছে আর সেই Idealকে (আদর্শকে) serve করতে (সেবা কর্‌তে) যে active (কর্ম্মময়) হ'য়ে পড়েছে,—আর সে activity (কর্ম্মপরায়ণতা) চলা, বলা ও সেবায় সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

প্রশ্ন। সার্থক হ'য়ে উঠেছে মানে successful (কৃতকার্য্য) হ'য়ে উঠেছে ত' ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

প্রশ্ন। আপনি idealএর (আদর্শের) কথা বল্লেন,—দেশসেবারূপ ideal (আদর্শ) ত প্রত্যেক নেতারই থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদের ideal (আদর্শ) অমূর্ত্ত তাদের কাছে approach করা (এগুনো) মুস্কিল। আমারও বার্ণার্ড্ শ'র ঐ কথা মনে হয় 'Beware of the man whose God is in the skies'—(সেই মানুষ হ'তে সাবধান যার ভগবান্ আকাশস্থ অর্থাৎ নিরাকার),—কারণ, তাদের জীবনে conflict from Ideal (আদর্শ হইতে সংঘাত) কম,—অতএব perception (অনুভূতি) কম ; intensity of love (ভালবাসার তীব্রতা) অর্থাৎ love for ideal (আদর্শে অনুরাগ) এত বেশী নয় যা'তে conflicts against idealকে (আদর্শের সহিত সংঘাতকে) overcome করতে পারে (সহ্য করতে পারে),—অতএব perceptionsও (বোধও) কম,—তাই তাদের বোঝাও মুস্কিল। আর এ জিনিসটা একটা absurd (অসম্ভব)

জিনিস—মানুষের কোন মূর্ত্ত আদর্শ নেই অথচ সে analyse করে (বিশ্লেষণ করে), কারণ মানুষের existenceই (অস্তিত্বই) depend করে (নির্ভর করে) অন্যের উপর। যেখানে you (তুমি) বলে' কিছু নেই সেখানে I (আমি) ব'লেও কিছু নেই,—conscious (সজ্ঞানে) থাকতে হ'লেই you or other (তুমি বা অপর) কেহ থাকা চাই-ই।

প্রশ্ন। আর বর্ত্তমান জগতে Industrialism (বাণিজ্য বাদ), Politics (রাজনীতি), Militarism (যুদ্ধবাদ) প্রভৃতির যে মহাসমস্যা ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্চে তার মীমাংসা কোথায়? ডি ভ্যালেরা, হিট্‌লার, মুসোলিনী, কমাল পাশা, ষ্ট্যালিন—জগতের বিভিন্ন মানবসংঘের কর্ণধারগণ স্বার্থের এমন ঘোরতর সংঘাত এনে ফেলেচেন যে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা,—এরোপ্লেন, navy (নৌ-সেনা) আর গোলাবারুদই সব জাতির বেড়ে চ'লেছে,—এর সমাধান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Industry on service basis (সেবার ভিত্তির উপর শ্রমশিল্প) যদি হয়,—purpose (উদ্দেশ্য) যদি হয় to serve others (পরকে সেবা করা), আর যদি invention (মানুষের উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার) তা'কেই fulfil (সার্থক) করে,—তখন তাহা সুবিধা, সুখ এবং জীবন manufacture করে (নির্ম্মাণ করে, সৃষ্টি করে),—তখন আর ও-রকম হয় না! *

* "A world full of happiness is not beyond human power

প্রশ্ন। কিন্তু দেখা যায়—মানুষ কিছুদিন সেবার আদর্শ নিয়ে চলে, কিন্তু তারপরই দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সে হ'য়ে ওঠে aggressive (আক্রমণকারী),—যেমন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, জাপান,—এ কেন হয়? তখন সে অপরকে সেবা না করে' গ্রাসই ত কর'তে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'র মানে একটা মানুষের চারিদিকে যেমন environment (পারিপার্শ্বিক) থাকে, এক গুচ্ছ মানুষের environment (পারিপার্শ্বিক) তার চেয়ে বড় থাকে। সেই-রকম একদেশবাসীর environment (পারিপার্শ্বিক) নিকটস্থ অন্যদেশবাসী। যখনই একটা দেশ অন্যদেশগুলিকে—border country গুলিকে

---

to create: the obstacles imposed by inanimate nature are not insuperable. The real obstacles lie in the heart of man, and the cure for these is a firm hope informed and fortified by thought."—'Roads to Freedon', p. 167,—Bertrand Russel.

"The soul of man is like a chrysalis maturing in the cocoon of matter, from which one day it will burst forth and spread its wings in the sun of pure reality."—Joad.

"I do not say freedom is the greatest of all goods: the best things come from within—they are such things as creative art, and love and thought. Such things can be helped or hindered by political conditions, but not actually produced by them; and freedom is, both in itself and in its relation to these other goods, the best thing that political and economic condition can secure."—'Roads to Freedom', p. 121—Bertrand Russel.

"To live a good life in the fullest sense a man must have a good education, friends, love, children, a sufficient income to keep him from want and grave anxiety, good health and work which is not uninteresting."—Bertrand Russel.

(সীমান্ত দেশগুলিকে)—তাদের environment (পারিপার্শ্বিক) বলে' অস্বীকার করে এবং service (সেবা) না দিয়ে শোষণ করে, তখনই এইরকম দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। *

জীবন মানেই আমি আর আমার environment (পারিপার্শ্বিক)—co-ordination of myself and my environment (আমার নিজের ও আমার পারিপার্শ্বিকের অঙ্গাঙ্গীভাব)। এমনতর environment (পারিপার্শ্বিক) নাই যাহা আমাকে excite কচ্চে না (উত্তেজিত, উদ্দীপিত কচ্চে না)।—এমনতর জায়গায় যদি কোন মানুষকে রাখা যায় সে বাঁচতেই পারে না। আমার environmentএর (পারিপার্শ্বিকের) প্রতি dutyই (কর্ত্তব্যই)—যেখানে আমার স্বার্থই—হবে environmentকে (পারিপার্শ্বিককে) service দিতে (সেবা দিতে)—যা'তে তা'রা বৃদ্ধি পায়,—তখন আমার environmentএরও (পারিপার্শ্বিকেরও) duty (কর্ত্তব্য) হবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে, বৃদ্ধি পাওয়াতে। আমার স্বার্থ যেমন

---

* "It is a shock when the mind awakens to the fact that not all of humanity is human—that whole groups of people do not regard others with human feelings. Great efforts have been made to have this appear as the attitude of a class, but it is really the attitude of all "classes" in so far as they are swayed by the false notion of classes."

—'My Life and Work', Henry Ford.

পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে, পারিপার্শ্বিকেরও স্বার্থ আমার উপর depend করে (নির্ভর করে)। তা'-হ'লেই রইল love, life and service (ভালবাসা, জীবন ও সেবা),—তবেই গ্রাস করা বা war (সংগ্রাম) অসম্ভব ! *

* "The love of the neighbour is the basis of Swedenborg's ethics, the term "neighbour" being extended to cover all human relations, the individual, one's country, the world and the church. While this in no way ignores inevitable race differences, it demands the recognition of the common heritage of the human family, and holds out the hope of an ultimate international unity and brotherhood. This is the end, purpose and climax of Swedenborg's ethical philosophy."

—'Swedenborg and the Sapienta Angelica', Frank Sewall.

"Progress is
The law of life—man's self is not yet Man!
Nor shall I deem his object served, his end
Attained, his genuine strength put fairly forth,
While only here and there a star dispels
The darkness, here and there a towering mind
O'erlooks its prostrate fellows: when the host
Is out at once to the despair of night,
When all mankind alike is perfected,
Equal in full-blown powers—then, not till then,
I say, begins man's general infancy."

—'Theology and Religion', F. W. Westaway.

"A life lived in this spirit—the spirit that aims at creating rather than possessing—has a certain fundamental happiness. This is the way of life recommended in the Gospel, and by all the great teachers of the world. Those who have found it are freed from the tyranny of fear, since what they value most in their lives is not at the mercy of outside power. If all men

প্রশ্ন। তা'-হ'লে এই অসম্ভবটাই এতদিন সম্ভব হ'য়ে এল কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে আমাদের স্বার্থ কোথায় আমরা বুঝি না,—সেই জন্য ক্ষতির পথ এত প্রশস্ত! *

প্রশ্ন। কিন্তু জীবজগতে ত' দেখি আর-এক জনকে হিংসা করে' ছাড়া কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না!—এ রকমটা ছাড়া মানুষেরও ত' বেঁচে থাকা বা বড় হওয়া হ'তে পারে না!? এই আদর্শ-ছাড়া ও-রকমের আদর্শ ত কোথাও দেখি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ও হ'ল এক দিকের আদর্শ। দুটো গতি আছে মানুষের:—running towards annihilation, and running towards elevation (ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হওয়া, আর উৎকর্ষের দিকে যাওয়া)। †

could summon up the courage and the vision to live in this way in spite of obstacles and discouragement, all that is needed in the way of reform would come automatically, without resistance, owing to the moral regeneration of individuals. But the teaching of Christ has been nominally accepted by the world for many centuries."—'Roads to Freedom', p. 188—Bertrand Russel.

* "Men's actions are harmful from ignorance . . . . It is not necessary to dwell upon the harmfulness that springs from ignorance; here more knowledge is all that is wanted, so that the road to improvement lies in more research and more education."—'What I Believe', Bertrand Russel.

† "There are two ways . . . .—one at the expense of others, the other by service to others."—Henry Ford.

আমরা যখন মেরে খাই তখন আমরা pangs of death বা deteriorationকেই (মৃত্যুযন্ত্রণা বা ক্ষয়কেই) খাই, আর auto-excretion (স্বতঃ-নিস্রাব) দিয়ে যখন জীবন ধারণ করি তখন bliss of lifeকেই—জীবন, কল্যাণ বা অমৃতকেই খাই।

প্রশ্ন। অটো-এক্স্‌ক্রীশন্‌ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন দুধ ;—দুধ যখন গাইয়ের বাঁটে জমে তখন সে ফেলে দিতেই চায়, খাওয়াতেই চায়,—ঋষিরা যেমন বোঁটা-থেকে খ'সে-পড়া ফল খেতেন।

প্রশ্ন। আপনি ত বলেন জীবন সবারই আছে, তবে ত' খেলেই মারা হয় ! ?—Vegitable (উদ্ভিদ) বা দুধ খেলেও যে মারা হবে না তা-ও ত' নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অতখানি sensibleই (বুঝ্‌-ওয়ালাই) যদি আমি হই তাহ'লে কতটা more finer world (সূক্ষ্মতর জগৎ) আমাদের senseএর (ইন্দ্রিয়ের) কাছে খুলে' যাবে, তখন নূতন খাদ্যও discover (আবিষ্কার) করতে পারব,—এখন এইটুকুই।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার একটা-কিছু মানুষ যখনই করে—তখন-থেকেই ত সে তার সুখ সুবিধা ভোগ করে,—যেমন রেডিও, টেলিগ্রাফ্‌, বৈদ্যুতিক আলো ;—এদের উপকারিতা বুঝতে ত কোনই কষ্ট লাগে না, কিন্তু ধর্ম্ম আজ-পর্য্যন্ত মানুষ ঠিক্‌-ঠিক্‌ বুঝতেই পারল না—পালন

করা ত' দূরের কথা!—কত কত মহাপুরুষই ত এলেন, কিন্তু মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে—মৃত্যু, জরা, দুঃখ, ব্যাধি যেমন ছিল তেমনই ত র'য়ে গেল!?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ধর্ম্ম' মানে তাই—যা' ক'রে মানুষ বেঁচে থাকতে ও বৃদ্ধি পেতে পারে,—আর তা' এত tangible (স্পষ্ট)—এখনই যদি আর্সেনিক বা প্রুসিক্ এসিড্ খাই, এখনই ম'রে যাব; সাপের কাছে যদি যাই বিনা কায়দায়—তবে এখনই টের পেতে পারি; সাঁতার না শিখে' যদি ডুব-জলে নাবি তবেই বুঝতে পারি। ধার্ম্মিক মানে সে যে বেঁচে থাকার নিয়মগুলিকে মেনে চলে ও বলে।

প্রশ্ন। কিন্তু মানুষ ত' ধর্ম্মের সব অনুশাসন মেনে চলতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সব না পারুক,—কতকগুলি—বেঁচে থাকা যা'তে হয়—যথাপরিমাণে—এমনতরগুলি সে করতে পারেই, করেই,—নইলে বেঁচে র'য়েছে কি-ক'রে?

প্রশ্ন। কিন্তু নোবেল্ লরিয়েট্ ডক্টর এলেক্সিস্ ক্যারেল যে বলেন মানুষ জড়বিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্রটী যে-পর্য্যন্ত ঠিক্-মত ধ'রতে না পারবে, যে-পর্য্যন্ত—শুধু মন দিয়ে নয় জড়বিজ্ঞান দিয়ে—সমস্ত spiritual factorগুলিকে (আধ্যাত্মিকতাকে) control করতে (আয়ত্ত করতে)

না পারবে সে-পর্য্যন্ত মানুষ ঠিক্-ঠিক্ তার ধর্ম্মকে ল্যাভ করতেই পারবে না ! ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঠিক কথা !—আর আমরা যদি love and cultureএর (প্রেম ও উৎকর্ষের) পথে চলি তবে একদিন-না-একদিন এ হ'বেই !

প্রশ্ন। তবে-যে শুনি Christএর Kingdom of heaven,—খৃষ্টের স্বর্গরাজ্য ! সে কোথায় ? কোথায় তার Father (পিতা) ব'সে আছেন ? সে স্বর্গ কোন্ জগতে ?—সব মানুষের সত্যিকার জগতে তা' কি কখনো ধরা দেবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি Kingdom of Heavenএর (স্বর্গরাজ্যের) সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর নিজের ভিতরে,—তাই তার সন্ধান বলে' গেছেন, আর এই Kingdom of Heaven (স্বর্গরাজ্য) সবার ভিতরই আছে ;—চাই তা'কে open করা (উন্মুক্ত করা)—সেই পথে চলে'।

প্রশ্ন। কিন্তু ভিতরে আছে অথচ বাইরে তা' নেই—এটা ত ফাঁকি !

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি kingdom of sorrow and grief (দুঃখ সন্তাপের রাজ্য) ফাঁকি হয় তবে ওটাও ফাঁকি,—আর kingdom of sorrow and grief (দুঃখশোকের রাজ্য) যদি real (সত্যি) হয় তবে ওটাও real (সত্যি) !

প্রশ্ন। তবে-কি আমরা এই সত্যি নিয়েই বসে' থাক্‌ব? এ স্বর্গরাজ্য কি চিরদিনই একটা সুখস্বপ্ন থেকে যাবে? এ'কি কখনো সবার হ'য়ে—শিক্ষায়, সমাজে, স্বাস্থ্যে, industryতে—জীবনে—ধরা দেবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিশ্চয়ই! * যেমনতর আমাদের psychical change (মানসিক পরিবর্ত্তন) হয়, physical worldএ-ও (জড়জগতেও) সেই-রকম change (পরিবর্ত্তন) দেখি। যখন আমি অবসাদগ্রস্ত হই—দুনিয়াটাকে অবসাদগ্রস্ত দেখি; যখন আমি উৎফুল্ল—দুনিয়াটাকেও তাই দেখি;—আর আমার contactএ (সংস্পর্শে) এসে' আমার environmentও (পারি-পার্শ্বিকও) ধীরে ধীরে সেই-রকম হ'য়ে পড়ে!

প্রশ্ন। আবহমান কাল থেকে আজ-পর্য্যন্ত যেমন চলচে, তা'তে ত মনে হয় universeএর (বিশ্বের) guiding principle (নিয়ন্তা) শয়তান, ঈশ্বর ন'ন!—তা' না হ'লে ভালকে, সত্যিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এত কষ্ট হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অজ্ঞানতা মানেই দূর-দৃষ্টির অভাব।

* "If we go to the very root of the matter, evil always arises from a lack of intelligence, from an erroneous and incomplete judgment, obscured or restricted by our egoism, which allows us to perceive only the proximate or immediate advantages of an action harmful to ourselves or others, while concealing the remote but inevitable consequence which such an action always ends by getting."

—Henry Ford.

যাদের দূর-দৃষ্টি নাই তা'রা আশু দুঃখ বা মৃত্যুর হাত হইতে এড়ানর জন্য সম্মুখে যা' সুখ ও জীবনের পায় তা'তে easily inclined (সহজে আনত বা উন্মুখ) হয়ে' পড়ে,—জানে না তা'রা যা'তে inclined (আসক্ত) হচ্চে তা' হয়ত অবলীলাক্রমে মরণকেই প্রসব কচ্চে,—আর এই অজ্ঞানতাই শয়তান। *

কিন্তু মানুষের inner hankering (অন্তরের আকাঙ্ক্ষা) রয়েছে after life and lift (জীবন ও বৃদ্ধির দিকে),—সে বাঁচতেই চায়—তা' যা' ক'রেই হোক। সে যদি এমন-কোন মূর্ত্ত আদর্শ পায় যে আদর্শ সেবায়—সাহায্যে তা'র জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত করতে পারে,—আর তা' বুঝতে পারে পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে, তবে তাঁ'কে মানুষ আঁকড়ে ধরবেই। আর, এমনতর ভাবে মঙ্গল যতদিন বহু রকমে বহু ভাবে তাদের আলিঙ্গন না করবে—ততদিন Satan বা

* "The whole science of ethics, after all, is based only upon intelligence; and what we call heart, sentiments, character is in fact nothing but accumulated and crystallised intelligence, inherited or acquired, which has become more or less unconscious and is transformed into habits and instincts . . . Lack of intelligence is the only real evil upon this earth . . . . when all is said, the apparent injustice which grants more intelligence to some than to others is but a question of date, a law of growth, of evolution, which is the fundamental law of all the lives that we know, from the infusoria to the stars."

—'Karma', Maeterlinck.

অমঙ্গল তাদের guiding principle নিয়ন্তা) হওয়া ছাড়া আর উপায় কী আছে ?

প্রশ্ন। তাহ'লে দেড় শ কোটি লোকের এই পৃথিবীটাতে কখনো কি এই দেবরাজ্য আসিবে ? Kingdom of heaven কি দেখা দেবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পৃথিবীর দেড় শ কোটি লোকের kingdomকে (রাজ্যকে) এখন kingdom (রাজ্য) বল্লে বলা চলে শুধু kingdom of man (মনুষ্যজীবের রাজ্য),—তাদের সবাইকে নিয়ে এখনো আর-কোন kingdomই (রাজত্বই) নেই,—তবে হ'তে পারে সবই ! *

প্রশ্ন। আর-একটা কথা মনে হ'ল,—আপনি শুনতে পাই Astrology (ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র) জানেন, মানেন, বিশ্বাস করেন ;—তবে ত' আপনি একজন Fatalist

---

* "All Religion is of life and the life of Religion is to do good. The kingdom of Heaven is the kingdom of uses or mental service "—Swedenborg.

"It sounds religion but it is just a plain statement of facts. It means just what it says—the reign, the rule, the law of the highest relations. Get that right way, work by that and you have the world—a world without poverty, without injustice, without need."—Henry Ford.

"It is well sometimes to tell ourselves that we are at least living in a world which has not yet exhausted its future and which is much nearer to its beginning than to its end. It was born only yesterday and has but lately disentangled its original chaos. It is at the starting point of its hopes and experiments."
—'The Riddle of Progress', Maurice Maeterlinck.

(অদৃষ্টবাদী)।—মানুষের বৃদ্ধি পাওয়াটা যদি pre-destined হয়, জীবনটা যদি পূর্ব্ব হ'তে নির্দ্ধারিতই থাকে, তবে আবার উৎকর্ষ আর বৃদ্ধি পাওয়া এ সব কথা বলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয় আমি বিধি অর্থাৎ যেমন করিয়া যাহা হয় তাহা মানি,—আর তাহা না মানিয়া উপায় নাই তাই মানি,—আর তাই মানিতে গিয়া যাহাতে কিছু হয় তা-ই মানিতে বাধ্য হই। মানুষের জীবন pre-destined (পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত) হ'তেও পারে, আবার তাহা নিয়ন্ত্রিতও হ'তে পারে।—আমরা যদি বাঁচা আর বৃদ্ধি পাওয়ার বিধিগুলিকে সম্যক্‌ভাবে পালন করিতে পারি, আমার বিশ্বাস—এই বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া আমাদিগকে ত্যাগ না-ও করতে পারে।

বিশ্বের জীবন যেখানে—প্রত্যেক individualএর (ব্যক্তির) জীবনও সেইখানে। Astrological influenceএ—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভাবে এই জীবন রূপান্তরিত হ'তে পারে। কিন্তু আমরা যেমন চাই, তার বিধিগুলিকে জানিয়া যদি তাহা পালন করি, তবে তাহাও পাইতে পারি! আর তাহা-হইতে আমাদের পারিপার্শ্বিক—তা astrologically-ই (জ্যোতিষ্কপ্রভাবেই) হউক, আর earthly-ই হউক (পৃথিবীর প্রভাবেই হউক)—তেমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে—যদি আমরা বাঁচা এবং বৃদ্ধি পাওয়ার ইচ্ছাকে ত্যাগ না করি।—ইহাই আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন। আর-একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব—সি, আর, দাশ কি আপনার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, মায়ের কাছে তিনি মন্ত্র নিয়াছেন। আমরা তখন মানিকতলায় ছিলাম। একদিন—পাল বলিয়াছিলেন,—সৎসঙ্গে আসিয়া যেন তিনি সৎসঙ্গকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শুনিয়া মা চটিয়াছিলেন, এমন সময় দাশদা আসেন। আমরা ছাদের উপর ছিলাম,—দাশদা বল্লেন "তিনি পুরীতে যান কিন্তু মন্দিরে যান না,—তাঁর অভিমান ছিল—এই দীনের উপর যদি জগন্নাথ কৃপা না করেন তবে যাবেন কেন ? জগন্নাথ যদি ডাকেন তবেই যাইবেন।"—এই ছিল তাঁর অভিমান।

নানাকথার পর তিনি বল্লেন 'আমি আশা করতে পারিনা আমার এমন সৌভাগ্য হবে যে আমি মন্ত্র নিব। আমি জানি আমি তার অনুপযুক্ত।' মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন।—যেই যাওয়া, মা বল্লেন 'ওসব ক'র না,—পাল আমাদের কৃতার্থ করিয়াছেন। ভগবানের নাম নিয়ে মানুষ কৃতার্থ হয়, ভগবান্‌কে কৃতার্থ করিবার জন্য মানুষ ভগবানের নাম নেয় না,—এই ভাব যার ভেতর আছে তা'রই এদিকে আসা উচিত, অন্যের নয়। দু'দিন পরে দশজনে বলবে ওরা বদ্‌মায়েস, জুয়াচোর! শেষে তুমিও তাই বলবে।'—মা বল্লেন, 'শুধু-শুধু আমাদের ক্ষতি করতে চাস্ কেন ?' তখন দাশদা' ছল-ছল চোখে বল্লেন 'চিত্তরঞ্জন মাথা

নোয়ায়না—কিন্তু একবার নোয়াইয়া তাহা ফিরাইয়া নিয়াছে এমন কথা এ-পর্য্যন্ত কেহ শোনে নি।'

মাকে জল করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র নিলেন। মৃত্যুর দেড় বৎসর আগে সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্স্‌ হইতে কলিকাতায় আসিবার পর তিনি মন্ত্র নেন। তারপর ভোম্বলকে পাঠাইয়া দেন—তিনিও মন্ত্র নিয়াছিলেন। রাজনীতি-হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া শেষজীবন যাপন করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

প্রশ্ন। আপনি কাহাকেও মন্ত্র দেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আগে দুই-এক জনকে দিয়াছিলাম—এখন দিই না।

প্রশ্ন। শ্রীশ্রীঅরবিন্দ বাহিরের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সংযত করিয়া তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক-এক জন এক-এক রকমের হয়। নানারকমে ক্ষুধা মেটে ;—ভাত খাইয়া মেটে, রুটী খাইয়া মেটে, কাহারও বা ফলাহার করিয়া মেটে,—সেই-রকম।

প্রশ্ন। আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।—জাতির সংস্কারের জন্য আপনি যা' যা' বল্লেন তা' কি শুধু বাংলার জন্য,—না বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য সকল

জাতিতেই প্রযোজ্য ?—জাতিতে জাতিতে পৃথিবীময় যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তা'র কি ইহা কোন সমাধান আনিতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এগুলি বাংলার জন্য, কি ভারতবর্ষের জন্য, কি ইউরোপ এমেরিকার জন্য,—হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টানের জন্য,—তাহা ভাবিয়া কিছু বলি নাই। আমরা মানুষ,—আর মানুষের প্রয়োজন অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি যেমন করিয়া অক্ষুণ্ণের পথে চলিতে পারে সে বিষয়ে যাহা আমি বুঝিয়াছি তাহাই বলিলাম।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার সৎসঙ্গে যে প্রায় হাজার হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছেন—তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না কেন ?—এখানে বিভিন্ন জাতির একত্রবাস কিরূপে সম্ভব হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি একটা common idealকে (একই আদর্শকে) বহু লোক অনুসরণ করে অর্থাৎ ভালবাসে, আর তা'কেই fulfil করতে (সার্থক করতে) চেষ্টা করে, তা'হলে এমনই হয়—আরো ভাল করে' হয়।

প্রশ্ন। কিন্তু আপনি 'সৎসঙ্গ' নামে যে প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন,—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, সমাজ, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার যে অনুষ্ঠানগুলি এখানে আপনাকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত

হ'য়েছে,—আর এর যে শাখাপ্রশাখা আসাম, বিহার ও বর্ম্মা প্রভৃতি প্রদেশে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে,—এটাও ত একটা সম্প্রদায়ই ?—অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এ-ও ত' একদিন অপরের সঙ্গে বিরোধেরই সৃষ্টি করিবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয় যাঁরা Hero বা মহাপুরুষ, যাঁরা জীব ও জগতের মঙ্গল চান, তাঁ'রা কেহই সম্প্রদায় গড়িবার উদ্দেশ্যে কিছুই করেন নাই! আমি যদিও আমাকে তাঁহাদের মত কেহ বলিয়া জানি না, তথাপি বুঝিয়াছি—তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা মঙ্গলকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই। আমিও আমার মঙ্গল চাই—আর এই আকুতিই আমাকে এমনতর করিয়া তুলিয়াছে!

আমি যাহা করিতেছি—আমার, আর আমি-যাহাদের-দিয়া তাহার, দিকে তাকাইয়াই। হয়ত সৎসঙ্গও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত হইয়াছে বা হইয়া উঠিতে পারে। সৎসঙ্গের follower বা admirerরা (অনুসরণকারী ও প্রশংসাকারীরা) যদি, বা যখনই, তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আমি যাহা বলিয়াছি বা বলিতেছি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদের, মহাপুরুষদের, Heroদের (বীরদের) ও তাঁহাদের admirer ও followerদের (প্রশংসাকারী ও অনুসরণকারীদের) admiration ও service (শ্রদ্ধা ও সেবা) হারাইয়া ফেলে বা ফেলিবে—

তখনই ইহা সংকীর্ণ এক গণ্ডী-ছাড়া আর-কিছুই হইবে না—ইহা নিশ্চয়! *

* It is not the state but the community, the world-wide community of all human beings present and future, that we ought to serve. And a good community springs from the unfettered development of individuals from happiness in daily life, from congenial work giving opportunity for whatever constructiveness each man or woman may possess, from free personal relations embodying love and taking away the roots of envy and above all from the joy of life and its expression in the spontaneous creation of art and science. It is these things that make an age or a nation worthy of existence."

—P. 145, 'Roads to Freedom', Bertrand Russel.

সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। **সত্যানুসরণ**

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত)

কাগজে বাঁধাই ।০   কাপড়ে বাঁধাই ।৵০

২। **তাঁর চিঠি**

(শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত ১১৫ খানি পত্রসমেত
পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

কাগজে বাঁধাই ১॥০   কাপড়ে বাঁধাই ১৸০

৩। **সান্ত্বনা**

(সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীমহারাজের মধুময় পত্রাবলী) ১।০

৪। **অমিয়বাণী**

(শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস প্রণীত)

কাগজে বাঁধাই ৸০   কাপড়ে বাঁধাই ১৲

৫। **মনের পথে**

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, প্রণীত
পরিবর্দ্ধিত (২য় সংস্করণ)—যন্ত্রস্থ

৬। **তত্ত্বকণা**

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
ধর্ম্মতত্ত্বের সহজ সরল মীমাংসা)

কাগজে বাঁধাই ১।০   কাপড়ে বাঁধাই ১॥০

৭। **শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ প্রণীত) ৵০

৮। **শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী**

(ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র জোয়ার্দ্দার প্রণীত) ৩৲

৯। নানাপ্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন,
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ)
কাগজে বাঁধাই ১।৷০ কাপড়ে বাঁধাই ১৸০

১০। নারীর পথে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন,
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম্-এ)
কাগজে বাঁধাই ১।৷০ কাপড়ে বাঁধাই ১৸০

১১। মুরলী

(৺কবিবর হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্বনি', 'গীতি-
উৎসব' এবং অন্যান্য বহু গীতির একত্র সমাবেশ) ৷০

১২। চলার সাথী

শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন দান। সমস্যাক্লান্ত জীবনে অমৃতের সহযাত্রী। যন্ত্রস্থ।

১৩। নারীর নীতি— (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—

১। ম্যানেজার, সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, পাবনা।

২। শাখা-সৎসঙ্গ,
২২ নং ঘোষ লেন, মাণিকতলা, কলিকাতা।

৩। ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড,
১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য বড় বড় পুস্তকালয়েও সৎসঙ্গের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়।